"ফী যিলালীস্ স্যুয়ুফ"

(তরবারীর ছায়াতলে)

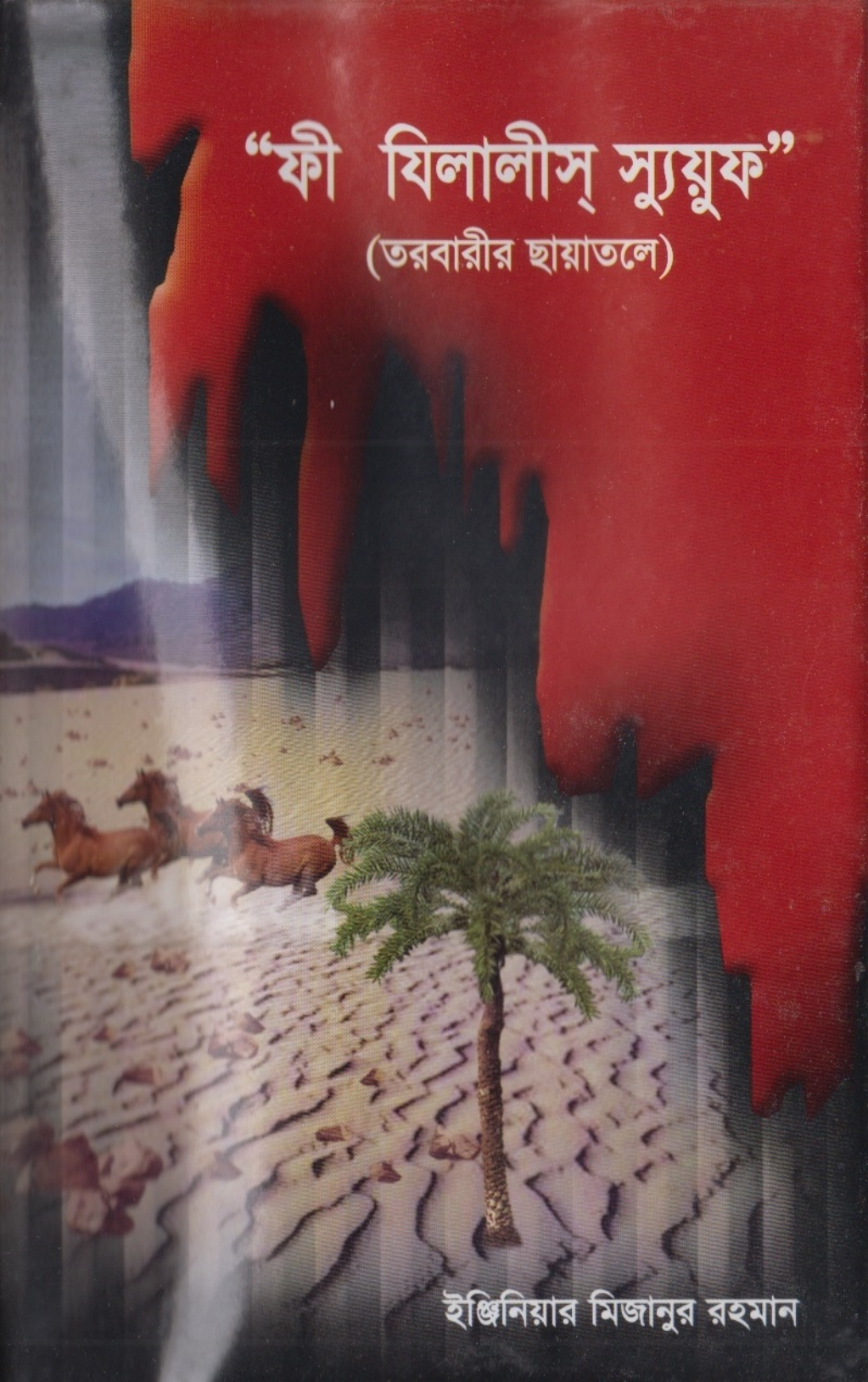

ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমান

ফী যিলালিস্ স্যুয়ুফ

(তরবারীর ছায়াতলে)

www.pathagar.com

ফী যিলালিস্ স্যুয়ুফ

(তরবারীর ছায়াতলে)

স্বত্ব ঃ

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম মূদ্রণ ঃ

মার্চ-২০০৫

প্রচ্ছদ ঃ

হায়দার দেওয়ান

কম্পোজ ঃ

মোঃ ফরিদ-আল-মামুন

মূল্য ঃ

১১০ (একশত দশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাঁর রক্তে রাঙ্গা তায়েফের মরুবালি
উহুদের ময়দানে শহীদ দান্দান মোবারক
সেই রক্তস্নাত নবীর কদম মোবারকে।

www.pathagar.com

লেখকের কথা

প্রিয় পাঠক সমাজ,

২০০১ সালের কথা। প্রচলিত নিয়মেই দেড় বছর কাটাতে হয় সুদুর ছাতক সিমেন্ট কারখানায়। আত্মীয়-পরিজন বর্জিত পরিবেশে বই ছিল নিত্য সঙ্গী। এটা ছিল ইসলামের দুঃসময়। রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকায় ক্রুসেডের আস্ফালন দেখে আমার মনকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। আমার বিশ্বাস ও ঈমানী দায়িত্ববোধ থেকেই মধু মক্ষিকার ন্যায় কিছু সঞ্চিত করে কালির আঁচড়ে লিখার চেষ্টা করেছি মাত্র। বইটিতে ভূল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক সমাজের সমালোচনা ও ভূল ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকবো। মুসলমান ভাইয়েরা বইটি কিঞ্চিৎ উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

www.pathagar.com

ভূমিকা

তরবারী ন্যায়ের প্রতীক। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার মাধ্যম। জুলুম উৎখাত করে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার। প্রাগৈতিহাসিক যুগে জান-মালের হিফাজত, শত্রু পক্ষের মোকাবিলা এবং যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার হিসেবে তরবারীর ব্যাপক প্রচলন ছিল। তখনকার যুগে যুদ্ধোপকরণ হিসেবে ঢাল, তরবারী, তীর, ধনুক বর্শা, নেজা, বল্লম ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। যুদ্ধের (জিহাদের) ময়দানে বাহন হিসেবে হাতী, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ব্যাবহার করা হতো। তখনকার যুগ ছিল সম্মুখ সমরের যুগ।

ক্রমেই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এ সকল উপায় উপকরণ আজকের দিনে আর তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। তরবারীর স্থান দখল করে নিয়েছে পিস্তল রিভলবার, বন্দুক রাইফেল, কামান, এটমবোম, রাসায়নিক বোম টাইমবোম, মিযাইল, টোমাহক,প্যাট্রিয়ট ইত্যাদি। যুদ্ধের বাহন হিসেবে সাঁজোয়া গাড়ী, ট্যাঙ্ক, হেলিকপটার যুদ্ধ বিমান এবং নৌ-পথে যুদ্ধ জাহাজ, গানশীপ, সাব-মেরিন, টর্পেডো ইত্যাদি।

আল-ক্বোরআনে অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুদ্ধোপকরণ, যুদ্ধের বাহন, যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহের অনুমতি দিয়েছেন। যে সকল ইমানদারগণ অত্যাচারিত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো এবং ঘোষণা করা হয়েছে যে মুমিনদের সাহায্য করাই আল্লাহর দায়িত্ব। মুমিনের জান-মাল আল্লাহর নিকট যেমন মূল্যবান, আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান "আ-দ্বীনও"অত্যন্ত মূল্যবান। আর এই অমূল্য সম্পদ সুরক্ষার জন্যই মহান আল্লাহ সোবহানাহুতায়ালা এবং তার প্রিয় হাবীব মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পক্ষ হতে এই "দ্বীন কে আমানত রাখা হয়েছে তরবাবীর ছায়াতলে।

পার্থিব জগতে যে জিনিষ যত বেশী মূল্যবান তার হিফাজতের উপায়-উপকরণ ও ততবেশী শক্তিশালী। দুনিয়ার রাজা-বাদশা, রাষ্ট্রপ্রধানসহ তাবৎ শাসকদের হুকুম তামিল করার জন্য শত শত নিরাপত্তা রক্ষী অস্ত্র-সস্ত্রে সু-সজ্জিত করে মোতায়েন রাখা হয়। এদের নির্দেশ বাস্তবায়ণের জন্য কত কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীনের হেফাজতের জন্য তরবারীর (অস্ত্র সস্ত্র) ব্যবস্থা রাখতে বাধা কোথায়? তাই দ্বীনকে আমানত রাখা হয়েছে তরবারীর ছায়াতলে। আর এর স্বপক্ষেই রাসুলে পাক (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ ইন্নাল জান্নাতা তাহ্তা জিলালিস স্যুয়ুফ। নিশ্চয়ই জান্নাত হচ্ছে তরবারীর ছায়াতলে (বুখারী)।

রাসুল (সঃ) আরো ইরশাদ করেন ঃ যে দিন থেকে আল্লাহ আমাকে জিহাদের হুকুম দিয়েছেন। সেদিন থেকে শুরু করে আমার উম্মতের শেষ লোকটি দাজ্জালের সাথে জিহাদ না করা পর্যন্ত এ জিহাদ অব্যাহত থাকবে। কোন অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার বা কোন সু-বিচারী শাসকের সু-বিচার এ জিহাদকে বাধা গ্রস্থ করার ক্ষমতা রাখবেনা (আবু দাউদ)। তাই তরবারীর নাম শুনে বা জিহাদের কথা শুনে কেউ যদি মুসলমানদের সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে আর ইসলাম ধর্মকে সন্ত্রাসী ধর্ম বলে তাহলে ভুল হবে। কারণ ইসলাম যেমন কারো উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করে না তেমনি ইসলাম জুলুমকে বরদাশতও করে না।

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা

আমি সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সেই মহান সত্ত্বা আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের যিনি পরম করুনাময়, দয়ালু, দাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক। যিনি আমাকে সৃষ্টির মাঝে আশরাফুল মাখলুকাত খেতাবে ভূষিত করে তাঁর গোলামী করার সুযোগ করে দিয়েছেন। লাখো কোটি সিজদা সেই মহান আল্লাহর শাহী দরবারে। হাজারো দরুদ ও সালাম জানাচ্ছি তাঁর প্রিয় হাবীব সাইয়্যেদুল মোরসালীন, খাতেমান নাবিয়্যিন, আশরাফুল আম্বিয়া, সারোয়ারে দো আলম, জনাবে মোহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর পবিত্র রওজায়ে পাকে। অতঃপর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাগুরু ও ওস্তাদদের যাঁদের স্নেহের পরশে দু'এক কলম লেখা ও যৎসামান্য পড়া শিখে মহান স্রষ্টার অপূর্ব সৃষ্টি সম্পর্কে কিছুটা জানার তৌফিক হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এদেশের আলেম সমাজের যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল ক্বোরান ও হাদীস শরীফের বাংলা অনুবাদ করে যাঁরা আমার মত বাংলা, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতদের আল্লাহর পাক কালাম ও রাসুল (সঃ) এর সহীহ হাদীস সমুহ জানা ও বুঝার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার দ্বীনি ভাই কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের অধ্যাপক জনাব আবু জাফর সাহেব, কলাম লেখক জনাব হারুনুর-রশীদ, জনাব কবি আবদুল হাই শিকদার, জনাব মোবায়দুর রহমান, অধ্যক্ষ আবদুল গফুর মাওঃ উবায়দুর রহমান খান নদভী প্রমুখকে। যাঁদের ক্ষুরধার লেখনীতে প্রকাশিত কিছু বই ও পত্র-পত্রিকা আমাকে কলম যুদ্ধে শরীক হতে সাহস যুগিয়েছে। এছাড়াও হযরত মাওলানা শিহাব উদ্দিন (নরসিংদী), হযরত মাওঃ আবুল আখের (কুমিল্লা), মাওলানা আবুল কাশেম গাজী (পলাশ,নরসিংদী) সহ অন্যান্য আলেম সমাজ বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করার জন্য তাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার মরহুম আব্বাজানের প্রতি যিনি আমাকে পড়া-লেখা করার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করে এ দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে চলে গেছেন। মহান আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর গুনাহ মাফের জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ যেন বান্দার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তাঁর জান্নাতের উছিলা করে দেন।

আমিন।

বিনয়াবত

ইঞ্জিনিয়ার মিজানুর রহমান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

জিহাদের নির্দেশ
জিহাদের সু-সংবাদ
রাসুল (সঃ) এর জিহাদ
রাসুল (সঃ) জিহাদে অভিযান
সাহাবী (রাঃ)দের জিহাদ
শিয়াবে আবু তালিবের ঘটনা
হযরত আনাস-বিন-নজর (রাঃ)
হযরত হান্‌যালা (রাঃ)
হযরত আমর ইবনে জুমুহ্ (রাঃ)
হযরত আলী (রাঃ)
ইসলামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক হযরত সা'দ-বিন'আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)
ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর সাইফুল্লাহ্ খ্যাত হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদ (রাঃ)
ইসলামের শ্রেষ্ঠ সন্তান তারিক-বিন-যিয়াদ
জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের সহমর্মিতা
ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরী
লাইলাতুল ক্বদরের চেয়েও উত্তম
প্রহরী ও জাহান্নামের দূরত্ব
জিহাদ রাজনীতি নয় বরং ইবাদত
শাহাদাতের মর্যাদা
শহীদদের লাশের গোসল দেওয়া হয় না
জিহাদের অপব্যাখ্যা
জিহাদ বিমুখতা
ইসলামে গৃহশত্রু

www.pathagar.com

বিধর্মীদের ষড়যন্ত্র
মুসলমানদের বিলাসিতার পরিণতি
ইসলাম কি সাম্প্রদায়িক
ইমামদের দায়িত্ব
সোভিয়েত রাশিয়া ও আফগান যুদ্ধ
আফগান জিহাদে বিস্ময়কর ঘটনা
আফগান রণাঙ্গনের কারামত
আশ্রয় শিবিরে আল্লাহর সাহায্য
রাখে আল্লাহ মারে কে
নড়ে উঠা শহীদের লাশ
গায়েবী মদদ
আফগান জিহাদের অলৌকিক ঘটনা
আল্লাহর রাডার
মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয়
পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

আল-কোরানে জিহাদের নির্দেশ

রাসুল (সঃ) মাতৃভূমি মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর প্রতি মূহুর্তেই মদীনার মুসলমানগণ কুরাইশদের হুমকির মুখে দিন যাপন করছিলেন। এর প্রধান কারণ ছিল সিরিয়ার সাথে মক্কাবাসীদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের একমাত্র পথই ছিল মদীনা। তাই মক্কার কুরাইশ ও মদীনায় ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে প্রতিনিয়ত মুসলমানদের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এতে মুসলমানদের জান-মাল হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। আর এ জন্যই মহান আল্লাহ পাক হিজরতের প্রায় ছয়মাস পর জিব্রাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে ওহী যোগে জিহাদের আয়াতে নাযিল করেন। আল-কোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

অর্থাৎ-যারা অত্যাচারিত হয়ে আক্রান্ত হয়েছে তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। (সূরা হজ্জ-৩৯)

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ

অর্থাৎ-আর তারা যদি অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে, তাহলে তোমরা কুফরের অগ্রণায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। (সূরা তওবা-১২)

আল-কোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ-তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো না কেন? যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করে আর রাসুল (সঃ)কে দেশান্তরি করার ষড়যন্ত্র করে এবং তাহারাই তোমাদের বিরুদ্ধে প্রথম বিবাদ সৃষ্টিকারী। (সূরা তওবা-১৩)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ-

كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ মুমিনদের সাহায্য করাই আমার দায়িত্ব। (সূরা ইউনুছ-১০৩)

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে ঃ-

www.pathagar.com

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

অর্থাৎ যে মহান আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করেন আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট। (সূরা তালাক্ব-৩)

এভাবে আল্লাহর পক্ষ হতে আরো সাহয্যের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। কোরানুল কারীমে আরো ঘোষণা করা হয়েছে যে, হে ঈমানদারগণ। যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন।

আর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য পাওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহর কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে এক আল্লাহর জমীনে আল্লাহর "আদ্বীন" কে প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা আঞ্জাম দেওয়া, তাহলেই কেবলমাত্র আল্লাহকে সাহায্য করা যেতে পারে। এরশাদ হচ্ছে ঃ-

اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা বেরিয়ে পড়, হাল্কা কিংবা ভারী অবস্থায় আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর নিজেদের জান-মাল দ্বারা ইহাই তোমাদের জন্য কল্যাণ কর। যদি তোমরা বুঝতে পার। (সূরা তওবা-৪১)

নির্দেশ হচ্ছে ঃ-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! শত্রুর সাথে মোকাবিলার জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাক। অতঃপর সুযোগ বুঝে আলাদাভাবে বা একত্রিত হয়ে জিহাদে বেরিয়ে পড়ো। (সূরা নিসা-৭১)

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ-মুশরিকদের সাথে তোমরা সকলে মিলে লড়াই কর যেভাবে তারা সকলে তোমাদের সাথে লড়াই করে। জেনে রাখ, আল্লাহ মোত্তাকীদের সাথেই আছেন। (সূরা তওবা-৩৬)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدْ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

অর্থাৎ-হে নবী, আপনী কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন। আর কাফিরদের আবাসস্থল হল জাহান্নাম। কতই না নিকৃষ্ট তাদের ঠিকানা। (সূরা তওবা-৭৩)

www.pathagar.com

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ

অর্থাৎ-আর আমি তোমাদের জন্য (দাউদকে) বর্ম নির্মাণের কৌশল শিখাইয়াছিলাম। যেন তোমরা একে অন্যের আঘাত হতে আত্মরক্ষা করতে পার। সুতরাং এর পরও তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে না। (সূরা আম্বিয়া-৮০)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ-আর, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, এবং দৃঢ়ভাবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় শ্রবণকারী এবং মহাজ্ঞানী। (সূরা বাক্বারা-২৪৪)

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অর্থাৎ-আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নয়। (সূরা বাক্বারা-২৬৭)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর, ঠিক যেভাবে করা উচিত। (হজ্জ-৭৮)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

অর্থাৎ-আল্লাহ প্রদত্ত "আদ্বীন" এবং তোমাদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য তোমাদের উপর "জিহাদ" ফরয করা হয়েছে। যদিও এটা তোমাদের জন্য কিছুটা কষ্টসাধ্য! (সূরা-বাক্বারা-২১৬)

মুহাম্মদ (সঃ) নামের একজন নিঃস্ব অসহায় উম্মী নবী একমাত্র জিহাদের কারণেই জাহেলী যুগে তমশাচ্ছন্ন অন্ধকার হতে দিশেহারা মানব জাতিকে আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন। মরুচারী আরব বেদুইন আর উটের রাখালরা জিহাদের কারণেই হয়ে গেলেন জগতের চালক। যাদের পদভারে জাহেলী যুগের অত্যাচার, অনাচার, গোমরাহী বিলুপ্ত হয়ে রোম, পারস্য আফ্রিকাসহ অর্ধজাহানে উদিত হয়েছিল ইসলামের সোনালী সূর্য।

এরাই পাল্টেদিল পৃথিবীর মানচিত্র। বদলে দিল পৃথিবীর ইতিহাস। এরা সারা জাহানকে উজ্জিবিত করলো নতুন এক আদর্শের ভিত্তিতে।

জিহাদের সু-সংবাদ

আল-ক্বোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

www.pathagar.com

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে যেন সীসা ঢালা প্রাচীর। (সূরা সফ্ফ-৪)

وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

অর্থাৎ- হে রাসূল (সঃ)! আপনী মু'মিনদের এই সু-সংবাদ জানিয়ে দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (সূরা আহযাব-৪৭)

لَكِنْ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ- রাসুল (সঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের যারা ঈমাণদার ছিলেন এবং যারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা জিহাদ করেছিলেন তাদের জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং এরাই সফলতা লাভ করেছে। (সূরা তওবা-৮৮)

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থাৎ-যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে নিহত হয় বা বিজয়ী হয় তাদের জন্য তাদের রব্বের পক্ষ হতে বড় পুরস্কার রয়েছে। (সূরা নিসা-৭৪)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

অর্থাৎ-হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যাবসার কথা বলে দিব ? যা তোমাদের এক যন্ত্রণাময় আযাব থেকে রক্ষা করবে। (সূরা সফ্ফ-১০)

এমন কি সেই ব্যাবসা! অতঃপর পরবর্তী আয়াতেই মহান আল্লাহ পাক নিজেই সে ব্যাবসার বিষয়ে এরশাদ করেন ঃ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ-তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমাণ আন, আর নিজেদের জান-

মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝতে পার। (সূরা সফ্ফ-১১)

আল-কোরানে সু-সংবাদ হচ্ছে ঃ-

www.pathagar.com

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ-নিশ্চয়ই, আল্লাহ মুমিনদের জান এবং মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। (সূরা তওবা-১১১)

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

অর্থাৎ-হে নবী, আপনী মু'মিনদের জিহাদে উৎসাহিত করুন আর বলে দিন, যদি তোমাদের মধ্যে বিশ জন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি থাকে তবে, কাফেরদের দুইশত জনের উপর বিজয়ী হবে, আর যদি তোমাদের একশত জন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি থাকে, তবে তাদের এক হাজারের উপর বিজয় লাভ করবে। কারণ এরা সত্যের জ্ঞান রাখেনা। (সূরা আনফাল-৬৫)

এরশাদ হচ্ছে ঃ-

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ-আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় অত্যাসন্ন, মু'মিনদের এই সু-সংবাদ জানিয়ে দিন। (সূরা-সফ্ফ-১৩)

হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে এক ব্যক্তি রাসুল (সঃ) এর কাছে জানতে চাইলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ঈমাণদার কে? রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত!

নবী কারীম (সঃ) এরশাদ করেন ঃ জিহাদের ময়দানের ধুলায় মলিন অবয়ব আর জাহান্নামের আগুন কখনও একত্রিত হবে না। এমন কি জাহান্নামের ধুঁয়াও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তির দু'টি পা আল্লাহর রাহে (জিহাদের ময়দানে) ধুলিতে আচ্ছন্ন হয়েছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। (বুখারী)

বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে রাসুলে পাক (সঃ) এরশাদ করেন ঃ "আনা নাবিয়্যুন মালহামা" অর্থাৎ-আমি হলাম জিহাদের নবী।

সাহাবায়ে কেরামগণ একদা দরবারে নববীতে আরজ করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) "আইয়্যুল আমালি আফজালু"। অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) বান্দার কোন আমলটি সর্বশেষ্ঠ? রাসুল পাক (সঃ) এরশাদ করেন ঃ "আল ঈমানু বিল্লাহি ওয়া রাসুলিহী" অর্থাৎ আল্লাহর এবং তার রাসুলের উপ ঈমান আনা। (বুখারী)

www.pathagar.com

অতঃপর সাহাবীগণ আরজ করলেন-এর পর কোন আমলটি সর্বশেষ্ঠ? রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ঃ "আল-জিহাদু ফী সাবিলিল্লাহ" অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বুখারী-মুসলিম)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ যোগ্য যে, ঈমান আনার পর নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, বা অন্য কোন আমলের কথা উল্লেখ করা হয় নি। এ হাদীসে ঈমান আনার পরই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের কথা বলা হয়েছে।

অতঃপর সাহাবীগণ আরজ করলেন-ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) এরপর কোন আমলটি সর্বশেষ্ঠ? আল্লাহর নবী (সঃ) এরশাদ করেন ঃ "আল-হাজ্জুম মাবরুর" অর্থাৎ-সেই হজ্জ যা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। (বুখারী ও মুসলিম)।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে "আল জিহাদু মোখ্তাসীরু তারিকুল জান্নাহ"! অর্থাৎ-জিহাদ হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী রাস্তা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহর পথে জিহাদের ময়দানে মুসলিম বাহিনীর হেফাজতের দায়িত্বে এক রাত্র পাহারা দেওয়া, আর শবে ক্বদরের রাত্রে কাবা শরীফে হজরে আসওয়াদের সামনে দাঁড়িয়ে সারারাত ইবাদত করার চেয়ে হাজার গুনে উত্তম। (বুখারী শরীফ)

আল্লামা ইকবালের কবিতার ভাষায় ঃ-

দরদিলে মুসলিম মাকামে মোস্তফা আস্ত,

আবরুত্র মা যে নামে মোস্তফা আস্ত।

অর্থাৎ- যে মুসলমানের হৃদয়ে মোহাম্মদ মোস্তফার বাস

ঐ নামের আলোকে তার মুখশ্রী সমুজ্জল।

আল্লামা ইকবাল আরো উল্লেখ করেছেনঃ-

খীরা না কর সেফা মাগরিব কি দাও -অ-দানেশ

সুরমা থা আঁখ কা মেরা খাকে মদীনা।

অর্থাৎ-ঃ পাশ্চত্যের চাকচিক্য আমার চক্ষুকে প্রতারণা করতে পারেনি, কারণ ঃ মদীনার ধুলিকনা আমার দু' চোখে সুরমা হয়ে জড়িয়ে ছিল।

www.pathagar.com

রাসুল (সঃ) এর জিহাদ

এরশাদ হচ্ছে ঃ-

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

অর্থাৎ-হে নবী, আপনি মু'মিনদের জিহাদে উৎসাহিত করুন। (সূরা আনফাল-৬৫)

একই আয়াতে আল্লাহ পাক আরো উৎসাহ প্রদানে এরশাদ করেন ঃ

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

অর্থাৎ-যদি তোমাদের মধ্যে ২০ (বিশ) জন ব্যক্তি দৃঢ়পদ থাকে, তবে তারা ২০০ (দুইশত) জনের উপর বিজয়ী হবে, আর যদি ১০০ (একশত) জন দৃঢ়চিত্ত থাকে, তবে ১০০০ (এক হাজার) কাফেরের উপর বিজয় লাভ করবে। এটা এজন্য যে তারা সত্য ধর্মের জ্ঞান রাখে না। (সূরা আনফাল-৬৫)

আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) ছিলেন সৃষ্টির সেরা মহামানব। অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আলোর মশাল নিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন তাঁকে এ ধরাধামে পাঠিয়েছেন বাতিলের মোকাবিলায় হক্কের পয়গাম নিয়ে।

চল্লিশ বৎসর বয়সে হেরা পর্বত গুহায় ধ্যান মগ্ন অবস্থায় নবীজির উপর নাযিল করা হয় মানব জাতির জন্য আল্লাহর শ্রেষ্ঠ উপহার আল -ক্বোরআন। আর এই ক্বোরআনই একজন নিঃস্ব এতিম অসহায়, সত্যনিষ্ট বান্দা ও রাসুল (সঃ) কে দুনিয়ায় আল্লাহ বিরোধী যত দুধর্ষ, ক্ষমতাশালী, বিত্তশালী সমাজ পতিদের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়েছে। তাঁর কণ্ঠেই উচ্চারিত হয়েছে বাতিলের বিরুদ্ধে হক্কের আহবান এবং সমস্ত কুফরী ফাসেকী ও নাফরমানীর বিরুদ্ধে সত্যনিষ্ঠ মানুষদের খুঁজে খুঁজে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করার সঞ্জীবনী সুধা।

এক ব্যক্তির উদাত্ত আহবানে সাড়া দিয়ে সত্যানুসন্ধানীরা নিজেদের আরাম আয়েশকে তুচ্ছ করে জান ও মালের বিনিময়ে ইসলামের পক্ষে কুফরীর বিরুদ্ধে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। যার, নজীর বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রিয় নবী (সঃ) এর এই আহবান কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে জারী থাকবে ইনশাল্লাহ!

ওহীয়ে ইলাহীর নির্দেশানুযায়ী খিলাফতে ইলাহীকে এ ধরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জীবনের একটি মূহুর্তও তিনি আরাম আয়েশে কাটান নি। কারণ তিনি জানতেন, যে আমানত তাঁর কাছে রাখা হয়েছে সেই আল-ক্বোরআন কোন গদ্য, পদ্য, ভ্রমন

www.pathagar.com

কাহিনী বা উপন্যাস নয়। কোরআন একটি দাওয়াত ও আন্দোলনের কিতাব। ক্বোরআন একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

অথচ কিছু কিছু ফিত্নাবাজ, জুলুমবাজ, বিরুদ্ধবাদী, খোদাদ্রোহীরা এই শান্তশীষ্ট, নিরীহ, সত্যবাদী নবী ও তাঁর সাথীদের বিরুদ্ধে বাতিল জনগোষ্ঠীকে উত্তেজিত করে বিভিন্ন সময় বাঁধিয়ে দিয়েছে ঘোরতর যুদ্ধ। নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কী জীবনে দীর্ঘ তেরটি বছর দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে সীমাহীন অত্যাচার, উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। নামাযরত অবস্থায় পিঠের উপর উটের নাড়ি-ভূঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তায়েফের উত্তপ্ত মরুবালি রাসুল (সঃ) এর পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। অথচ এ সময় হযরত ওমরের মত দুধর্ষ মহাবীর সাহাবীও ইসলামের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছিল।

জনৈক সাহাবী এ দুঃসহ অবস্থায় রাসুল (সঃ) এর নিকট যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁর প্রতি উত্তরে রাসুল (সঃ) বলেন ঃ "উমিরতু বিল আফু ফালাতু ক্বাতেলু" অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য নয় বরং আমাকে ক্ষমার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

মহাজ্ঞানী মহান আল্লাহর এ ক্ষেত্রেও নিহিত ছিল বিরাট হিকমত। কারণঃ কাফের মোশরেক ও অন্যান্য বিধর্মীদের প্রতিহত বা প্রতিরোধ করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ছিল জনবল। অতঃপর জিহাদের উপকরণ, আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং সুদৃঢ় অবস্থান বা রাজ্যক্ষমতা। অবশ্য নবুয়তের শেষ দিকে আল্লাহ পাক শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধের অনুমতি দান করেন। হাদীস শরীফে এ বিষয়ে রাসুল (সঃ) এরশাদ করেনঃ

তোমরা ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করবে মালে গনিমতের জন্য নয়। কোন জাতিকে ধোঁকা দিবে না। মৃতদেহের অপমান করবে না। শিশু, স্ত্রী লোক ইবাদত গৃহ এবং সেখানে অবস্থানরত ধর্মীয় উপাসনারত লোকদের আক্রমন করবে না। বৃদ্ধদের অপমান ও হত্যা করবে না। লোকজনের সাথে এহসান ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবে। (মুসলিম ও আবু দাউদ)

নবুয়তের দ্বাদশ বৎসর যখন হিজরত ও জিহাদের আয়াত নাযিল হয়। রাসুল (সঃ) তখন নিশ্চিত হন যে, অচিরেই মক্কা থেকে অন্যত্র হিজরত করতে হবে। আর এ বিষয়ে মহান আল্লাহ পাক কোরআনে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর পথে হিজরত করেছে এবং জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছে এরাই আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুনাময়। (সূরা বাক্বারাহ-২১৮)

www.pathagar.com

রাসুল (সঃ) ছিলেন একধারে রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, আইন প্রনেতা, অর্থনিতিবিদ, সামাজবিদ, বিচারক, সংগঠক, প্রশাসক, দার্শনিক, আন্দোলনকারী, ইমাম, খতিব, এবং সেনাপতি। নবীজির জীবনাদর্শ ছিল অত্যন্ত বৈচিত্রময়। তিনি একদিকে জিহাদের ময়দানে শ্রমিক হয়ে মাটি কেটেছেন অপরদিকে জিহাদের ময়দানে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব ও পালন করেছেন।

একদিকে স্ত্রী, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীদের নিয়ে স্নেহ, মায়া-মমতার বন্ধনে জড়িত থেকেছেন। অপর দিকে স্রষ্টার প্রেমে বিভোর হয়ে হেরা গুহায় ঐশী সাধনায় নিমগ্ন থেকেছেন। একদিকে জিহাদের ময়দানে পরাক্রমশালী বীরেরমত শত্রুকে পরাভূত করে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছেন, অপর দিকে পরম শত্রুকেও ক্ষমা করে নিজ বক্ষে স্থান দিয়েছেন।

একদিকে একজন বিচক্ষন রাজনীতিবিদ হিসেবে সত্যদ্রোহীদের গোপন ষড়যন্ত্রের সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। অপর দিকে খেজুর পাতার পর্ন কুটিরে বসে শত শত মাইল দূরবর্তী স্থানে শত্রুর গতিবিধি নজরে রেখেছেন।

একদিকে পরিবার ও রাষ্ট্রের নিত্য প্রয়োজনে সর্বক্ষনিক খোঁজ-খবর নিয়েছেন। অপর দিকে নিরালায় নিভৃতে অসীম রহস্য লোকে প্রবেশ করে ঐশি যোগাযোগ স্থাপন করেছেন।

হিজরতের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসুল (সঃ) তাঁর প্রিয়তম সাহবী হযরত আবু বকর (রাঃ) কে একদা জানালেআবু বকর (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমি আপনার সঙ্গী হতে পারবো তো ? তখন রাসুল (সঃ) বলেন, তাতে আপত্তি নাই। এঘটনার প্রায় ছয়মাস পর উভয়ে হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে আসেন।

হিজরতের দিনের ঘটনা, আবু জেহেলের নেতৃত্বে মক্কার দারুন নদোয়া নামক স্থানে কুরাইশ সর্দারদের এক সভা আহবান করা হয়। ঐসভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, আজ রাতেই মুহাম্মদ (সঃ) আস্তানা ঘেরাও করে রাখা হবে। সকালে মক্কার সমস্ত গোত্রের নির্বাচিত ঘাতকরা একযোগে তরবারীর আঘাতে তাঁকে হত্যা করবে। তাহলে একা হাশেমী গোত্র সকলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে সাহস পাবে না।

যে কথা সে কাজ। রাত্রি বেলা রাসুল (সঃ) এর আস্তানা ঘেরাও হয়ে গেল। এ দিকে আল্লাহ পাক জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে রাসুল (সঃ) কে সমস্ত বিষয় অবহিত করেন। তিনি হযরত আলী (রাঃ) কে ডেকে তাঁর নিকট গচ্ছিত বিভিন্ন লোকের আমানত বুঝিয়ে দিয়ে বলেন যে, এ রাতেই আমার হিজরতের হুকুম হয়েছে তুমি কাল এই আমানত লোকজনকে বুঝিয়ে দিয়ে ইয়াসরিবের উদ্দেশ্য রওয়ানা হবে। ক্রমেই রাত গভীর হতে লাগলো আর রাসুল (সঃ) উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় সুযোগের অপেক্ষায় আছেন কখন ঘর থেকে বাহির হওয়া যায়। চতুর্দিকে

www.pathagar.com

কাফেরদের কড়া বেষ্টনী। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) এসে বলেন, হে রাসুল (সঃ) আপনি পাঠ করুন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

অর্থাৎ আমি কাফেরদের সামনে ও পিছনে প্রাচীর দ্বারা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছি। ফলে তারা তখন আর কিছুই দেখিতে পায় না। (সূরা ইয়াসীন-৯)

আল-কোরআনের এই আয়াত পাঠ করে রাসুল (সঃ) কাফেরদের প্রতি এক মুষ্ঠি ধুলি নিক্ষেপ করেন, আর ধীরে ধীরে বিধর্মীরা সব গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এই সুযোগে রাসুল পাক (সঃ) আল্লাহর নামে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন।

এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধের সময়ও আল্লাহ পাক রাসুল (সঃ) এর মাধ্যমে কাফের সৈন্যদের প্রতি ধুলি নিক্ষেপ করিয়ে তাদের আচ্ছন্ন করে ছিলেন। এ বিষয়ে আল-কোরআনে এরশাদ হচ্ছে :

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى

অর্থাৎ হে রাসুল (সঃ) আপনি মুষ্ঠিভরে ধূলি নিক্ষেপ করেন নাই। বরং আমি আল্লাহর পক্ষ হতে উহা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। (সূরা আনফাল-১৭)

গভীর রাত। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ার পর নবীজির দৃষ্টি পড়লো "ক্বা" শরীফের উপর। তখন রাসুল (সঃ) আপেক্ষ করে বললেন হে "ক্বা" তুমি আমার নিকট অতি প্রিয় ও পবিত্র। কিন্তু তোমার অবাধ্য সন্তানেরা আমাকে এখানে থাকতে দিল না।

রাসুল (সঃ) হযরত আবু বকরের গৃহে উপস্থিত হয়ে ডাক দিলে তৎক্ষনাত আবু বকর (রাঃ) জবাবদেন লাব্বায়েক ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) আর এ ডাকটির জন্যই যেন হযরত আবু বকর (রাঃ) দীর্ঘ ছয়টি মাস অপেক্ষায় ছিলেন। সাথে সাথেই হযরত আবু বকর (রাঃ) কে রাসুল (সঃ) জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ঘুমাও নাই। আবু বকর (রাঃ) বলেন যে দিন আপনি হিজরতের আদেশের কথা বলেছিলেন, ঐ দিন হতে আমি একটি রাত্রি ও বিছানায় পিঠ লাগাইনি। কখন যে আপনি এসে আমাকে ডাক দেন আর আমি যদি সাথে সাথে দরজা খুলে না দিতে পারি আর কাফেররা আপনার কোন ক্ষতি করে ফেলে। উল্লেখ্য যে, হিজরতের পুর্বেই মক্কায় বিবি আয়শা সিদ্দিকার সাথে রাসুল (সঃ) এর শুভ বিবাহ সু-সম্পন্ন হয়েছিল।

এদিকে দীর্ঘ ছয় মাস যাবত হযরত আবু বকর (রাঃ) দুইটি উটনীকে ঘাস, লতা, পাতা খাওয়াইয়া পালন করতে ছিলেন। এর মধ্য হতে একটি উটনী রাসুল (সঃ) কে গ্রহনের অনুরোধ জানালে মূল্যের বিনিময়ে তিনি গ্রহণ করতে রাজী হলেন। সারা রাত জাগ্রত থেকে অতি প্রত্যুষে উভয়ে মক্কা থেকে দক্ষিন দিকে "জাবালে

www.pathagar.com

সত্তর" গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইয়াসরিবের অবস্থান ছিল মক্কা থেকে উত্তর দিকে। হিজরতে নিরাপদ যাত্রার জন্য কৌশলগত কারণে তিনি দক্ষিন দিকে বাহির হন।

"সত্তর" পর্বত গুহায় তাঁহারা তিনদিন অবস্থান করেন। এ তিন দিন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ছেলে "আবদুল্লাহ" এসে রাত্রি বেলা তাঁদের খোঁজ-খবর নিতেন। আবু বকর (রাঃ) এর গোলাম দিনের বেলা ছাগল চরাতে এসে সন্ধ্যায় দু'জনকে দুধ পান করাতেন।

ছাগলের দুধ ছাড়া এ তিনদিন অন্য কোন আহার পানীয়ের ব্যাবস্থা ছিল না। ঐ দিকে প্রত্যুষে কোরাইশদের চেতনা ফিরে আসে। তখন ঘরে ঢুকে রাসুল (সঃ) এর বিছানায় হযরত আলী (রাঃ) কে তারা দেখতে পায়। হযরত আলী (রাঃ) কে বন্ধী করে ক্বাবা চত্বরে নিয়ে আসে। দীর্ঘক্ষন বাদানুবাদের পর আলী (রাঃ) কে তারা ছেড়ে দেয়।

অতঃপর সকলে পরামর্শ করে যে যেদিকে পারলো রাসুল (সঃ) এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

নবী করীম (সঃ) হযরত আবু বকর (সঃ) কে নিয়ে সাত্তর গুহায় আত্মগোপনের পর আল্লাহর কুদরতে গুহা যুগে তাৎক্ষনিক এক প্রকার লতানো গাছ গজিয়ে উঠে। ঐ গাছের শাখায় একজোড়া কবুতর এসে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে এবং ডিমে তা দিতে থাকে। এর উপরে গুহা মুখে বড় আকারের পাহাড়ী মাকড়সা জাল বুনে দেয়। ইত্যবসরে কাফেরদের একটি দল খোঁজা-খুজি করতে করতে গুহার পাশে এসে পড়ে। গুহা থেকে তাদের কথার আওয়াজও পাওয়া যায়। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) আমার খুব ভয় হচ্ছে। এ মূহুর্তে তারা নীচের দিকে নজর দিলে আমাদের দেখে ফেলবে। আমরা তো মাত্র দুইজন, ওরা সংখ্যায় বেশী। তখন রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ঃ "লা তাহ্জানু ইন্নাল্লাহা মায়ানা"। আপনী ভয় করবেন না। আল্লাহ আমাদের সাথেই আছেন।

চতুর্থদিন রাসুল (সঃ) আবু বকর (রাঃ) সহ গুহা থেকে বেরিয়ে পড়েন। আবু বকর (রাঃ) এর পূর্ব নির্ধারিত ইয়াসরিবের পথ প্রদর্শক আবদুল্লা-বিন-উরাইকিত কে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে যাত্রা শরু করেন। এদিকে কুরাইশরা অনেক খোঁজা-খুঁজি করে রাসুল (সঃ) কে না পেয়ে ঘোষণা করে যে, মোহাম্মদ ও আবুবকর কে যে ব্যক্তি ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে একশত লাল উট পুরস্কার দেওয়া হবে। এ সংবাদ শুনে "সোরাকা বিন জাসাম" নামক এক দুধর্ষ ঘোড়সওয়ার তার দ্রুতগামী ঘোড়া আর, তীর ধনুক নিয়ে বেরিয়ে পড়ে লোভনীয় পুষ্কারের আশায়।

রাসুল (সঃ) এর কাফেলা পথ চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে একস্থানে কিছুক্ষন বিশ্রামের পর পুনরায় যখন যাত্রা শুরু করে দূর থেকে সোরাকা রাসুল (সঃ) ও

www.pathagar.com

আবু বকর (রাঃ) কে দেখে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁদের নিকটে পৌছার চেষ্টা করে। এমন সময় হঠাৎ তার ঘোড়াটি হুমড়ি খেয়ে উল্টে পড়ে গেল। সোরাকাও ছিটকে অনেক দুরে গিয়ে পড়লো।

তখন সে চিন্তা করতে করতে ঠিক করলো যে, লটারী করে সে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে একাজে আর অগ্রসর হবে কিনা ! তার তুনের তীর বাহির করে লটারী করলো, লটারীতে রাসুল (সঃ) কে আক্রমন বা আটক করার ব্যাপারে না বোধক ফল দেখা গেল। কিন্তু একশত উটের লোভ সম্বরন করতে না পেরে পুনরায় উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। রাসুল (সঃ) এর কাছা কাছি পৌছুতেই অকস্মাৎ তার ঘোড়াটির চার পা হাঁটু পর্যন্ত মরুবালিতে ঢুকে গেল। এ অবস্থায় সে চিৎকার করে উঠে এবং রাসুল (সঃ) এর নিকট বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে পরে ইসলাম গ্রহণ করে।

দীর্ঘ পথ চলতে চলতে ইয়াসরিব থেকে তিন মাইল দক্ষিনে "কুফায়" যাত্রা বিরতি করেন। কুফার "বনী সালিম" নামক স্থানে জুমুআর নামাযের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে সেখানেই জুমুআর নামায আদায় করেন। ইসলামের ইতিহাসে ইহাই প্রথম জুমুআর নামায। তারিখটি ছিল ৮ই রবিউল আওয়াল ২০ শে সেপ্টেম্বর ৬২২ খৃষ্টাব্দ শুক্রবার। আর এখানেই এসে হযরত আলী (রাঃ) রাসুল (সঃ) এর কাফেলায় মিলিত হন।

দীর্ঘ চৌদ্দ দিন পর কুফা থেকে রাসুল (সঃ) ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রাসুল (সঃ) এর আগমনী বার্তা পেয়ে ইয়াসরিবের অধিবাসীগণ হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তৈরি হয়ে গেল। রাসুল (সঃ) এর নানার গোত্র "নাজ্জার" বংশের লোকেরা তীর, ধনুক, ঢাল, তলোয়ার নিয়ে দলে দলে অগ্রসর হতে লাগলো। ইয়াসরিব হতে "কুফা" পর্যন্ত তিন মাইল রাস্তার উভয় পাশে লোকজনের উপচে পড়া ভীড়।

রাসুল (সঃ) শহরের নিকটবর্তী হতেই খুশী ও আনন্দের হিল্লোল বেজে উঠে। গৃহবাসী রমনীগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সমস্বরে গাইতে লাগলো ঃ"ত্বলায়াল বাদরু আলাইনা, মীন ছানি ইয়াতিল বিদায়ী, ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা, মাদায়া লিল্লাহিদায়ী"।

অর্থাৎ আজ পূর্নিমার চাঁদ উদিত হয়েছে ওয়াদা পর্বত হতে, আল্লাহর শুকরিয়া আমাদের উপর ওয়াজিব হয়েছে যতক্ষন পর্যন্ত প্রার্থনা কারী প্রার্থনারত থাকবে। ছোট ছোট মেয়েরা কচি কণ্ঠে কবিতা আবৃতি করতে থাকে ঃ "নাহ্নু যাওয়ারিল বনী নাজ্জার, ইয়া হাব্বাজা মুহাম্মাদান মীন যার"। আমরা বনী নাজ্জার গোত্রের মেয়ে, আমাদের সৌভাগ্য যে, এখন থেকে মুহাম্মদ (সঃ) হবেন আমাদেরই উত্তম প্রতিবেশী। অতঃপর রাসুল (সঃ) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এর গৃহে আতিথ্য গ্রহন করেন। রোগ, শোক, দুঃখ, দুর্দশার শহর ইয়াসরিবের নাম

www.pathagar.com

পরিবর্তন করে রাসুল (সঃ) এ শহরের নামকরণ করেন মদীনাতুন্নবী অর্থাৎ নবীর শহর ও শান্তির শহর। এ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মাতৃভূমি মক্কায় পৈতৃক ভিটা মাটি, আত্মীয়-স্বজন, শৈশবের বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-কন্যা সকলকে ছেড়ে জীবনের মায়া তুচ্ছ করে দীর্ঘ তিনশত মাইল দূরে আল্লাহর নবীকে হিজরত করতে হয়েছে একমাত্র ওহীয়ে ইলাহীর নির্দেশ বাস্তবায়ণের জন্য। আল্লাহর এ জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মক্কা নগরীতে রাসুলে পাক (সঃ) কে সু-প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। তিনি কেন তাঁর প্রিয় হাবীবকে এত বিপদ-আপদ এবং ঝুঁকি পূর্ণ অবস্থায় ভয়, সঙ্কোচ, উৎকণ্ঠার মধ্যে ফেলেছিলেন এর ভাবার্থ জ্ঞানীরাই একমাত্র বুঝতে সক্ষম।

আর এটি ছিল জিহাদের পূর্ব প্রস্তুতি মাত্র। মাদানী জীবনে জিহাদের পরবর্তী অধ্যায় ছিল আরো মর্মান্তিক ও দুঃখজনক।

হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে আল্লাহর বিশেষ দূত হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল-কোরানের বানী নিয়ে রাসুল (সঃ) এর কাছে আসেন এবং বলেন যে হে রাসুল (সঃ) আপনী বলুন ঃ

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا

অর্থাৎ হে রাসুল (সঃ) আপনী বলুন, হে আমার প্রতি পালক আমাকে নিরাপদে আমার গন্তব্যে পৌছাইয়া দিন এবং আমাকে একটি উত্তম রাষ্ট্রক্ষমতা দান করুন যাতে আপনার প্রত্যক্ষ সাহায্য থাকে। (সূরা বনী ইসরাঈল-৮০)

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর নবী, মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)। হিজরী দ্বিতীয় সালে ১৭ই রমজান, ৬২৪ খৃষ্টাব্দ ১৩ই মার্চ মদীনার ৮০ (আশি) মাইল দক্ষিনেবদর নামক প্রান্তরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল-ক্বোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ-

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

অর্থাৎ এবং আল্লাহ তোমাদের বদরে সাহায্য করেছেন যখন তোমরা দুর্বল ছিলে, সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর, হয়তো তোমরা শোকর গুজার হতে পার। (সূরা আলে-ইমরান-১২৩)

ঐতিহাসিক বদরের যুদ্ধই ছিল ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। মদীনা থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে। সিরিয়া থেকে মদীনা আসার পথে দুর্গম এলাকার একটি বস্তির নাম ছিল "বদর"। যে দুইটি বাহিনী সেদিন মুখোমুখি হয়েছিল এদের এক পক্ষে ছিল হক্ক। অন্যপক্ষে ছিল বাতিল। একদিকে আলো অন্যদিকে অন্ধকার। একদিকে

www.pathagar.com

ইসলাম অন্যদিকে কুফর। আর এ অসম যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতির দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর নবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ (সঃ)।

বদর ময়দান

বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় পাওয়া যায়, রাসুল (সঃ) সেদিন বদর প্রান্তরে বিনয়ের সহিত পবিত্র হস্তদ্বয় উত্তোলন করে আরজ করেছিলেন ঃ আয় আল্লাহ্, তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ আজ তা পূর্ণ করে দাও। হে আল্লাহ্, আজ যদি এ কয়েকটি জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তবে কিয়ামত পর্যন্ত কেউ তোমার ইবাদত করবে না।

প্রিয় নবীর এই ব্যাকুল অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কেরামগণও বিচলিত হয়ে উঠলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) নিবেদন করেন। হুজুর আপনাকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই আল্লাহ পূরণ করবেন। আর তখনই আল্লাহর পক্ষ হতে রাসুল (সঃ) কে বিজয়ের সু-সংবাদ দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে আল-ক্বোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ-

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

অর্থাৎ শীঘ্রই কোরাইশ বাহিনী পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে এবং পালিয়ে যাবে। (সূরা ক্বামার-৪৫)

www.pathagar.com

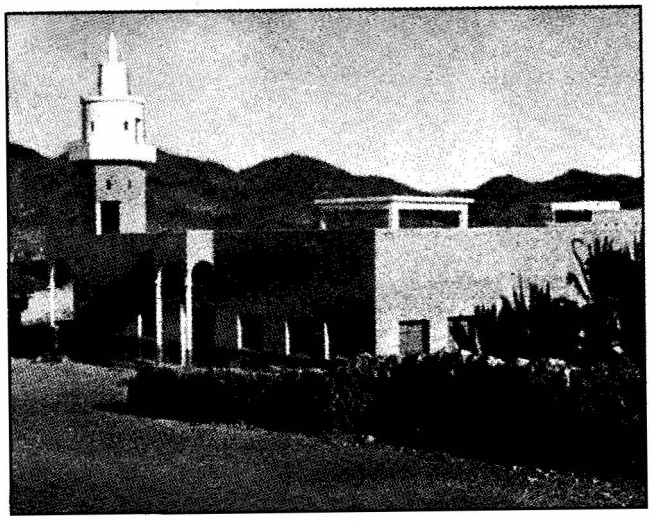

বদর মসজিদ

আর, এ যুদ্ধে আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সঃ) এর প্রতি আনুগত্য এবং আত্মত্যাগের এক অভূত দৃশ্য দেখা গেল বদর প্রান্তরে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পুত্র তখনও মুসলমান হননি। বিপক্ষ দলের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অগ্রসর হলে আবু বকর (রাঃ) তরবারী কোষমুক্ত করেন। ওৎবা বদরের ময়দানে উপস্থিত হলে তার পুত্র হোযাইফা তাকে মোকাবিলার জন্য এগিয়ে আসেন। আর হযরত ওমরের ক্ষুরধার তরবারী আপন মামার রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল।

রাসুল (সঃ) এর বাহিনীতে মাত্র ২৩৮ জন আনসার ও ৮৬ জন মুহাজির মতান্তরে ৩১৩ জন সৈন্য ছিলেন। প্রতিপক্ষে আবু জেহেলের নেতৃতে, কুরাইশ সৈন্যদের সংখ্যাছিল এক হাজার। এ যুদ্ধে আবু জেহেল, ওৎবা, শায়বা ও ওলীদসহ ৭০ জন দুধর্ষ কুরাইশ সৈন্য নিহত হয় এবং আরো ৭৫ জন সৈন্য বন্দী হয়। পক্ষান্তরে মুসলিম বাহিনীর মাত্র ৮ জন আনসার ও ৬ জন মুহাজির সহ মোট ১৪ জন সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। মুয়াজ ও মায়াজ নামক আনসারদের দুই সহোদর কিশোর কর্তৃক তীক্ষ্ণ তরবারীর আঘাতে হতভাগা আবু জেহেল নিহত হয়। খন্দকের যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে।

রাসুল (সঃ) তাঁর জানবাজ সাহাবী (রাঃ) দের নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে গভীর পরিখা খনন করার কাজে লেগে গেলেন। ক্ষুদার জ্বালায় পেটে পাথর বাঁধা।

উত্তপ্ত মরুভূমিতে প্রখর সুর্যের তাপে সারা দেহ ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত। কিন্ত, মুখে তাঁর ভূবন মোহিনী মধুর হাসি "তাবাচ্ছুম"! নবীজি পরিখা খনন করছেন আর

www.pathagar.com

সাহাবীদের সুরে সুর মিলিয়ে জিহাদের তারানা গেয়ে চলেছেন ঃ "লা খাইরু ইল্লা খাইরান ফীল আখিরা, আল্লাহুম্মাগ ফিরলী আনছারু ওয়াল মুহাজিরা"।

অর্থাৎ আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কল্যাণ নাই কভূ।

আনছার ও মুহাজিরদের ক্ষমা কর প্রভূ!

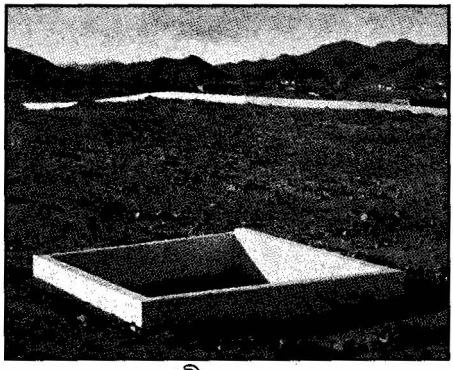

বদর শহীদের কবর

বদর শহীদের স্মৃতিসৌধ

খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬২৭ খৃষ্ট্রাব্দের ৩১শে মার্চ। মুসলিম বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যাছিল ৩,০০০ জন। কাফেরদের পক্ষে ছিল ১০,০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৬০০ অশ্বারোহী যোদ্ধা। যুদ্ধের প্রারম্ভেই রাসুল (সঃ) নিজ বুদ্ধিমত্তায় মদীনার চতুর্দিকে অরক্ষিত স্থানে ছয়দিন যাবত সকলকে নিয়া কঠোর পরিশ্রম করে পরিখা খনন করেন। ঐতিহাসিক ইমামুদিন বলেন ঃ আবু সুফিয়ান এবং তার অশ্বারোহী বাহিনী ও উষ্ট্র বাহিনী অভিনব পরিখা দর্শনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধেও মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করে।

খন্দকের যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল বনুনযীর গোত্রের ইহুদীরা মদীনা হতে বিতাড়িত হয়ে আরবের অন্যান্য গোত্রের শত্রুদের সাথে মিলিত হয়ে প্রায় ১২,০০০ কাফের সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমন করে। এ সংবাদ পেয়ে রাসুল (সঃ) মাত্র ৩০০০ মুসলিম বাহিনী নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেন। পরিখা খনন কালে রাসুলের হাতের কোদালের আঘাতে পাথরের সাথে ঘর্ষনের ফলে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাঝে রোম, পারস্য ও সিরিয়ার অট্টালিকা ও প্রাসাদসমূহ দেখতে

www.pathagar.com

পান। অতঃপর রাসুল (সঃ) সকলকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই ঐ সমস্ত এলাকা গুলি আমাদের হস্তগত হবে।

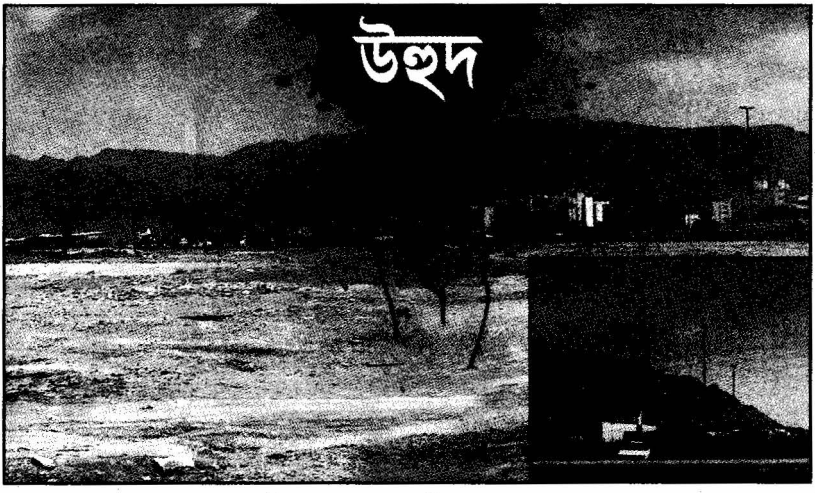

উহুদ ময়দান ও উহুদ পাহাড়

এদিকে কাফের সৈন্যরা পরিখার অপর পাড়ে এসে সমবেত হতে থাকে এবং দীর্ঘ প্রায় এক মাস মুসলিম বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে রাখে।

অতঃপর মহান আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য ভাবে ঝড়-ঝঞ্জা বায়ু এবং ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা কাফেরদের ছত্র ভঙ্গ করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে আল-ক্বোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। যখন বিভিন্ন সেনা দল তোমাদের আক্রমন করলো তখন আমি তাদের প্রতি ঝড় - ঝঞ্জাবায়ু প্রেরন করলাম এবং এমন সেনাদল প্রেরণ করলাম যা তোমরা দেখ নাই। অথচ আল্লাহ তোমাদের সকল কার্যাবলী দেখে ছিলেন। (সূরা আহযাব-৯)

মক্কা বিজয়ের পর ৬৩০ খৃষ্ট্রাব্দে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনীতে সৈন্য সংখ্যা ছিল ১২,০০০ এবং শত্রুপক্ষে সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০,০০০ জন হুনাইনের যুদ্ধেও রাসুল (সঃ) এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী বিজয় অর্জন করে।

www.pathagar.com

অতঃপর তাবুক অভিযান চালিয়ে যুগ শ্রেষ্ট সমর নায়কের ভূমিকা পালন শেষে এ ধরাধামে ইসলামকে সু-প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)।

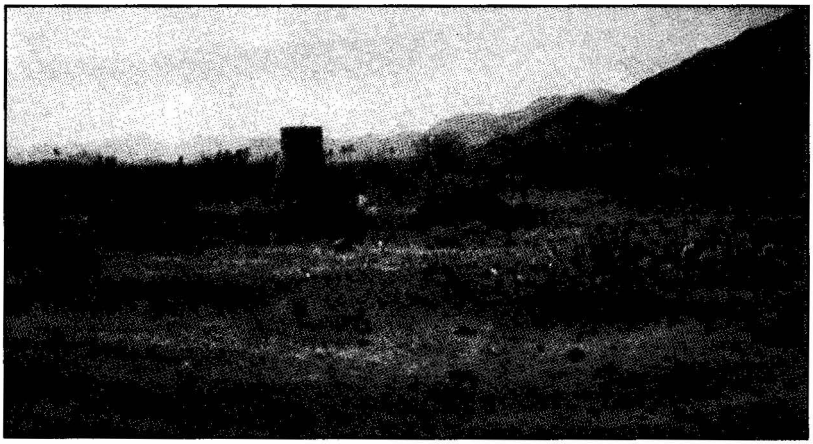

হুনাইনের যুদ্ধের ময়দানের একাংশ

রাসুল (সঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারলে এবং জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে বাস্ত বায়িত করতে পারলে উম্মতের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সু-সংবাদ দান করা হয়েছে। এ বিষয়ে কালামে পাকে এরশাদ হচ্ছে ঃ-

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থাৎ সেদিন (কিয়ামতে) আল্লাহ নবী এবং তাঁর সঙ্গী ঈমানদারদের অপমানিত করবেন না, সেদিন তাদের নূর তাদের ডানদিকে এবংসামনে দৌড়াইতে থাকবে, আর তারা দোয়া করতে থাকবে, হে আমাদের রব্ব, আমাদের জন্য এই নূরকে স্থায়ী করে দিন। আর আমাদের ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই আপনী সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (সূরা তাহরীম-৮)

রাসূল (সঃ) এর হিজরতের পর দীর্ঘ দশটি বছর ছিল জুলুমকে উৎখাত করে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও ইনসাফ কায়েমের যুগ। তাই মাদানী যুগ ছিল জিহাদ ও কিতালের যুগ। মাদানী যুগেই আল্লাহর নবী ২৭ টি জিহাদে প্রধান সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

www.pathagar.com

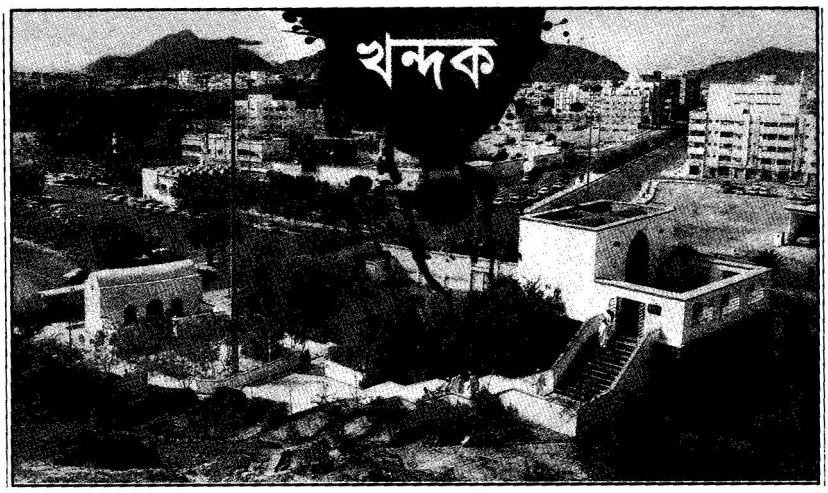

খন্দক ময়দানের বর্তমান দৃশ্য

এ কথা ভূলে গেলে চলবে না যে, প্রিয় নবী (সঃ) সেই জাবালে নূর (হেরা পর্বত) পর্বতের সুউচ্চ গিরি গুহায় সেখানে ছিলেন শান্ত, সৈম্য ও ধ্যানমগ্ন। ওহী আসার পর যে কঠিন যাত্রা তিনি শুরু করলেন সারাটি জীবন আর কখনও থেমে থাকার সুযোগ পান নি। সাফা, মারওয়া, আবু কুবাইশ ও কাইকা আন পাহাড়কে পিছনে ফেলে, তায়েফের ব্যথাভরা স্মৃতি বুকে নিয়ে "জাবালে সওর" অতিক্রম করে যে নবীকে একদিন অসহায়ের মত মাতৃভূমি থেকে হিজরত করতে দেখা গেল। সেই নবীকেই একদিন মদীনা হতে পুনরায় বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করতে দেখা গেল। সেদিন দশ হাজার উন্মুক্ত তরবারী বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠলো প্রতিশোধ স্পৃহায়! কিন্তু না, দয়াল নবী ঘোষণা করলেন ক্ষমা ও শান্তির বাণী।

একমাত্র নরাধম ইবনে খাতাল এবং তার কতিপয় মুরতাদ সহযোগী ছাড়া। তাই, দক্ষিনে হোদাইবিয়ার শত্রুদের সাথে অসম সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। উত্তরে চিরশত্রু ইহুদীদের চরমপত্র পাঠিয়ে ছিলেন যে নবী। যুগে যুগে ইতিহাস তার দিকে বিস্ময় নেত্রে তাকিয়ে থেকেছে। যে নবীকে তায়েফের

মরূপথে রক্তাক্ত করা হয়েছে। সেই নবীকে মোকাবিলা করতে ৭০ জন দুর্ধর্ষ কাফের সেনানীকে জাহান্নামে পাড়ি জমাতে হয়েছে।

তাই, মক্কার যুগ থেকে আমাদের ও দ্রুত মদীনার যুগ অর্থাৎ জিহাদের যুগে পৌছাতে হবে। আর এ যুগে পৌছাতে না পারলে ইকামতে দ্বীনের সংগ্রামে সামিল হতে বিলম্ব হয়ে যাবে। তখন অসম্পূর্ণ ঈমান নিয়েই মহান রাব্বুল আলামীনের শাহী দরবারে লজ্জায় মাথা নিচু করে দাঁড়াতে হবে।

www.pathagar.com

তাবুক ময়দানে রাসুল (সঃ) এর স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ এখানেই রাসুল (সঃ) তাঁবু ফেলেছিলেন।

রাসুল (সঃ) জিহাদে অভিযান

রাসুল (সঃ) যে সকল অভিযানে নিজে অংশ গ্রহন করেছিলেন তাকে বলা হয় গাযওয়া। আর যে সকল অভিযানে নিজে অংশ গ্রহন না করে সাহাবী ও মুজাহিদদের জিহাদে প্রেরণ করেছিলেন তাকে বলা হয় ছারিয়া।

রাসূলে পাক (সঃ) এর গাযওয়া সমূহঃ

হিজরী সাল ও মাস	মুজাহিদের সংখ্যা	স্থান
দ্বিতীয় হিজরী সফর	৬০ জন	আবওয়া
-ঐ- রবিউল আউয়াল	২০০ জন	বুওয়াত
-ঐ- রবিউল আউয়াল	২০০ জন	সাফওয়ান
-ঐ- রবিউস-সানী	১৫০ জন	আল-উশায়রা
-ঐ- রমজান	৩১৩ জন	বদর
-ঐ- শাওয়াল	-	কায়মুকা
-ঐ- জিলহজ্জ	৪০০ জন	সাবীক
তৃতীয় হিজরী মহররম	২০০ জন	কুদর

www.pathagar.com

-ঐ-রবিউল আউয়াল	৪৫০ জন	যু-আমর
-ঐ-জমাদিউল আউয়াল	৩০০ জন	বুহরান
-ঐ- শাওয়াল	৭০০ জন	উহুদ
-ঐ- শাওয়াল	৬২৩ জন	হামরাউল
চতুর্থ হিজরী রবিউল আউয়াল	১০০০ জন	বনীনযির
-ঐ-যিলক্বদ	১৫০০ জন	২য় বদর
পঞ্চম হিজরী সফর	৮০০ জন	জ্যাতুর রিকা
-ঐ- রবি-আউয়াল	১০০০ জন	দুমাতুল জান্দাল
-ঐ শাবান	-	মুরায়মী
-ঐ-জিলক্বদ	৩০০০ জন	খন্দক
-ঐ- জিলহজ্ব	৩০০০ জন	কুরাইযাহ্
ষষ্ঠ হিজরী রবি আউয়াল	২০০ জন	উসফান
-ঐ- রবি-সানী	৫০০ জন	যু-কারাদ
-ঐ- যিলক্বদ	১৪০০ জন	হুদায়বিয়া
সপ্তম হিজরী মহররম	১৪০০ জন	খাইবার
-ঐ- শাওয়াল	২০০০ জন	উমরাতুল কাযা
অষ্টম হিজরী রমজান	১০,০০০ জন	মক্কাবিজয়
-ঐ- শাওয়াল	১২,০০০ জন	হুনাইন
-ঐ-শাওয়াল	১২,০০০ জন	তায়েফ
নবম হিজরী রজব	৩০,০০০ জন	তাবুক

রাসুলে পাক (সঃ) নির্দেশে ছারিয়া অধিনায়কবৃন্দ ঃ

হিজরী প্রথম সালের রমজান মাসে সর্ব প্রথম হযরত হামযা (রাঃ) কে অধিনায়ক করে পাঠানো হয়। সর্বশেষ রাসুল (সঃ) অন্তিম ইচ্ছাতে উসামা-বিন-যায়েদকে একাদশ হিজরীর রবিউস সানীতে অধিনায়ক করে পাঠানো হয়। রাসুল (সঃ) সর্বমোট ৭৪ টি অভিযানে ৪৯ জন সেনা নায়ককে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে যায়েদ বিন-হারেছা ৯ বার। খালিদ বিন ওয়ালীদ ও গালিব-বিন আবদুল্লাহ ৪ বার মোহাম্মদ-বিন-ওয়ালীদ ও গালিব-বিন-আবদুল্লাহ-৪বার। মোহাম্মদ-বিন-মাসালামা ও আলী-বিন-আবু-তালিব ৩বার করে নেতৃত্ব দেয়। এছাড়াও অন্যান্য বিখ্যাত অধিনায়কগণ হলেনঃ আমর-বিন-আউফ, আমর ইবনুল আস, উসামা বিন যায়েদ, আল ক্বামা, খালিদ-বিন-সায়িদ আবু উবায়দা ও বশীর-ইবনে-সা'দ (রাঃ)।

www.pathagar.com

সাহাবী (রাঃ)দের জিহাদ

আল্লাহর প্রিয় হাবীব মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর আজীবন সঙ্গী সাথীদের আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) সাহাবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এসকল সাহাবীরাই নিজের জীবন, সম্পদ এবং স্ত্রী পরিবার থেকেও আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয় হাবীবকে বেশী ভাল বাসতেন। এসকল পুন্যাত্মম সাহাবীগণই নিজেদের জীবন বাজি রেখে সার্বক্ষনিক রাসুল (সঃ) কে আগলিয়ে রাখতেন। এমন-এমন জানবাজ সাহাবী ছিলেন যাঁরা রাসুল (সঃ) এর নির্দেশের অপেক্ষায় চাতক পাখীর ন্যায় রাসুল (সঃ) এর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কখন রাসুল (সঃ) জিহাদের ডাক দেন। আর ডাকের সাথে সাথে দুনিয়ার সব কিছু ছেড়ে তাঁরা জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

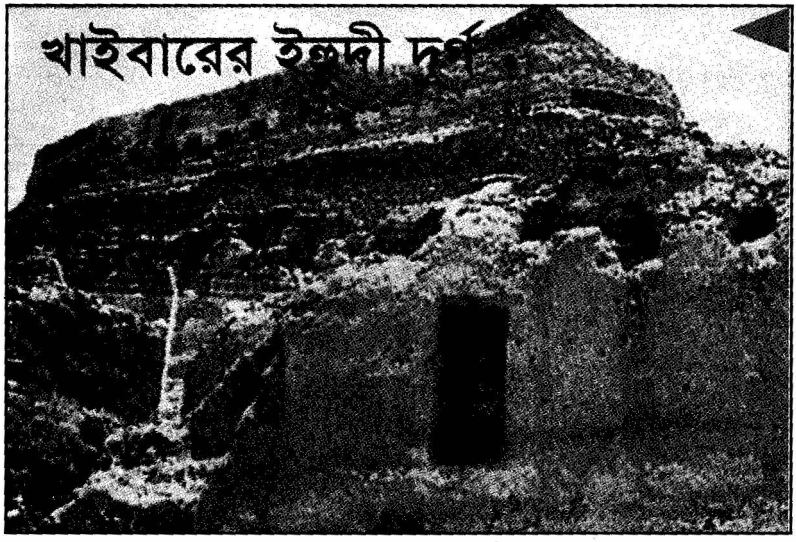

আর, তাই মহান আল্লাহ পাক ফেরেশতার মাধ্যমে নবী করীম (সঃ) এর নিকট তাঁদের জীবদ্দশায় জান্নাতের সু-সংবাদ দিয়েছেন। জান্নাতের সু-সংবাদ প্রাপ্ত এই দশ জন সাহাবী (রাঃ) দেরই ইসলামী পরিভাষায় "আশারায়ে মোবাশ্বারা" বলা হয়।

আশারায়ে মোবাশ্বারার দশ জনের নামের তালিকা ঃ

১। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)।
২। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)।
৩। হযরত ওসমান যিন্নুরাইন (রাঃ)।

www.pathagar.com

৪। হযরত আলী (রাঃ)।
৫। হযরত তালহা (রাঃ)।
৬। হযরত যুবাইর (রাঃ)।
৭। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)।
৮। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)।
৯। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)।

১০। হযরত আবু ওবাইদা (রাঃ)।

আল-ক্বোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ-

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

মক্কা বিজয়ের প্রবেশ পথ

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে (হে রাসুল) আপনার হাতে হাত রেখে জিহাদের শপথ নিল। আর আল্লাহ জানতেন তাদের অন্তরে কি ছিল আর, আল্লাহ তাদের মনে স্বস্তি দান করলেন এবং তাদের একটি আশু বিজয়ের সু-সংবাদ দান করলেন। (সূরা আল-ফাতহ-১৮)

"রাদিয়াআল্লাহু আনহু ওয়া রাদু আনহু" অর্থাৎ তাঁরা (সাহাবীরা) আল্লাহর উপর ছিলেন রাজি আর আল্লাহও ছিলেন তাঁদের উপর রাজি।

www.pathagar.com

এরা সংখ্যায় ছিলেন অতি অল্প। ত্যাজদীপ্ত সূর্যের মত। এঁরা ছিল সর্বত্র বিরাজমান। তাই নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাতের মত জিহাদকেও জীবনের ফরয বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

এই সৌভাগ্যবানদের মধ্যেই ছিলেন হযরত সালমা-বিন আকওয়া দুধর্ষ পদাতিক। এঁদের মধ্যেই ছিলেন হযরত কাতাদা (রাঃ) শত্রু বিধ্বংসী ঘোড়সওয়ার। হযরত সা'দ-বিন-আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম তীরন্দাজ। "গাসীসুল মালাইকা" হযরত হানযালা (রাঃ)। সাইয়্যেদুশশুহাদা হযরত হামজা (রাঃ) আর, এদের মধ্যেই ছিলেন, আল্লাহর তরবারী খ্যাত-"সাইফুল্লাহ"-খালিদ বিন-ওয়ালিদ (রাঃ)।

এই পুন্যাত্মা সাহাবীগণই জীবন বাজি রেখে অবতীর্ন হয়েছিলেন বদরে। এরাই ছিলেন হুনাইনে, এরাই খায়বার বিজয়ে এরাই ছিলেন মক্কা বিজয়ে। এরাই সেই জানবাজ সাহাবী। এরা যখন রাসুল (সঃ) এর হাতে হাত রেখে জিহাদের বাইয়াত নিতেন, তখন দলে দলে আসমান থেকে ফেরেশতারা এসে আল্লাহর রেজামন্দির খোজ-খবর শুনিয়ে যেতেন!

শুধু তাহাই নয়-আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের শানে আল-ক্বোরানে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ (হে রাসুল) যারা (হোদায় বিয়াতে) আপনার সাথে শপথ করছে। প্রকৃত পক্ষে তারা আল্লাহর সাথেই শপথ করছে। আর আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে ছিল। (সূরা আল-ফাতহ-১০)

শিয়াবে আবু তালিবের ঘটনা

সপ্তম হিজরী ১লা মোহারম মোতাবেক ৬১৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে মক্কার কাফেররা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করলো যে মুসলমানদের চিরতরে স্তব্দ করতে হবে। মুনসুর ইবনে ইকরামা কর্তৃক চুক্তির শর্তগুলি লেখা হয়। শর্তগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

১। বনু-হাশিম ও বনু মোত্তালিব বংশের কারো সাথে যে কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান, সামাজিকতা বন্ধ থাকবে।

২। তাদের কোন ছেলে-মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।

৩। কেউ তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

www.pathagar.com

৪। যে পর্যন্ত না মোহাম্মদ (সঃ) কে হত্যা করার জন্য আমাদের হাতে সোপর্দ করা হবে, সে পর্যন্ত এ চুক্তির মেয়াদ বলবৎ থাকবে। লেখা শেষ করে সকলে দেবতাদের সামনে শপথ গ্রহণ করে। এরপর চুক্তি পত্রটি ক্বাবা শরীফের দরজায় টানিয়ে দেওয়া হয়।

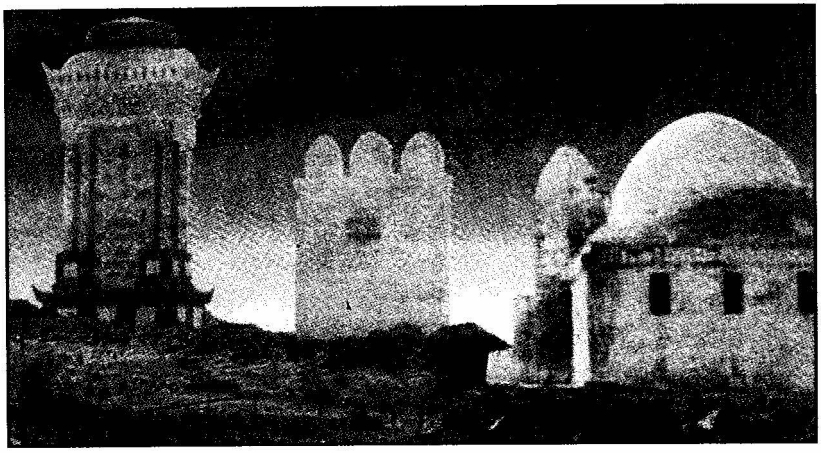

অপর পক্ষে, মুসলমানরা এ কঠিন সময় অতিবাহিত করার জন্য এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। ঐ সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় যে, এভাবে অত্যাচারিত না হয়ে সকলে মিলে একত্রে এক স্থানে বসবাস করলে এ বিপদ থেকে নিরাপদে থাকা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত মতে রাসুল (সঃ) সকলকে নিয়ে "শিয়াবে আবু তালিব" বা আবু তালিবের গিরিসংকটে সমবেত হলেন।

ঐ সময় একমাত্র হতভাগ্য আবু লাহাব তার গোত্রের মর্যাদা অস্বীকার করে ইসলামের শত্রুদের সাথে যোগ দেয়। আবু লাহাব বললো মুহাম্মদ (সঃ) এমন সব কথা বার্তা বলে যে, এগুলিকে আমি বিশ্বাস করতে গেলে আমার আর কি মর্যাদা রইলো! মুহাম্মদ (সঃ) বলে মৃত্যুর পর আবার নাকি পুনরায় জীবন দেওয়া হবে।

কিন্তু, রাসুল (সঃ)-এর মিশন হতভাগ্য আবু লাহাবের জন্য থেমে থাকে নি। তিনি সকলকে নিয়ে মক্কার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এক সংকীর্ন পার্বত্য এলাকায় ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা সুরক্ষিত এবং নিরাপদ স্থানে সকলকে নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে আবু জেহেল ও তার অনুগত বাহিনী কঠোর পাহারায় ছিল যেন দয়া-মায়ায় পড়ে কোন আত্মীয় স্বজন বা ঘনিষ্ঠজন কোন সাহায্য বা খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করতে না পারে।

www.pathagar.com

কিছু দিন পর রাসুল (সঃ) এর বাহিনীর খাদ্য সামগ্রী নিঃশেষ হয়ে গেল। বস্ত্র, চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাব প্রকট ভাবে দেখা দিল। পানির অভাবে সকলের জিহ্বা শুকিয়ে যেতে লাগলো। এমনকি মায়েদের বুকে নেমে এল মরুভূমির শুস্কতা। বুকের দুধ পর্যন্ত শুকিয়ে গেল। এতকিছুর পরও আল্লাহর প্রিয় বান্দারা ছিল অবিচল। কারো কোন অভিযোগ বা অনুশোচনা ছিল না। তাঁদের জন্য এটা ছিল এক মৃত্যুঞ্জয়ী ঈমানী পরীক্ষা।

হযরত আনাস-বিন-নজর (রাঃ)

হযরত আনাস-বিন-নজর (রাঃ) রাসুল (সঃ) এর একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন নাই বলে তিনি আক্ষেপ করতেন। বদর যুদ্ধে শরীক হয়ে কেউ শহীদের মর্যাদা লাভ করলো আর কেউ গাজী হয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রইলো, আর, আমি হতভাগা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের নছিব হলো না।

দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে সংকল্প করলেন যে, ভবিষ্যতে যদি জিহাদের কোন সুযোগ মিলে তাহলে বুকের রক্ত দিয়ে হলেও তা পূর্ন করবেন। অবশ্য খুব বেশী সময় তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি। অল্প কিছদিনের মধ্যেই ওহুদের যুদ্ধের ডাক পড়লো। তিনিও অফুরন্ত আশা-আকাঙ্খা নিয়েই জিহাদে যোগদান করলেন।

ওহুদের যুদ্ধে প্রথমতঃ মুসলমানদের বিজয় অর্জিত হয়। শেষদিকে রাসুল (সঃ) এর আদেশ অমান্য করার ফলে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল নবী করীম (সঃ) ৫০ জন তীরন্দাজকে ওহুদ পর্বতের পশ্চাৎ দিকের গিরিপথটি রক্ষা করার আদেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষনের মধ্যেই কাফেররা পলায়ন করছিল আর বিজয় সুনিশ্চিত জেনে তীরন্দাজগণ শত্রুপক্ষের মালে গনীমত কুড়াইতে আরম্ভ করলেন। পলায়নরত শত্রুরা গিরিপথটি অরক্ষিত দেখে ঐ পথে প্রবেশ করে মুসলমানদের উপর প্রচন্ড বেগে আক্রমন চালায়। অতর্কিত আক্রমনে মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায় পড়ে ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়ে।

হযরত আনাস (রাঃ) এ অবস্থা দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তাহার সামনে হযরত সায়াদকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাইতেছ সায়াদ ? আল্লাহর কসম, আমি ওহুদ পর্বত হইতে বেহেশতের খুশবু পাচ্ছি! এ কথা বলে তিনি শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং জিহাদ করতে করতে শাহাদাৎ বরণ করেন। মৃত্যর পর তাঁর লাশ কুড়াইয়া আনলে পর দেখা গেল উহা চালুনির মত অসংখ্য ছিদ্র হইয়া গিয়াছে এবং ৮০ টিরমত তরবারী ও বর্ষার আঘাতে দেহটি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। তাহার ভগ্নি আঙ্গুল দেখিয়া ভাইয়ের লাশ সনাক্ত করেন। এ ছিল আল্লাহ এবং তার রাসুল প্রেমের নমুনা। আর তাই হযরত আনাস (রাঃ) জীবিত অবস্থায়ই বেহেশতের খুশবু পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত হান্‌যালা (রাঃ)

নবী করীম (সঃ) হযরত হানযালা (রাঃ) কে ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহন করতে নিষেধ করেছিলেন।

কারণ ঃ হযরত হান্‌যালা (রাঃ) ছিলেন নব বিবাহিত! নব বধুর সাথে রাত্রি যাপন করা অবস্থায় হঠাৎ তার কানে আসল যে ওহুদের ময়দানে মুসলমানদের পরাজয় ঘটেছে এবং নবী করীম (সঃ) শাহাদাৎ বরণ করেছেন। এ সংবাদ শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং নাপাক শরীরেই তরবারী হাতে ছুটে গেলেন ওহুদ ময়দানে। যাত্রার সময় স্ত্রীকে বলে গেলেন যে যদি আমি শাহাদাত বরণ করি তাহলে বলবে আমাকে যেন গোসল দিয়ে দাপন করা হয়। কারণ শহীদদের লাশ গোসল ছাড়াই দাফন করা হয়।

হযরত হানযালা (রাঃ) নবী প্রেমে বিভোর হয়ে তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে গুহুদের ময়দানে শত্রু সৈন্যের মধ্যে ঢুকে পড়েন। লড়াই করতে করতে এক সময় শাহাদাত বরণ করেন। মুসলিম বাহিনী হযরত হানযালা (রাঃ) কে বিনা গোসেলেই দাফন করার আয়োজন করলেন। এরই মধ্যে নবী করীম (সঃ) দেখতে পান যে, ফেরেশতাগণ হযরত হানযালা (রাঃ) কে গোসল করাইতেছেন। হুজুরে পাক (সঃ) সাথে সাথেই উপস্থিত সাহাবীগণকে একথা জানাইয়া দিলেন। হযরত আবু সাইদ সায়াদী (রাঃ) বলেন আমি হুজুরে পাক (সঃ) এর নিকট এ সংবাদ শুনে হযরত হানযালা কে দেখতে গেলাম আর গিয়ে দেখি তখন ও তাঁহার চুল হইতে পানি পড়ছে। এ জন্যই হযরত হানযালা (রাঃ)কে " গাসীসুল মালাইকা " বা ফেরেশতাদের দ্বারা গোসলকৃত ব্যক্তি উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মদীনায় এসে সকলে জানতে পারেন যে হযরত হানযালা (রাঃ) সত্যই নাপাক অবস্থায় জিহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আমর ইবনে জুমুহ্ (রাঃ)

হযরত আমর ইবনে জুমুহ (রাঃ) ছিলেন একজন খোঁড়া সাহাবী। তিনি অধিকাংশ সময় রাসুল (সঃ) এর সাহচর্যে থাকতেন এবং জিহাদে যোগদান করতেন। তাঁহার চার ছেলে ছিল। সকলেই জিহাদে শরীক হতেন।

ওহুদের যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জাগে। লোকজন বলাবলি করতে লাগলো আপনী শারিরিক ভাবে অসমর্থ ঠিকমত হাঁটতে পারেন না, কিভাবে ওহুদের যুদ্ধে অংশ গ্রহন করবেন ? তিনি উত্তর দিলেন এটাতো সত্যি বড়ই আফসুসের কথা যে, আমার ছেলেরা জান্নাতে যাবে আর আমি তা হতে বঞ্চিত হবো।

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি তরবারী হাতে নিয়ে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে প্রার্থনা জানালেন ঃ-

اَللّٰهُمَّ لاَ تَرُدَّنِيْ اِلَى اَهْلِيْ

অর্থাৎ ঃ- হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে এনো না।

এরপর তিনি নবী করীম (সঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ (সঃ) আমি এই খোঁড়া পায়ে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করতে চাই রাসুল (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন।এ বিষয়ে হযরত আবু তালহা (রাঃ) বলেন আমি দেখলাম আমর ইবনে জুমুহ (রাঃ) খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া জিহাদের ময়দানে যাইতেছেন আর বলিতেছেন আল্লাহর কসম আমি বেহেশতের আশা রাখি। তাঁহার এক পুত্রও তাঁহার সাথে রওয়ানা হলেন। শত্রুর সাথে লড়াই রত অবস্থায় দুজনই শহীদ হয়ে গেলেন। তাহার স্ত্রী স্বামী এবং পুত্রের লাশ উটের পিঠে উঠাইয়া মদীনায় নিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু, উটটি হঠাৎ বসে পড়লো। বহু চেষ্টা করেও উটকে উঠানো গেল না। অনেক মার-পিট করে উটকে যখন খাড়া করা হলো তখন উটটি ওহুদের ময়দানের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তাহার স্ত্রী নবী করীম (সঃ) কে বিষয়টি জানালে তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে যুদ্ধে আসার সময় আমর ইবনে জুমুহ (রাঃ) কিছু বলেছেন কিনা ? তাঁহার স্ত্রী বলেন হ্যাঁ, তিনি কাবা শরীফ মুখী হয়ে বলেছিলেন যে হে আল্লাহ! আমাকে আমার পরিবারের নিকট ফিরিয়ে এনো না। তখন নবী করীম (সঃ) বলেন, এজন্যই তো উট অন্য দিকে যাইতেছেনা। আল্লাহর ইচ্ছায় উটটিও তাঁহার আকাঙ্খা পুরনে সাহায্য করেছে। আর এভাবেই শহীদদের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে।

হযরত আলী (রা)

ওহুদের যুদ্ধে রাসুল (সঃ) একদল কাফের সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েন। কাফেররা একথাও প্রচার করিতেছিল যে, নবী করীম (সঃ) শাহাদাত বরণ করেছেন (কুতেলা মুহাম্মদ) এ সংবাদ পাইয়া সাহাবীগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া এদিক সেদিন দৌড়া-দৌড়ি করিতেছিল।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ কাফেররা যখন মুসলিম বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং রাসুল (সঃ) আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলেন তখন আমি তাঁকে জীবিতদের মাঝে খুঁজিতেছিলাম। সেখানে না পাইয়া তাঁকে শহীদদের মাঝে খুঁজিতে ছিলাম। কিন্তু সেখানেও রাসুল (সঃ) কে পাইলাম না। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম যে, এমনতো হতেই পারে না যে, আল্লাহর নবী জিহাদের

www.pathagar.com

ময়দান থেকে পলায়ণ করেছেন ! তবে হয়তো এমন হতে পারে যে আমাদের কোন গুনাহের জন্য আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী কে আসমানে তুলে নিয়েছেন।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমি ও কাফেরদের সাথে প্রান পনে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে যাই! এই ভেবে তখনই তলোয়ার হাতে কাফেরদের মধ্যে ঢুকে পড়ি। এবং প্রচন্ড আঘাত হানতে থাকি। আমার আক্রমনে টিকতে না পেরে কাফেররা পিছু হটতে বাধ্য হইল। হঠাৎ নবী করীম (সঃ) এর উপর আমার নজর পড়লো। হুজুরে পাক (সঃ) কে অক্ষত দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়া আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বুঝলাম যে, আল্লাহ তাঁর হাবিবকে ফেরেশতাদের সাহায্যে রক্ষা করেছেন।

আমি নবী করীম (সঃ) এর নিকট পৌছামাত্র একদল কাফের তাঁকে আক্রমন করতে উদ্যত হইলে তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন ঃ- আলী এদের বাধা দাও ! আমি একাই তাদের আক্রমন করি এবং তাদের কেউ কেউ নিহত হইল এবং কেহ ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। এর পর আরেক দল কাফের সৈন্য রাসুল (সঃ) কে আক্রমন করলো। নবী করীম (সঃ) এবারও নির্দেশ দিলেন আলী এদের বাধা দাও? আমি তাদের ও বাধা দিয়ে পিছু হটতে বাধ্য করলাম।

আর, এমন সময়ই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আসিয়া রাসুল (সঃ) এর নিকট হযরত আলী (রাঃ) এর বীরত্ব ও সাহসের খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ-

اِنَّه مِنِّيْ وَ اَنَا مِنْهُ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই আলী আমা হইতে এবং আমি আলী হইতে । এই কথা শুনিয়া হযরত জিব্রাঈল (আঃ) বলিয়া উঠেন ঃ-

وَاَنَا مِنْكُمْ

অর্থাৎ ঃ- আর, আমি আপনাদের উভয় হইতে।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ সৈনিক

হযরত সা'দ-বিন'-আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)

রাসুল (সঃ) এর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ-বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ষাট হাজার সৈন্য নিয়ে সুদুর আফ্রিকায় ইসলাম প্রচারের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। সৈন্যদের নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন টাইগ্রীস নদীর তীরে। গভীর রাত, ঘুট্ ঘুটে অন্ধকার, নদীতে কোথাও কোন যানবাহন পাওয়া গেল না। কিন্তু, নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌছাতেই হবে। তিনি মুজাহিদদের নির্দেশ দিলেন সাঁতার কেটে নদী পার হতে হবে। নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথেই সকলে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

খরস্রোতা নদী, ঘন-কালো অন্ধকার প্রত্যেকেই তদের পিঠে যার যার মাল-সামানা বেঁধে জীবন বাজি রেখে আফ্রিকার তীরে বহু কষ্টে উঠে আসেন এবং অবসন্ন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

অনেকক্ষন পর সৈনিকরা সেনাপতি সা'দ-বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কে জানালেন যে, তাদের কাহারো ঢাল, কাহারো তরবারী এবং কাহারো অন্যান্য হাতিয়ার নদীতে পড়ে গেছে। একথা শুনে হযরত সা'দ-বিন-আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) টাইগ্রিস নদীতে বসবাসকারী সকল প্রানীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমার সৈন্যদের কিছু হাতিয়ার নদীতে পড়ে গেছে, তোমরা আল্লাহর বান্দাদের হাতিয়ার গুলি তীরে পৌছিয়ে দাও। তৎক্ষনাত দেখা গেল যে, নদীর বড় বড় মাছ, হাঙ্গর কুমীর সকলেই মুখে করে একটা একটা হাতিয়ার ও বিভিন্ন মালপত্র কুলে পৌছে দেয়।

দীর্ঘক্ষণ বিশ্রামের পর তৎকালীন আফ্রিকার অমুসলিম বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দূত প্রেরন করেন। এত অধিক সংখ্যক মুসলমান সৈন্যদের সংবাদ পেয়ে বাদশাহ হত বিহবল হয়ে পড়ে। অতঃপর তার দূতের মাধ্যমে মুসলমান সৈন্যদের গভীর জঙ্গলে রাত্রি যাপনের নির্দেশ প্রদান করে।

বাদশাহর ধারনা ছিল আফ্রিকার জঙ্গলে যে সকল হিংস্র বাঘ, ভালুক ও অন্যান্য জীব-জানোয়ার আছে ওরা সৈন্যদের আক্রমন করে মেরে ফেলবে এবং বাকীরা দূর্বল হয়ে যাবে। অতঃপর বাদশাহ তার বাহিনী দ্বারা মুসলমানদের আক্রমন করে পরাভূত করবে। কিন্তু, হযরত সা'দ-বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) জঙ্গলে গিয়ে বন্য প্রানীদের নির্দেশ দিলেন যে, হে জঙ্গলের বাসিন্দারা তোমরা আল্লাহর বান্দাদের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা খালি করে দাও।

হুকুম দেওয়ার সাথে সাথে সমস্ত জীব-জানোয়ার মাথা নত করে সু-সৃঙ্খলভাবে লাইন ধরে মুসলিম মুজাহিদদের জন্য পর্যাপ্ত বনভূমি ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়। কারণ এরা ছিল আল্লাহর পথের সৈনিক।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ বীর সাইফুল্লাহ্ খ্যাত
হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদ (রাঃ)

সাইয়্যেদেনা হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদ (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে এক মহান সেনাপতি। খালিদ (রাঃ) ছিলেন সেই ব্যক্তি যাঁর জন্য স্বয়ং রাসুল (সঃ) আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন হে আল্লাহ! তুমি খালিদকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার সুযোগ করে দাও। হযরত খালিদ (রাঃ) তো সেই ব্যক্তি-ঃ যখন তিনি হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এবং হযরত ওসমান-বিন-তাল্হা (রাঃ) সহ রাসুলে পাক (সঃ) এর দরবারে হাজির হয়ে ইসলাম কবুলের

www.pathagar.com

কথা জানালেন ঃ তখন নবী করীম (সঃ) আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সাহাবীদের বললেন আজ মক্কা নিজের কলিজাকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছে।

হযরত খালিদ (রাঃ) ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি রাসুল (সঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হতে "সাইফুল্লা" বা আল্লাহর তরবারী খেতাবে ভূষি হয়েছিলেন। রাসুলে পাক (সঃ) খালিদ সম্পর্কে এরশাদ করেনঃ খালিদ আল্লাহর এক অন্যতম তরবারী। আর আল্লাহ কাফেরদের মোকাবিলায় এ তরবারীকে কোষমুক্ত করেছেন। হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদ (রাঃ), ইসলামের ইতিহাসে এক মহান মর্যাদার বীর ছিলেন। তাঁর বাহুবল সামরিক কৌশল, সুচিন্তিত মতামত এবং জিহাদে যোগ্যতার স্বীকৃতি সারা বিশ্বের চরিতকারগণই উল্লেখ করেছেন।

ইসলামের এ সূর্য সন্তানের আরবের মরুপ্রান্তরে যদিও যুদ্ধ বিষয়ক কোন প্রশিক্ষণ ছিল না, তবুও যুদ্ধের ময়দানে তাঁর অসাধারণ অসি ও অশ্বচালনা নেতৃত্বে বাহাদূরী, বিচক্ষণতা ও উপস্থিত বুদ্ধি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ব্যুহ রচনায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, আজকের আধুনিক যুগের কোন জেনারেল সামরিক যোগ্যতায় তাঁর সমকক্ষতা দাবী করতে পারবে না।

বংশ পরিচয়ের দিক থেকে হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদ (রাঃ) এর উর্দ্ধতন বংশের নসবনামা মতে নবী করীম (সঃ) এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) খালিদ (রাঃ) এর খালু হতেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ঃ "ওয়ালীদ" এবং মাতার নাম ছিল "লুবাবাতুস সুগরা"। সোনার চামচ মুখে নিয়েই হযরত খালিদ (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা-ওয়ালীদ ছিলেন মক্কার সর্দারদের সর্দার। তার ধন-সম্পদ, দাস-দাসী, উট, ঘোড়া, বাড়ী, বাগান সব কিছুরই প্রাচুর্য ছিল। আর তাই হযরত খালিদ (রাঃ) অত্যন্ত শান-শওকত ও প্রাচুর্যের মাঝে লালিত হয়েছিলেন। যৌবনে জীবন জীবিকার প্রশ্নে নিশ্চিত থেকে প্রকৃতি তাঁকে "সাইফুল্লা" হওয়ার জন্যই সাহায্য করেছিলেন।

প্রকৃতিগতভাবেই হযরত খালিদ (রাঃ) অত্যন্ত মেধা সম্পন্ন। ভয়-ভীতি হীন ও মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল বাঘের মত আর দৃষ্টি ছিল ঈগলের মত। শৈশব থেকেই কুস্তীলড়া, অশ্বচালে না, তরবারী চালনা এবং যৌবনে যুদ্ধ ক্যাম্পের ব্যাবস্থাপনা তাঁকে একজন যোগ্য বীর হিসেবে তৈরি করতে সহায়তা করেছিল। প্রিয় নবীজি (সঃ) যখন দ্বীনের দাওয়াতের কাজ শুরু করলেন হযরত খালিদ (রা) এর সাহোদর ভাই-ওয়ালীদ-বিন-ওয়ালীদ প্রথম দিকেই ইসলাম কবুল করলেন।

পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত খন্দকের যুদ্ধে মক্কার অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান ছিলেন হযরত খালিদ (রাঃ)। ৬ষ্ঠ হিজরীতে চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে রাসুল (সঃ) ক্বাবা জিয়ারতের জন্য মদীনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন মক্কার কাফেররা এ সংবাদ পেয়ে খালিদ (রাঃ) এর নেতৃত্বে দুইশত অশ্বারোহী সহ

www.pathagar.com

মুসলমানদের বাধা দানের জন্য প্রেরণ করে। "কিরাগুল গামীম" নামক স্থানে পৌছার পর আল্লাহর রাসুল (সঃ) এসংবাদ পান এবং রাস্তা পরিবর্তন করে "হোদায় বিয়া" নামক স্থানে তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দেন। এর একমাত্র কারণ ছিল যে, আল্লাহর রাসুল (সঃ) কোন যুদ্ধ করতে চান নি। আর, এখানেই রচিত হয় ঐতিহাসিক "হোদায়বিয়া" সন্ধি।

৭ম হিজরীতে "হোদায়বিয়া" সন্ধির শর্ত মোতাবেক রাসুল (সঃ) যখন ১০ হাজার জীবন উৎসর্গকারী সাহাবীসহ মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন হযরত খালিদ (রাঃ) মক্কার অন্যান্য লোকদের সাথে শহর ছেড়ে চলে গেলেন। কারণ তিনি মক্কায় মুসলমানদের প্রবেশের দৃশ্য দেখার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। মক্কায় তিন দিন অবস্থান কালে রাসুল (সঃ) খালিদ (রাঃ) ভাই-"ওয়ালীদ-বিন-ওয়ালীদকে ডেকে বললেন ঃ আফসোস! খালিদ এখনো আমার কাছে এলোনা। যদি সে আসতো, আমরা তাকে উষ্ণ সম্মর্ধনা জ্ঞাপন করতাম। খালিদের মত ব্যক্তি ইসলাম থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। অতঃপর, হযরত খালিদ (রাঃ) এর ভাই মদীনায় গিয়ে খালিদ (রাঃ)কে একটি পত্র লেখলেনঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম, প্রিয় খালিদ, তোমার ইসলাম বিরোধিতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। তোমার মত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষন ব্যক্তি ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে বে-খবর থাকতে পারে না। রাসুল (সঃ) তোমার ব্যাপারে আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে খালিদ কোথায়? আমি আরজ করেছি যে, একমাত্র আল্লাহই তাকে আনতে পারেন। রাসুল (সঃ) বলেছেনঃ সে যদি মুসলমানদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো, সেটাই তার জন্য উত্তম হতো! ভাই আমার। দীর্ঘ দিন তুমি পথভ্রষ্ট থেকেছ। এখন থেকে ইসলামের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।

এর কিছুদিন পরই হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদ (রাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে রাসুল (সঃ) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন।

হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহন মাত্র ২ (দুই) মাস পরই মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হোদায়-বিয়ার সন্ধির পর থেকেই প্রিয় নবী (সঃ) বিভিন্ন রাজ্যের আমীর ও সুলতানদের নামে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। এধরনের একখানা পত্র হযরত হারিস-বিন-উমায়ের (রাঃ) কে দিয়ে বসরার শাসন কর্তার কাছে প্রেরণ করলেন। হযরত হারিস (রাঃ) মু'তা নামক স্থানে পৌছার পর বলকার শাষক শুরাহ বিল আমর গাসসানী হযরত হারিস (রাঃ) কে হত্যা করে।

এ খবর মদীনায় রাসুল (সঃ) এর নিকট পৌছার পর এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারনা না ঘটে। এর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে রাসুলে পাক (সঃ) হযরত "যায়েদ-বিন হারেসা" (রাঃ) এর নেতৃত্বে ৩০০০ (তিন হাজার) সৈন্যের এক বাহিনী প্রস্তুত করে মু'তার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে রাসুল (সঃ) সকলের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে নির্দেশ দিলেন যেঃ এ যুদ্ধে যদি "যায়েদ" শহীদ হয়ে যায়, তাহলে জাফর-বিন-আবু তালিব সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে এবং ইসলামী পতাকা তার হাতে থাকবে। আর যদি "জাফর" শাহাদাত বরণ করে তাহলে সেনাপতি হবে "আবদুল্লা-বিন-রাওয়াহা"। আবদুল্লা যদি শহীদ হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে তোমরা উপস্থিত সকলের মতামত নিয়ে সেনাপতি নিযুক্ত করবে! হযরত খালিদ (রাঃ) এ বাহিনীতে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে যোগদান করেছিলেন।

এদিকে মুসলিম বাহিনীর আগমন বার্তা পেয়ে বসরার শাষক ও তার মিত্র বিভিন্ন গোত্র মিলে এবং বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করলো। ঘটনা রোম সম্রাট "কাইজার" ও যে কোন উপলক্ষে"মুয়াব" নামক স্থানে বসরার নিকটেই বিপুল সংখ্যক সৈন্যসহ অবস্থান করছিল। বসরার শাষকের আবেদনে কাইজার ও তার হাজার হাজার সৈন্য দিয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে। আর এভাবে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে শুক্র সৈন্যের সংখ্যা দাঁড়ায় দেড় লাখে। মুসলিম বাহিনী এবং শত্রু সৈন্যের সংখ্যার আনুপাতিক হার ছিল ১ ঃ ৬০ জন। এর পরও ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে মুসলিম বাহিনী তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

মু'তার রনক্ষেত্রে উভয় বাহিনীর মধ্যে শুরু হলো এক অসম লড়াই। দীর্ঘক্ষন লড়াই করতে করতে হযরত যায়েদ (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলেন। অতঃপর সেনাপতির দায়িত্ব পড়লো হযরত জাফর-বিন-আবু তালিবের উপর । উভয় পক্ষে চলছে তুমুল লড়াই।

হঠাৎ করে এক শত্রু সৈন্যের তীক্ষ্ম তরবারীর আঘাতে হযরত জাফরের ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আর তিনি তখন বাম হাতে ইসলামী ঝান্ডাকে উর্দ্ধে তুলে ধরেন। আরেক শত্রু বাম হাতে তরবারীর আঘাত হানলে তাঁর বাম হাতখানাও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত জাফর দাঁতে কামড় দিয়ে ইসলামী ঝান্ডা উর্দ্ধাকাশে তুলে ধরেন যেন মুসলিম বাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে না যায়। দীর্ঘক্ষন পর হযরত জাফরের দেহ নিস্প্রাণ হয়ে লুটিয়ে পড়ে। শহীদ হয়ে যায় হযরত জাফর-বিন আবু তালিব। রাসুল (সঃ) বলেনঃ শাহাদাতের পর হযরত জাফর (রা) কে সেই কর্তিত হাত নিয়ে আলমে মালাকুত বা ফেরেশতাদের রাজ্যে ভ্রমন করতে দেখা গেছে। এজন্যই রাসুলে পাক (সঃ) তাঁকে উপাধি দিয়েছেন জাফর "তাইয়্যার"।

অতঃপর সেনাপতির দায়িত্ব পড়ে হযরত আবদুল্লা-বিন-রাওয়াহা (রাঃ) এর উপর। দীর্ঘক্ষন যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক শত্রু নিধন করে এক পর্যায়ে হযরত আবদুল্লা (রাঃ) ও শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। রাসুল (সঃ) এর ভবিষ্যত বানী কত নির্ভুল-আমোঘ। এর পর মুসলিম বাহিনীর সকলে তড়িৎ

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদের হাতে যুদ্ধের কমান্ড তুলে দিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, অদম্য সাহস ও নিজ যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পক্ষের বেষ্টনী থেকে তিনি মুসলিম বাহিনীকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন। এ লড়াইতে শত্রু পক্ষের হাজার হাজার সৈন্যর লাশ ময়দানে পড়ে থাকতে দেখা গেল। পক্ষান্তরে, মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শাহাদাত বরণ করেন। (বার) খালিদ (রাঃ) এ যুদ্ধে ৯ (নয়)টি তরবারী ভেঙ্গে ছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম সৈন্যরা যখন মু'তার রনাঙ্গনে জীবন মরন যুদ্ধে লিপ্ত। তখন রাসুল (সঃ) কিছু সংখ্যক সাহাবীদের নিয়ে মসজিদে নববীতে আলোচনায় রত ছিলেন। হঠাৎ করেই তিনি বলে উঠলেন যে ঃ "যায়েদ" নিশান হাতে নিয়েছে এর পর বলেন সে শহীদ হয়ে গেছে। অতঃপর "জাফর" নিশান হাতে নিয়েছে এবং সেও শহীদ হয়ে গেছে। এখন ইসলামী ঝান্ডা সেই ব্যক্তির হাতে যে আল্লাহর অন্যতম তরবারী। এর পর রাসুল (সঃ) ফরিয়াদ করেনঃ- হে আল্লাহ্! সে তোমার তরবারী সমুহের অন্যতম। তুমি খালিদকে সাহায্য কর! সেদিন থেকেই হযরত খালিদ-বিন ওয়ালীদ (রাঃ) আল্লাহর তরবারী বা "সাইফুল্লা" উপাধিতে ভূষিত হলেন।

"ইসলামের শ্রেষ্ঠ সন্তান"

তারিক-বিন-যিয়াদ

রাসুল (সঃ) এর হিজরতের পর মাদানী যুগে সুদীর্ঘ দশ বছরে আল্লাহর নবী যে সোনালী অধ্যায় রচনা করেছিলেন তার সীমানা ছিল-সিরিয়া থেকে এডেন এবং থেকে ইরান সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র আরব জাহান। ইসলামী খেলাফতের অধীনে তখন প্রদেশ হিসেবে ছিলঃ মদীনা, মক্কা, নাজরান, ইয়েমেন, হাজরা মাউত, আম্মান, বাহরাইন, তাইমা, জুন্দে-আল-জানাদ ইত্যাদি রাজ্য। এছাড়াও আরো ২২ (বাইশ) টি অঞ্চলের মধ্যে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু ছিল। আর, এভাবে খোলাফায়ে রাশেদা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, থেকে শুরু করে আজও কিছু কিছু আল্লাহর বান্দা তৌহিদের বানী নিয়ে বিশ্বময় জীবন বাজী রেখে তাগুতের বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

৭১১ খৃষ্টাব্দের ঘটনা। উমাইয়া সেনাপতি তারিক-বিন-যিয়াদ মরক্কোর উপকুল থেকে সমুদ্র পথে জাহাজ বোঝাই করে কিছু সংখ্যক মুজাহিদ নিয়ে স্পেন পৌছেন। ভূ-মধ্য সাগরের সু-উচ্চ উর্মি ঢেউ উপেক্ষা করে দুগর্ম পাহাড়ের গিরি পথের যে প্রনালী দিয়ে স্পেন ভূ-খন্ডে প্রবেশ করেন, তাঁর নামানুসারে সে প্রণালীর নাম রাখা হয়েছিল "জাবাল-আল-তারিক" বা তারিকের পাহাড়। পরবর্তীতে যার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "জিব্রাল্টার প্রণালী।

www.pathagar.com

স্পেনের তীরে উঠার পর সেনাপতি তারিক সৈন্যদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা সকল নৌ-যানে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও! কারণ ঃ আমরা এখান থেকে ফিরে যেতে আসিনি। হয় দুর্ধর্ষ রডারিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে এ ভূ-খন্ডে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করবো। নতুবা বীরের মত লড়াই করে শাহাদাত বরণ করবো। এ জন্যই আমি ফিরে যাওয়ার কোন পথই খোলা রাখতে চাই না।

সেনাপতি তারিকের নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলিম বাহিনী সমস্ত জাহাজগুলিতে আগুন ধরিয়ে জাহাজগুলি ভস্ম করে দেয়। আর, ঐ মূহুর্তে সেনাপতি তারিক সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে যে অগ্নিঝরা ভাষণ দান করেন আরবী সাহিত্য ও বিশ্ব সাহিত্যে তা চির স্মরণীয় হয়ে আছে। তারিকের সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি ছিল

নিম্নরূপ ঃ

"আইয়্যুহাল ইখওয়ান আল বাহরু মীন ওয়াযিকুম, ওয়াল আদুউ আমামাকুম ফা-আইনাল মাফার।" অর্থাৎ- ওহে বন্ধুগণ, সমুদ্র তোমাদের পিছনে মৃত্যুক্ষুধা নিয়ে অপেক্ষমান, সম্মুখে দুর্ধর্ষ শত্রু বাহিনী, তোমাদের পালাবার কোন পথই যে খোলা নাই।

তিনি আরো বলেন ঃ আমরা যে শাশ্বত পয়গাম বিশ্ব মানবতার দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছি, এ আমানত রক্ষা করার সময় মৃত্যু কিংবা পরাজয়ের কোন পরোয়া করিনা। পৃথিবীর প্রতিটি ভূ-খন্ডে বিশ্ব নবীর মুক্তির পয়গাম পৌঁছানোই আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। ইনশাআল্লাহ, বিজয়ী আমরা হবোই। এভাবে অন্ততঃ আধা ঘন্টা ভাষণ দানের পর মহান আল্লাহর উপর ভরসা করে সৈন্য বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধেই একে একে গোটা স্পেন জয়করে ফ্রান্সের বিশাল এলাকাও ইসলামের পতাকা তলে নিয়ে আসেন।

আর এ প্রসঙ্গে ডঃ আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন ঃ

"মাগরিব কী ওয়াদিউঁমে গৌজনী আযান হামারি"

অর্থাৎ-পাশ্চাত্যের সমুদ্র উপকুল, সাগর, প্রান্তরে আমাদের আযানের ধ্বনি শোনা যায়, তাই বিশ্ব সভা থেকে আমাদের নাম-নিশান মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

ডঃ ইকবাল আরো লিখেছেন ঃ

জাঁহামে মুসলমান সুরতে খুরশীদ জিতে হ্যায়, কাভি ইধার ডোবে উধার নিকলে, উধার ডোবে ইধার নিকলে"।

অর্থাৎ "দুনিয়ার বুকে মুসলিম জাতির উদয় হয়েছে সূর্যের মত যাহা একদিকে উদিত হয় অপর দিকে অস্ত যায়।"

www.pathagar.com

জিহাদের ময়দানে মুসলমানদের সহমর্মিতা

হযরত আবু জাহিস ইবনে হুজাফা (রাঃ) বলেনঃ ইয়ারমুকের যুদ্ধ ক্ষেত্রে আমি আমার চাচাতো ভাইকে খুঁজতেছিলাম। আমার সঙ্গে এক থলি পানি ছিল। মনে করলাম চাচাতো ভাইকে তৃষ্ণার্ত দেখলে তাকে ঐ পানি পান করাব। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এক জায়গায় মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে দেখতে পাই। সে তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আমি তাকে পানি দিব কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে ইশারায় সম্মতি দিল। ঠিক ঐ সময়ই তার নিকটে আরেকজন মুমূর্ষ লোক চীৎকার করে উঠে। তার অবস্থা শঙ্কটাপন্ন। তার চীৎকার শুনে আমার ভাই তার নিকট পানি লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করলো। ঐ লোকটি ছিলেন "হিশাম ইবনে আবিল আস"। আমি তাঁর নিকট পানি নিয়া পৌছতেই তার পাশে মরানাপন্ন অবস্থায় আরেকজন সাহাবীর চীৎকার শুনা গেল। হযরত হিশাম আমাকে ঐ সাহাবীর দিকে পানি নিয়া যাইতে ইঙ্গিত করলেন। আমি দৌড়ে ঐ সাহাবীর নিকট পৌছে দেখি যে তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন।

তৎক্ষনাত ছুটে হিশামের নিকট এসে দেখি হিশাম আর ইহজগতে নেই। সেখান থেকে ছুটে আমার ভাইয়ের নিকট ফিরে আসি। কিন্তু ভাইকেও আর জীবিত পেলাম না। মৃত্যুযন্ত্রনায় কাতর তৃষ্ণার্ত সৈনিক নিজের প্রানের মায়া তুচ্ছ করে আরেক ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে যে বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন বিশ্বের ইতিহাসে তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরী

ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সীমান্ত প্রহরী আল্লাহর রাস্তায় একজন মুজাহিদ। জিহাদের ময়দানে লড়াইরত একজন মুজাহিদ যে মর্যাদা লাভ করবে, ঠিক তেমনিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সীমান্ত প্রহরীও একই মর্যদা প্রাপ্ত হয়। ইসলামী রাষ্টের সীমান্ত পাহারা দেওয়া এবং জিহাদের দ্বারা গোটা ইসলাম ও ইসলামের যাবতীয় কর্মকান্ড হেফাজত করা একই কথা। তাই জিহাদকারী ও পাহারাদারীর সওয়াব মৃত্যুর পরও অব্যাহত ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতে কিছু সংখ্যক লোককে বাতাসের গতিতে পুলসিরাত পার করাবেন। তাদের কোন হিসাব হবে না। তাদের কোন শাস্তি ও হবে না। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঃ এরা কারা ? প্রিয় নবী (সঃ) জবাব দেন ঃ এরা সেই সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যারা ইসলামী রাষ্ট্রের পাহারারত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (ইবনে আসাকির)

www.pathagar.com

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের পাহারাদারের জন্য সারা জীবন রোযা রাখা হতে উত্তম! আর, যে ব্যক্তি পাহারারত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন কিয়ামতের কঠিন অবস্থায় সে হেফাজতে থাকবে। সকাল সন্ধ্যায় তার জন্য জান্নাত থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করা হয়। আর, কিয়ামত পর্যন্ত তার আমল নামায় পাহারাদারীর সওয়াব লিখিত হতে থাকে। (তাবারী)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ রাসুল (সাঃ) ইরশাদ করেন-আল্লাহ কিয়ামতে কিছু লোককে কবর থেকে উঠাবেন যাদের চেহারায় নূর চমকাতে থাকবে। আর, তারা বাতাসের গতিতে পুলছিরাত পার হয়ে বিনা হিসাবে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ(সঃ) এরা কারা ? রাসুল (সঃ)– উত্তরে বলেন, এরা সেই সকল ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় যাদের মৃত্যু হয়েছে (ইবনে আসাকীর)

কোন মুসলিম দেশ যখন শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হবে তখন ঐ দেশের মুসলমানদের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া ফরযে আইন হয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী যে কোন মুসলিম দেশ থাকবে আক্রান্ত দেশকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা তাদের জন্য ফরযে কিফায়া হয়ে যাবে। যদি সাহায্যকারী দেশটিও আক্রান্ত হয় তাহলে তার পার্শবর্তী দেশের উপর জিহাদ করা ফরযে আইন হয়ে যাবে। তার পাশের দেশটির জন্য হবে ফরযে কিফায়া। এভাবে শত্রুকে পরাস্ত করতে প্রয়োজনে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য ঐ দেশটি রক্ষা করতে জিহাদ ফরয হয়ে যাবে।

অথচ আফগানিস্তান কি ইরাকের জন্য এভাবে মুসলিম উম্মাহর জিহাদ ফরয হয়ে যায় নি ? আর মুসলমানরা সেই ফরয তরক করে কেউ কেউ আবার নিজেদের ভূ-খন্ডে শত্রুদের ঘাঁটি করার সুবিধা দিয়েছে আর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শত্রুদের সহযোগিতা করেছে।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণনা করেন নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ একদিন আল্লাহর রাহে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। (বোখারী)।

যদি কোন লোককে সারা দুনিয়ার মালিকও বানিয়ে দেওয়া হয় এবং সে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশিত পথে ঐ সমস্ত সম্পদ বিলিয়ে দেয় তবুও ঐ পাহারাদারের সমান হবে না। এবং জিহাদের ময়দানে লড়াইরত মুজাহিদের সমান হবে না।

হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন একদিন একরাত্রি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেওয়া, একমাস রোযা রাখা আর ঐ একমাস সারা রাত্রি ইবাদত করার চেয়ে উত্তম। পাহারারত অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি নিহত

www.pathagar.com

হয় তাহলে তার এই আমল কিয়ামত পর্যন্ত জারী করে দেওয়া হবে। আর কবরের কঠিন পরীক্ষা হতেও তাকে হেফাজত করা হবে। (মুসলিম শরীফ)

আল-কোরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون

অর্থাৎ হে ইমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, শত্রুর মোকাবিলার দৃঢ় থাক, এবং রাষ্ট্রীয় হেফাজতের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা আলে ইমরান-২০০)

রাসুলে পাক (সঃ) এর সহিত মুশরিকদের সঙ্গে যে চুক্তি ছিল, বনী নযীর ও বনী কেন না গোত্র ব্যতীত সকলেই সে চুক্তি ভঙ্গ করে। ফলে মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর পক্ষ হতে এ বিষয়ে আয়াত নাযিল হয়। কোরানে পাকে ইরশাদ হচ্ছে ঃ-

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হলে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্য কর, এবং তাদের বন্ধী কর, তাদের ঘাঁটি সমূহে ওঁৎ পেতে থাকে। অতঃপর যদি তারা তওবা করে, নামায পড়ে, যাকাত দেয় তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। (সূরা তওবা-৫)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন একজন সীমান্ত প্রহরীর এক রাকাত নামায অন্যদের ৫০০ (পাঁচশত) রাকাত নামাযের সমান। তার এক টাকা দান করা অন্যদের ১০০ (একশত) টাকা দান করা হতে উত্তম।

অন্য এক হাদীসে আছে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ- রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন ইসলামী রাষ্ট্রের একজন সীমান্ত প্রহরীর নেকী অন্যান্য ইবাদতকারীদের সমস্ত নেকীর সমতুল্য! (শিকাউস সুদুর)

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক উম্মতের জন্যই ভ্রমন (পর্যটন) বৈধ ছিল। আমার উম্মতের ভ্রমন হলো জিহাদ।

আর, প্রত্যেক উম্মতের জন্য "রূহবানিয়াত" (বৈরাগ্য) ছিল। আমার উম্মতের জন্য রূহবানিয়াত হলো ইসলামের শত্রুর গর্দানের উপর পাহারাদারী করা। (তিবরানী)।

www.pathagar.com

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ- যতদিন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং মাটি থেকে গাছ-পালা, তরুলতা জন্মাতে থাকবে, ততদিন মন্থর কিংবা দ্রুতভাবে যিহাদ অব্যাহত থাকবে। (ইবনে আসাকির)

হযরত আব্দুল্লা ইবনে আমর (রাঃ)বর্ণনা করেন ঃ রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ- যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পাহারা দেওয়ার ইচ্ছা পোষন করবে তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তীস্থানকে কপটতা মুক্ত করে দেওয়া হবে।

সে যখন ঘর হতেবাহির হয় আল্লাহ তার জন্য এমন সব ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেন যে, তারা তার সামনে-পিছনে, ডানে-বামে তাকে হেফাজত করে থাকে।

যখন সে ব্যক্তি গন্তব্যে পৌছায় তার দোয়া কবুল করা হয়। ইন্তেকাল করলে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। কিয়ামতে সে ব্যক্তি ৩০ (ত্রিশ) জনের জন্য সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবে। আর যদি তাকে হত্যা করা হয়, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পাবে এবং ৭০ (সত্তুর) জনের জন্য সুপারিশ করার যোগ্যতা লাভ করবে। (ইবনে আসাকির)

লাইলাতুল ক্বদরের চেয়েও উত্তম

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে উদ্ধৃতঃ হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) একদা আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদারীর কাজ করছিলেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ভয় পেয়ে উপকুলের দিকে পলায়ন করেছিলেন। পলায়নকারীরা যখন জানতে পারলেন যে, ভয়ের কোন কারণ নেই তখন তাঁরা পুনরায় ফিরে আসেন। ফিরে এসে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কে পূর্বের অবস্থানেই দন্ডায়মান অবস্থায় পেলেন। তাঁদের একজন আবু হোরায়রা (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আবু হোরায়রা কোন জিনিষ আপনাকে এ অবস্থায় থাকতে অনুপ্রাণিত করেছে ? হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) উত্তরে বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)কে বলতে শুনেছি যে, এক সেকেন্ড সময় আল্লাহর রাস্তায়দণ্ডায়মান থাকা শবে ক্বদরের রাতে ক্বাবা শরীফে হাজরে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে ইবাদত করার চেয়ে বহু গুনে উত্তম। (বায়হাকী)

প্রহরী ও জাহান্নামের দূরত্ব

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ প্রিয় নবী (সঃ) ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন পাহারাদারী করলো, আল্লাহ তায়ালা তার মধ্যে এবং জাহান্নামের মধ্যে ৭ (সাত) পরিখা পরিমান দূরত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। আর প্রতিটি পরিখার দরত্ব হবে সাত আসমান, সাত জমিনের সমান। (তিবরানী)।

www.pathagar.com

জিহাদ রাজনীতি নয় বরং ইবাদত

জিহাদ আল্লাহ প্রদত্ত একটি সর্বোত্তম ইবাদত। ইসলামী জীন্দেগীতে জিহাদ এক অলঙ্গনীয় বিধান। কালেমা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, পর্দা যেভাবে ফরয, ঠিক একইভাবে জিহাদ মুসলমানদের জন্য ফরয করা হয়েছে। নামায কাজা করার বিধান আছে, ভ্রমনকালীন "কসর" পড়ার বিধান আছে। এমনকি ফরয রোযা ভ্রমনে থাকাকালীন ফরয থাকে না। জিহাদের ময়দানেও নামায, রোযা শিথিল করা হয়েছে। কিন্তু, জিহাদে শৈথিল্য প্রদর্শন করার কোন সুযোগ রাখা হয়নি।

নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর সহচর সাহাবী (রাঃ) গণ তাই আজীবন জিহাদ করে গেছেন। জিহাদ হক ও বাতিলের চিরন্তন লড়াই। তাই মুসলমানেরা জিহাদের ময়দানে হয় শাহাদাত বরণ করবে নতুবা গাজী হয়ে ফিরে আসবে। উভয় দিকেই তাদের লাভ। মুসলমানরা মানব রচিত কোন আইনকে মেনে চলতে পারে না। এরা আল্লাহর আইনকে রাসুল (সঃ) এর প্রদর্শিত পথে এ জমিনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এটাই তাদের ঈমানের দাবী। আল্লাহর দেওয়া বিধান এবং মুহাম্মাদ (সঃ) এর আদর্শই হলো সর্ব যুগের সর্বোত্তম আদর্শ। রাসুল (সঃ) এর প্রতিটি কথা ও কাজই ছিল ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এজন্যই রাসুল (সঃ) এর আদর্শ ছিল নির্ভূল এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ বিষয়ে আল-কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে "লা ক্বাদ কানা রাসুলুল্লাহি উসওয়াতুন হাছানা"। অর্থাৎ হে রাসুল নিশ্চয়ই আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

শাহাদাতের মর্যাদা

আল-কোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয় তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত কিন্তু, তোমরা তা অনুভব করতে না। (সূরা বাক্বারা-১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পক্ষে জীবন উৎসর্গ করে তারা মৃত নয় বরং তারা জীবিত এবং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে রিযিকও পেয়ে থাকেন। (সূরা আলে ইমরান-১৬৯)

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

www.pathagar.com

অর্থাৎ যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে আর নিজেদের জান মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তাদের মর্যদা আল্লাহর কাছে অতি উচ্চ মানের আর, ইহারাই পূর্ন সফলতা লাভ করেছে। (সূরা তওবা-২০)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থা-যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের ঐ ধন-সম্পদের অবস্থা এমন যে, একটি শস্যবীজ হইতে যেমন সাতটি শীষ উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যেকটি শীষের মধ্য হতে শত শত শস্য উৎপন্ন হয়।

আর এই বৃদ্ধি আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে প্রদান করে থাকেন। আর আল্লাহ্ বিস্ত ারকারী ও মহাজ্ঞানী। (সূরা বাক্বারা-২৬১)

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে আর এতে কৃপণতা প্রকাশ করে না, তারা তাদের রব্বের নিকট এর বিনিময় পাইবে, আর তাদের কোন ভয়ও নাই কোন দুশ্চিন্তাও নাই। (সূরা বাক্বারা-২৬২)

একজন সাহাবী বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করলেন। তাঁর মা উম্মে হারেছ নবীজির কাছে ছুটে এসে বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমার ছেলে যদি জান্নাতবাসী না হয় তাহলে আজীবন আমি বিলাপ ধরে কাঁদবো। একথা শুনে রাসুলে পাক (সঃ) এরশাদ করেন ঃ "ওয়া ইন্না ইবনাকা আছাবাল ফিরদাউসাল আ'লা" অর্থাৎ তোমার বেটাতো এখন জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে ! (বোখারী)।

বোখারী শরীফের অন্য এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে এক লোক নবী করীম (সঃ) এর কাছে এসে বললেন ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমি কি আগে ইসলাম কবুল করবো? নাকি জিহাদে সামিল হবো? রাসুল (সঃ) বললেন ঃ তুমি আগে ইসলাম কবুল কর, তারপর জিহাদে সামিল হও। লোকটি রাসুল (সঃ) এর কাছে কালেমা তাইয়্যেবা পাঠ করে ইসলাম কবুল করলেন। অতঃপর জিহাদে সামিল হলেন। জিহাদে সামিল হয়ে লড়াইরত অবস্থায় শাহাদাত বরণ করলেন।

আল্লাহর নবী (সঃ) নিজ হাতে তাকে কবরে নামালেন। কিন্তু কবরে তাকে শায়িত রেখে অতিদ্রুত কবর থেকে উপরে উঠে আসেন। নবীজির এ অবস্থা দেখে সাহাবীগণ হতভম্ব হয়ে আরজ করলেন ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) কবরে কোন আযাবের আলামত দেখেই কি আপনী এভাবে দ্রুত উপরে উঠে আসলেন? প্রিয়

www.pathagar.com

নবী (সঃ) সাহাবীদের আশ্বস্ত করে বললেন যে, না কবর আযাবের কোন আলামত নয় বরং তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত হুরগণ ততক্ষনে কবরে পৌছে গিয়েছিল! এ জন্যেই আমি পর্দা রক্ষার্থে দ্রুত উপরে উঠে আসি।

অথচ, ঐ নওমুসলিম ইসলাম কবুল করার পর একরাকাত নামায, অথবা একটা রুকু সিজদা তার ভাগ্যে জুটেনি। শুধুমাত্র জিহাদের বরকতে শাহাদাতের পর কত উচ্চ মর্যাদা তিনি লাভ করলেন। আর, এ জন্যেই জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের সবচেয় নিকটবর্তী রাস্তা।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে আমি রাসুল (সঃ) কে বলতে শুনেছি একজন শহীদ তার পরিবার পরিজনের সত্তর জনের জন্য কিয়ামতে সুপারিশ করার অধিকার লাভ করবে।

শাহাদাতের মর্যাদা সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে বহু জায়গায় বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মু'তার যুদ্ধে হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাঃ) এর দু' হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেনাপতি হিসেবে ইসলামের পতাকা তখন হযরত জাফরের হাতেই ছিল। শত্রুর আঘাতে ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে তিনি বাম হাত দিয়ে পতাকা তুলে ধরেন। কিছুক্ষন পর শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে বাম হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখেন, যাতে লড়াইরত মুজাহিদদের মনোবল ভেঙ্গে না যায়। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে শাহাদাতের পর তিনি "আলমে মালাকুত" অর্থাৎ ফেরেশতাদের রাজ্যে সেই কর্তিত হাত নিয়ে ভ্রমণ করেন। এজন্যই রাসুল (সঃ) তাকে জাফর "তাইয়্যার" উপাধিতে ভূষিত করেন।

হযরত আবদুল্লা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ওহুদের ময়দানে আমার ভাইগণ যখন শাহাদাত বরণ করেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁদের "রূহ" গুলি সবুজ বর্ণের পাখীদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন।

ঐ পাখিগুলি জান্নাতের নদী সমূহে অবতরণ করে পানি পান করতে থাকে। এরা জান্নাতের বিভিন্ন ফল ভক্ষণ করতে থাকে এবং ভ্রমণ করতে থাকে। অতঃপর তারা আরশের ছায়াতলে স্বর্ননির্মিত কিন্দির সমুহে প্রবেশ করে যাহা আরশের নিচের দিকে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। তাদের "রূহ" গুলি সবুজ বর্ণের পাখী হয়ে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়। প্রত্যেক রাতে শহীদদের আত্মা আরশের নীচে এসে আল্লাহর দরবারে রুকু ও সিজদা করে থাকে।

রাসুল পাক (সঃ) এরশাদ করেন ঃ কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের বিনিময়েও দুনিয়াতে আর ফিরে আসতে চাইবে না। কিন্তু শহীদগণ শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা দেখে বার বার দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে।

www.pathagar.com

আর এভাবে অন্ততঃ দশবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা তারা ব্যক্ত করবে, (বোখারী ও মুসলিম)।

রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ঃ একজন শহীদ তাঁর কতল হওয়ার সময় ততটুকু ব্যাথা অনুভব করে। যতটুকু তোমাদের পিঁপড়ায় কামড় দিলে অনুভূত হয়।

রাসুলে পাক (সঃ) এরশাদ করেন দুই প্রকার চক্ষুকে জাহান্নমের আগুন স্পর্শ করবে না। প্রথমটি হলো যে চক্ষু আল্লাহর রাস্তায় জাগ্রত থেকে পাহারা দিয়েছে। আর, অপরটি হলো যে চক্ষু আল্লাহর আযাবের ভয়ে ক্রন্দনরত রয়েছে। আল কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ কর তবে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য থাকবে অজস্র ক্ষমা ও রহমত। মানুষ যা কিছু সঞ্চয় করে এটি তার চেয়ে অনেক উত্তম! (আলে ইমরান-১৫৭)

হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করে দিল। সে যেন নিজেই জিহাদে অংশ গ্রহণ করলো। (বোখারী)

অন্য এক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কিছু সম্পদ ব্যয় করলো, তার আমল নামায় সাতশতগুন সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।

আরেকটি হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল বা এক বিকাল সময় ব্যয় করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ হতে অনেক উত্তম। (বোখারী)

তবে, এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, নিরুপদ্রব , তসবীহ, তাহলীল, দোয়া বা ইছমে-আযম পাঠ করার মধ্যেই এই কথার মর্মার্থ নিহিত। বরং এখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে তাগুতের বিরুদ্ধে সু-দৃঢ় এবং ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথাই বলা হয়েছে।

ইমাম তিরমিযি (রহঃ) হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লা (রাঃ) বলেন, আমার পিতা শাহাদাত বরণ করার পর আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যথিত হয়ে পড়ি। আমার এই অবস্থা দেখে রাসুল (সঃ) জিজ্ঞাসা করেন। হে জাবের তোমাকে এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? তখন আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) আমার পিতা শাহাদাত বরণ করেছে, আর তাঁর ছয়টি কন্যা সন্তান রয়েছে এবং অনেক ঋণও রয়েছে। তখন রাসুল (সঃ) বলেন ঃ আমি কি তোমাকে এই সু-সংবাদ দিব না? যে আল্লাহ পাক তোমার পিতার সাথে কি ব্যবহার করেছেন।

www.pathagar.com

আমি আরজ করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ) অবশ্যই আমাকে সে কথা বলুন। তখন রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন আল্লাহ পাক যার সাথেই কথা বলেন, পর্দার আড়াল থেকেই বলে থাকেন। অথচ তোমার পিতাকে জীবিত করে তার সাথে মুখামুখি কথা বলেছেন। আর, আল্লাহ পাক তাকে বলেন হে আমার বান্দা! তুমি তোমার যা ইচ্ছা আমার নিকট পেশ করতে পার, আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করবো।

তখন তোমার পিতা আরজ করলেন হে আমার প্রতিপালক আমাকে পৃথিবীতে পুনর্জীবন দান করুন। আমি যেন আপনার রাহে পুনরায় জীবন দিতে পারি। তখন আল্লাহ পাক বলেন এ বিষয়ে পূর্বেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যে ব্যক্তি একবার মৃত্যুবরণ করবে তাকে আর দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে ফেরৎ পাঠানো হয় না।

হযরত তাল্‌হা ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন আমি একবার আমার হারিয়ে যাওয়া উটের সন্ধানে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। রাত হয়ে যাওয়ায় আমি হযরত আবদুল্লা ইবনে আমর ইবনে হারামের কবরের নিকট অবস্থান করি। রাত্রে কবর থেকে পবিত্র কোরাআন তিলাওয়াত শুনতে পাই। এত মধুর কণ্ঠের তিলাওয়াত আমি আর কোনদিন শুনিনি। জঙ্গল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর প্রিয় নবী (সঃ) এর নিকট এ ঘটনার বিবরণ দিলে নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেন সে তো আ বদুল্লাহ ছিল। তুমি কি তা জান না? আল্লাহ পাক শহীদদের আত্মা ইয়াকুত পাথরের কিন্দিরে রেখে দিয়েছেন। যখন রাত হয়, তখন সেই সকল আত্মাকে কবরে পাঠিয়ে দেন। দিনের বেলা পুনরায় সেই কিন্দিরে প্রত্যার্বন করানো হয়। আর এ জন্যই শহীদদের দেহ কবরে বিনষ্ট হয় না। জমিনও তাঁদের হজম করতে পারে না। শহীদদের জীবিত থাকা এবং তাদের মৃত বলতে এজন্যই নিষেধ করা হয়েছে।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর খেলাফত কালে গুহদ পর্বতের পাদদেশে আমরা যখন পানির জন্য নহর খনন করি, তখন আমরা শহীদ হয়ে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনদের কবরের নিকট গমন করি এবং কবর হতে তাদের দেহ বাহির করে আনি। আমরা দেখতে পাই তাঁদের দেহের অবস্থা এরূপ তরতাজা ছিল যে, মনে হয়েছিল কোন জীবিত মানুষের দেহ।

হযরত জাবের (রাঃ) পিতার লাশ এমন অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাঁর জখমের উপর তাঁর একটা হাত রাখা ছিল। আমরা হাতটি সরানো মাত্রই রক্ত ঝরতে শুরু করে। পুনরায় হাতটি জখমের উপর রাখা মাত্র রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন আমার পিতাকে এমনভাবে দেখেছি যেন তিনি নিদ্রারত আছেন। আর, যে কম্বল দিয়ে তাঁকে কাপন পরানো হয়েছিল তাও অক্ষত ছিল! অথচ এ ঘটনার ছিচল্লিশ বৎসর পূর্বে তিনি শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

পানির জন্য নহর খননের সময় একজন শহীদের পায়ে কোদালের আঘাত লাগলে সাথে সাথে তাজারক্ত ঝরতে শুরু করে।

www.pathagar.com

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন শহীদদের কবরের পাশে মাটি কাটার সময় কবর হতে কস্তরীর ঘ্রান আসতো।

এক হাদীসে রাসুলে পাক (সঃ) এরশাদ করেন বদরের মুজাহিদদের শানে আল্লাহ্ পাক বলেছেন তোমরা এখন যা ইচ্ছা তা করতে পার ! তোমাদের আমল নামায় আর কোন গুনাহ্ লিপিবদ্ধ করা হবে না।

সহীহ আল-বোখারী ২৮১৮ নং হাদীসে উল্লেখ আছে হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসুলে পাক (সঃ) এরশাদ করেন হযরত আসেম ইবনে সাবেত আনসারী (রাঃ) কে রাসুল (সঃ) দশজন লোকের একটি দলের নেতৃত্ব দিয়ে গোয়েন্দা কাজে নিযুক্ত করেন।

আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ) এবং তার সাথীগণ একটি পাহাড়ে আরোহন করেন। এমতাবস্থায় "বনু লেহ ইয়ান" গোত্রের লোকেরা চারদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে এবং তাদের তীরন্দাজরা হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ) কে শহীদ করে ফেলে।

এদিকে মহান আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাত আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ) এর শাহাদাতের সংবাদ তাঁর প্রিয় হাবীবকে জানিয়ে দেন। সাথে সাথেই রাসুলে পাক (সঃ) উপস্থিত সাহাবীদের এ বিষয়ে অবহিত করেন। আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ) এর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা তাঁর মৃত্যুর খবর নিশ্চত হওয়ার জন্য কিছু সৈন্যকে হযরত আসেম (রাঃ) এর দেহের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেওয়ার জন্য প্রেরন করে।

এর একমাত্র কারণ ছিল, বদরের যুদ্ধে হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ) কুরাইশদের একজন গন্যমান্য ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। কুরাইশ সৈন্যরা যখন আসেম (রাঃ) এর দেহ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেওয়ার জন্য লাশের নিকটে আসে, তখন দেখতে পায় যে, শহীদের লাশের চতুর্দিকে ঘন কালো মেঘের মত আঁধার করে লক্ষ লক্ষ মৌ-মাছি শহীদকে ঘিরে রেখেছে। সুতরাং তারা আর লাশের উপর কোন অত্যাচার করতে পারেনি। আল্লাহ এভাবেই শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

শহীদদের লাশের গোসল দেওয়া হয় না

মানুষের স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হলে তার গোসল দেওয়া হয়। তাকে কাপন পরানো হয়, শেষ বিদায়ে বহু লোক তার মৃত্যুতে শোকাবিভুত হন। পক্ষান্তরে আল্লাহর পথে লড়াইরত একজন মুজাহিদের শাহাদাতের পর তার জন্য ক্রন্দন করা ইসলামের রীতি নয়। শহীদদের কোন গোসল দেওয়া হয় না। তাদের কাপনও

www.pathagar.com

পরানো হয় না। শহীদদের পরিধেয় বস্ত্রসহ দাফন করা হয়। কবরে শহীদদের কোন প্রশ্নের সম্মুখীন ও হতে হয়না। তাদের শরীরে মাখা শাহাদাতের রক্তই মুনকির নকীরের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। অন্যান্য মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতরা দোয়া করতে থাকে। কিন্তু শহীদদের বেলায় দোয়া করতে হয় না। কারণ ঃ- দোয়া করতে হয় মৃত ব্যক্তির জন্য। শহীদরাতো মৃত নয়, বরং তারা জীবিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক আল-কোরানে এরশাদ করেন ঃ-

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

অর্থাৎ- আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তোমরা তাদের মৃত বলোনা বরং তারা জীবিত, তোমরা তা অনুভব করতে পার না (সূরা-বাকারা-১৫৪)

জিহাদের অপব্যাখ্যা

আল্লাহ পাক এবং তদীয় রাসুল (সঃ) এর উপর ঈমান আনার পরবর্তী কাজটি হলো জিহাদ। আর আল্লাহ মুমিনদের জন্য জিহাদকে ফরয করে দিয়েছেন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন চালু করা এবং আল্লাহর মনোনীত দ্বীন কে বিজয়ী করার জন্যেই ইসলামে জিহাদের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কোরানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

অর্থাৎ-সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তাঁর।

আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল (সঃ) যে ইবাদত যেভাবে পালন করার হুকুম দিয়েছেন, আমাদের ও ঠিক সেভাবেই সে ইবাদত পালন করতে হবে। যে ইবাদতকে যেভাবে অভিহিত করেছেন ঠিক সে পরিভাষায় সে নিয়মেই পালন করতে হবে। কোরআন ও হাদীস শরীফে ইবাদতের যে সু-নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বাস্তবায়ণ পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে ঠিক সে ভাবেই তা পালন করতে হবে। যেমন কোরআন ও হাদীস শরীফে " জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ" এবং ক্বিতাল ফী সাবিলিল্লাহ'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যা অত্যন্ত মহিমান্বিত ও গৌরবোজ্জল ইবাদত। আর, এ ইবাদতের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

অথচ এ সকল আয়াতকে পাশ কাটিয়ে আমাদের এক শ্রেণীর আলেম, ওলামা, ইমাম, খতিব, মুফতি, মোহাদ্দিস এবং ইসলামী চিন্তাবিদ, জিহাদের অর্থ করে থাকেন কষ্ট স্বীকার করা ও চেষ্টা করা। যেমন ঃ হালাল রুজি তালাশ করা। অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ। মহিলাদের গর্ভধারণ

www.pathagar.com

করা সন্তান-সন্ততি প্রতি পালন করা ইত্যাদি। কোন কোন লেখক তার লেখাকে শ্রমিক তার মেহনতকে জিহাদ বলে চালিয়ে দিচ্ছেন।

একদল জ্ঞান পাপী মুসলমান জিহাদকে এমন ভাবে-অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের মাঝে ভূল নছিহত করছেন এবং সু-কৌশলে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় পথে ঠেলে দিয়ে ইহুদী ও পৌত্তলিকদের উপকারই তারা সাধন করে চলেছেন। অথচ এধরনের জিহাদের কোন সাক্ষী প্রমান না আছে পাক কলামে না আছে রাসুল (সঃ) এর কোন ছহীহ হাদিস গ্রন্থে।

কিছু লোক খানকা শরীফ আর মসজিদে মসজিদে বয়ান শুনে নিরাপদে জিহাদে লিপ্ত আছেন। এরা মনে করেন আল্লাহর রাস্তায় তারাই সর্বোচ্চ জিহাদকারী।

অথচ, হাদীস শরীফে উদাহরণ দিয়ে সহজে বুঝানোর জন্য রূপক অর্থে একটি ইবাদতের বিনিময়ে অন্য একটি ইবাদতের তুলনা করা হয়েছে মাত্র। যেমন ঃ বৃদ্ধা মায়ের খেদমত করা, মহব্বতের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার প্রতি তাকানো, নফসের সাথে জিহাদ করা ইত্যাদি। আসলে এ ধরনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র উৎসাহ প্রদানের জন্য। এ সকল ইবাদতের দ্বারা যেমন পুরুপুরিভাবে শরীয়াতের হুকুম পালন হয়ে যায় না, তেমনিভাবে, জিহাদের মত ফরয ইবাদতও রহিত হয়ে যায় না।

জিহাদ প্রসঙ্গে চার মাযহাবের চারজন ইমামই এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে ঃ "বাযলুল যুহদি ফী ক্বিতালিল কুফ্ফার"।

অর্থাৎ ঃ- নিজের সর্ব শক্তি দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নামই হলো জিহাদ।

হিজরতের পর মদীনার জীবনে রাসুল (সঃ) যখন সাহাবীদের জিহাদের নির্দেশ দিতেন, তখন তাঁরা তীর, ধনুক, নেজা, বল্লম, ঢাল, তরবারী নিয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া ছুটিয়ে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। প্রিয় নবীর জীবদ্দশায় জিহাদের নির্দেশ হলে সাহাবীরা অন্যকিছুই চিন্তা করতেন না। আর উম্মতে মোহাম্মদীর উপর সে আমল আজও অপরিবর্তিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অপরিবর্তিতই থাকবে। লাখো কাদিয়ানী, লাখো বিদআতী কি লাখো, কোটি কাফের মুশরিক এ জিহাদকে রুখে দেওয়ার হিম্মত রাখে না। আল্লাহর কাছে কোরআন সুন্নাহ না বুঝা কোন অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না। কিন্তু, কোরআন হাদীস অস্বীকার কারীদের ব্যাপারেই হবে চুড়ান্ত ফয়সালা। এ বিষয়ে হাদীস শরীফে প্রিয় নবী (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "মান বাদালা দ্বীনাহু ফা-ক্বাতালাহু"। যারা দ্বীনকে পরিবর্তন করতে চায় তাদের হত্যাকর। (বোখারী)। আল-কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

www.pathagar.com

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি অপক্ষা অধিক অত্যাচারী আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে, অথচ তাকে ইসলামের দিকেই আহবান করা হয়েছিল। আর, আল্লাহ এসকল জালিমদের হেদায়েত করেন না। (সূরা সফ্ফ-৭)

ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা শত্রুর মোকাবিলায় তাহাজ্জুদ পড়ে চোখ বন্ধ করে আল্লাহর দরবারে কান্না-কাটি করার ধর্ম নয়। ইসলামে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করাও নয়। ইসলাম হলো দুশমনের মোকাবিলায় তরবারী কোষমুক্ত করার ধর্ম। খলিফাতুল মোসলেমীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) একদা জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক পরা অবস্থায় হযরত খালিদ-বিন-ওয়ালীদকে দেখে বললেন ঃ

কি খালিদ, তোমার অভ্যাস কি বদলে গেল? হযরত খালিদ (রাঃ) তৎক্ষনিক কোষ হতে তরবারী বাহির করে জবাব দিলেন এ অভ্যাসটি এখনও অপরিবর্তিত আছে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন, তাহলে ঠিকই আছো।

অথচ, আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর ইসলাম দরদী আলেম ওলামা কি ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন, যাঁরা অজু, গোসল, মেছওয়াক, দরূদে হাজারী, দরুদে লাখী, দুর্বল ও অসমর্থিত হাদীস ও মাসলা মাসায়েল বয়ান করে নিরাপদে দ্বীনের খেদমত করে অতি সহজেই জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করে ফেলেছেন। এ ধরনের নিরুপদ্রব, নিস্কন্টক বিধর্মীদের কাছে গ্রহণযোগ্য সর্বসহা ইসলামই বিধর্মীদের উৎসাহিত করছে। আর ধীরে ধীরে মুসলিম জাতিকে নিষ্ক্রিয়, নিস্তেজ এবং মারেফাতের সম্মোহন সৃষ্টিকারী হিরোইন ও মরফিন সেবীদের মত আত্মভোলা জাতিতে পরিণত করছে।

পন্ডিত নেহেরুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল হিন্দু কে ? হিন্দুদের পরিচয় কি ? তিনি কিছুক্ষুন চিন্তা করে উত্তর দেন, যে নিজেকে হিন্দু মনে করে সে-ই-হিন্দু! অতি সহজ হিন্দুত্বের সংজ্ঞা। অপর দিকে কেউ মুসলমান মনে করলেই কিন্তু, মুসলমান হতে পারে না। মুসলমান হতে হলে নিঃশর্তভাবে আল্লাহর প্রভূত্ব ও রাসুল (সঃ) এর জীবনাদর্শের কাছে আত্মসমর্পন করতে হবে। আর সকল তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তবেই প্রকৃত মুসলমান হওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে লোহার খাঁচায় যে বাঘ রাখা হয়, সে বাঘ আসল বাঘ নয়, সেটি সার্কাসের বাঘ!

আমাদের মধ্যে আরেক শ্রেণীর আলেম ও বুযুর্গ আছেন যাঁদের যাবতীয় কর্মকান্ডের বাতেনী মকসুদ হলো দুনিয়ার উন্নতি ও যশ-খ্যাতি। এদের দ্বারা দ্বীনে হক্কে'র

www.pathagar.com

কোন উপকার সাধিত হয় না। আরেক শ্রেনীর আলেম আছেন, যারা শাসক শ্রেণীর চাটু কারিতা ও মোসাহেবী করে বিনিময়ে নগদ পুরস্কার গ্রহনে আগ্রহী। আসলে এরা আলেম নামের কলঙ্ক, এরা জালিম, এরা নিজেদের উপর এবং উম্মতে মুসলিমার উপর জুলুম করছে।

অন্য আরেক শ্রেণীর আলেম আছেন, যারা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। এরা নিজেদের কোন বিপদ, আপদ আর ঝামেলার জড়াতে চান না। এরা নছিহত করে থাকেন। এ যুগ হলো ফেতনা-ফ্যাসাদের যুগ, সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের যুগ, কিছু বলতে গেলে মহা-বিপদ।

যার যার বিবি বাচ্ছা নিয়ে নিজেদের ঈমান আমল ঠিক রাখলেই যথেষ্ঠ! বনী ইসরাইলদের মত এরাও বলে থাকেন যে, আল্লাহর "দ্বীন" আল্লাহই রক্ষা করবেন। আর, এদের যখন বলা হয় যে, তাহলে আল্লাহ পাক কেন লক্ষ লক্ষ নবী রাসুল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন? প্রিয় নবী (সঃ) কেন "দ্বীন" প্রতিষ্ঠার জন্য রনাঙ্গনে মাথার খুলি হতে রক্ত ঝরিয়েছেন ? কেন রাসুল (সঃ) এর পবিত্র দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়েছে? কেন রাসুল (সঃ) এর দান্দান মোবারক শহীদ হয়েছে তখন কিন্তু এরা নিশ্চুপ থাকে!

এক শ্রেণীর রাসুল প্রেমিক আছেন, যারা রাসুল (সঃ) যে মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন, লাউয়ের তরকারী খেতে পছন্দ করতেন সে কথা মনে রেখে খুব করে আমল করে যাচ্ছেন! রাসুল (সঃ) এর পাগড়ী একটার দৈর্ঘ্য সাত হাত, আরেকটার দৈর্ঘ্য ছিল বার হাত তা ভক্তিসহ স্মরণ করে সে সুন্নত আদায় করে থাকেন। কিন্তু, রাসুল (সঃ) যে জিহাদের ময়দানে ব্যবহারের জন্য শিরস্ত্রান লোহার বর্ম, তরবারী ও দ্রুতগামী অশ্বছিল সে গুলি বেমালুম ভূলে থাকে, যদি যুদ্ধে যেতে হয় এবং জান মালের ক্ষতি হয়!

জিহাদ বিমুখতা

আল-ক্বোরআনে জিহাদ হলো আল্লাহর দেওয়া একটি ফরয বিধান। যে ভাবে নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জকে ফরয করা হয়েছে। জিহাদ পরিত্যাগ করা কবীরা গুনাহ। জিহাদ মু'মিনদের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত আর এজন্যই প্রিয় নবী (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীগণ সর্বশক্তি দিয়ে জিহাদে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।

রাসুলে পাক (সঃ) এবং তাঁর যোগ্য সাহাবী (রাঃ) গণের ত্যাগের বিনিময়ে পৃথিবীর যে কোন স্থানে মুসলমানরা নির্ভয়ে যাতায়াত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। পৃথিবীর যে কোন স্থানে মুসলমানরা আযান দিয়ে নামায আদায় করার অধিকার লাভ করেছেন। হজ্জ, ওমরা, ক্বোরবানীসহ যে কোন ইসলামী আচার, অনুষ্ঠান পালন করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তখনকার যুগে অন্য

www.pathagar.com

কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মুসলমানদের বাধা দেওয়ার হিম্মত ছিল না। অথচ মুসলমানরা আজ ঝড়ের কবলে পড়া ডানা ভাঁঙ্গা বাজ পাখীর মত পাখা ঝাঁপটাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হল আল্লাহর দেওয়া বিধান ও রাসুল (সঃ) এর আদর্শ হতে মুসলমানরা আজ যোজন যোজন দুরে!

আল-ক্বোরানের সেই অমোঘ বানী মুসলমানদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যেখানে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নয়। (বাকারা-২৬৭)

আল্লাহ যা করবেন তা অবশ্যই করবেন। শুধু আমাদের ভালবাসা আসল না নকল তার উপরই হবে চুড়ান্ত ফয়সালা। ফুল বা চাঁদকে ভালবাসলে এতে মানুষের রুচির পরিচয় পাওয়া যায় এতে ফুলের বা চাঁদের কোন উপকার হয় না।

আল্লাহ মানুষকে সম্পূর্ন এখতিয়ার দিয়েছেন, সে ইচ্ছা করলে ভাল কথা বলতে পারে। ইচ্ছা করলে ভাল কাজ করতে পারে। ইচ্ছা করলে খারাপ কাজও করতে পারে ইচ্ছা করলে ক্বোরান হাদীস পড়তে পারে ইচ্ছা হলে অশ্লীল বই-পুস্তকও পড়তে পারে। সে নিজেই সিদ্ধান্ত নিবে, সে কি মহানবী (সঃ) এর জীবনাদর্শ গ্রহণ করবে? নাকি মার্কস, লেলিন, এঞ্জেল এর মতবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ গ্রহণ করবে।

সেকি ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের পৃষ্ঠপোষক হবে? নাকি যৌন শিক্ষা ও যৌন চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করবে। অনেক রাসুল প্রেমিক উদার ইসলামী চিন্তাবিদ আছেন যারা জিহাদ বিমুখ হয়ে নির্ঝঞ্জাট তাসাউফি সাধনায় নিমগ্ন। অথচ, সৈন্যাস ও বৈরাগ্য ইসলামে সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ! আর মহানবী (সঃ) উম্মতের জন্য কোন নিরাপদ নির্ঝজ্ঞাট তপস্যার তপোবন রচনা করে যান নি। আর মোহাম্মদ (সঃ) এর পবিত্র নাম মন্ত্রের মত গোপনে জপমালার বস্তু নয়। মুসলমানদের প্রকৃত দায়িত্ব হলো মহানবী (সঃ) এর নাম শুনে যেভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকি সেভাবে তার জীবনাদর্শকেও সবার শীর্ষে তুলে ধরা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আর এর স্বপক্ষেই আল্লাহ পাক আল-ক্বোরানে এরশাদ করেন ঃ

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

অর্থাৎ ঃ (হে রাসুল) আপনার সুনাম ও সু-খ্যাতি আমি সু-উচ্চে তুলে ধরেছি। (আলামনাশরাহ-৪)

রাসুল (সঃ) এসেছেন আল্লাহ প্রদত্ত এক বৈপ্লবিক পয়গাম নিয়ে, যা এক কঠিন বাস্তবতা ও কন্টকাকীর্ন পথের ঠিকানাই বলে দেয়। তিনি এসেছিলেন সমস্যা সঙ্কুল, অন্ধকারাচ্ছন্ন পশ্চাৎ পদ সমাজে তওহীদ ও অখন্ড প্রভূত্বের এক শাশ্বত

www.pathagar.com

সংগ্রাম নিয়ে। আর উম্মতে মোহাম্মাদীর দায়িত্ব হলো তাঁর নির্দেশিত পথেই তাওহীদের বুলন্দ আওয়াজে ইবলিস ও তার দোসরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করা। এটাই প্রকৃত ঈমানের দাবী। আল্লাহ এবং রাসুল প্রেমের প্রকৃত নমুনা।

মুলমানদের বিধর্মীদের সাথে আপোষ ফর্মুলার কোনই সুযোগ নেই। ইসলামী ঝান্ডাকে উর্দ্ধাকাশে উড্ডীন রাখতে না পারলে মুসলমানই থাকা সম্ভব নয়। আর ইসলামী আন্দোলনে কোন মুসলমানের এ ধরনের ভূল হলে তা হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমার অযোগ্য। আর এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক কোরআনুল করীমে এরশাদ করেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও নাসারাদের বন্ধুরূপে গ্রহন করো না, তারা পরস্পর, পরস্পরের বন্ধু, আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, সে তাদের মধ্যেই গন্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এসকল জালিমদের হেদায়েত করেন না। (সূরা মায়েদা-৫১)

আল-কোরানে আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহন করো না। (সূরা মুমতাহিনা-১) রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন ঃ তোমরা উটকে বেঁধে রেখে তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। কারণ ঃ উটকে ছেড়ে দিলে সে উট রক্ষা করার দায়িত্ব আল্লাহর নয়।

অথচ, আজ দেখা যায়, মুসলমানদের, সাহস, সৌর্য, বীর্য, ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রামের পথ পরিহার করে এক শ্রেণীর নব্য ইসলাম দরদী আলখেল্লা পরিধান করে, পাগড়ী পরেতসবীহ জপে মসজিদে বসে বসে ঈমান আমলের বয়ান করে মুসলিম জাতিকে এক নপুংসক জাতিতে রূপান্তরিত করার ব্রত নিয়েছেন। কে জানে এরা কোন বিশেষ দেশের বিশেষ গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত কিনা। আর, এ ধরনের অনেক আলেমের "ইল্‌ম" ইসলামের বিপক্ষ শক্তিকেই তেজদীপ্ত করে থাকে। পরিনামে ডেকে আনে ইসলামের ধবংস!

মসজিদ, মাজার, হুজরা আর খানকায় বসে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে আকাশে জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া যায়। কিন্তু, বসনিয়া, চেচনিয়া, আজাবাইজান, উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান কি ফিলিস্তিন, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানে ইসলামের পতাকা সমুন্নত রাখা যায় না। এরাই ইসলাম বিরোধী শক্তি দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা

www.pathagar.com

দখল করে সম্রাট আকবর, তুর্কী বীর কামাল পাশা ইরানের রেজা শাহ পাহলবী ইরাকের আহমেদ সালাক্বী আফগানিস্তনের হামিদ কারজাইয়ের মত ভোগ-বিলাস ও আরাম আয়েশে মত্ত!

এরাই ইসলামকে পুঁজি করে আখিরাতের গ্যারান্টি দাতা নিপুন ধর্ম ব্যাবসায়ী। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার নব্য ইসলামী বৃদ্ধিজীবি সেজে কোরআন ও

হাদীসকে সংস্কারের মাধ্যমে যুগোপযোগী করার পক্ষে, নাউজুবিল্লাহ্! এসকল মুসলমান নামধারী গৃহশত্রুদের চিহ্নিত করা অত্যন্ত কঠিন। এরা নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, দান-সদকা, কোরবানী সবই করছে। পাশা-পাশি ইসলামের ধ্বংস সাধনে যে কোন বিধর্মী দুশমনদের থেকেও অনেক বেশী সিদ্ধহস্ত।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবালের শিকওয়া-জওয়াবে শিকওয়াতে উল্লেখিত উর্দূ কবিতার বাংলা তরজমা কৃত দুটি লাইন উদৃত করা হলো ঃ

"খুবতো কহিছ দুনিয়া হতে বিদায় নিতেছে মুসলমান, প্রশ্ন আমার মুসলিম কোথায়? সে কি আজো বিদ্যামান।"

স্পেনে ৭০০ বৎসর ইসলামী খেলাফত চলার পর এক শ্রেনীর উচ্চ-বিলাসী আরাম প্রিয় শাসকগন ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আরেক শ্রেনীর ধর্ম ভীরু মোত্তাকী খৃষ্টান দুশমনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধের ব্যাবস্থা না করে মসজিদে আশ্রয় গ্রহনের যে নছিয়ত করেছিল এরাও ইসলামের সাথে দুশমনি করেছে।

আজ, তুরস্ক, মিশর, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, ইরাক, কাশ্মীরসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এক শ্রেনীর মুসলমান নামধারী মোনাফেক গোষ্ঠী ইসলামের কফিনে সর্বশেষ পেরেকটি কলিজা বরাবর ঠুকে দিয়ে যে সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে এ ক্ষতি কোন দিনও পূরন হবার নয়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাক আল কোরআনে এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থাৎ আর, যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম অনুসরণ করবে, তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে ব্যক্তি পরকালে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (আল ইমরান-৮৫)।

আল-কোরআনে আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

www.pathagar.com

অর্থাৎ মু'মিনদের উচিত কাফেরদের বন্ধুরুপে গ্রহন না করা। (আল-ইমরান-২৮)।

পবিত্র কালামে পাকে আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

অর্থাৎ আর, যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহর নাযিল কৃত বিধান গুলিকে অস্বীকার করেছে এরা হবে জাহান্নামী। (মায়েদা-১০)।

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করাই হল ঈমানের পূর্ব শর্ত। আর এতে যারা নিষ্ক্রিয় কি নীরব থেকেছে, রাসুল (সঃ) তাদের "বোবা শয়তান" হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে ঃ মান লাকিয়াল্লাহু বে-গাইরী আসরিল জিহাদ। অর্থাৎ জিহাদ ছাড়া ঈমান পরিপূর্নতা লাভ করে না।

অথচ, আমাদের সমাজে অনেক বুযুর্গ আলেম আছেন যারা উম্মতের কল্যাণের জন্য দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ব্যস্ততার খোঁড়া অজুহাত পেশ করে ইসলামী আন্দোলন থেকে দূরে থাকেন। আর, প্রিয় নবী (সঃ) এর চেয়ে বেশী পরিমানে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দেওয়া কারো পক্ষেই কি সম্ভব ? হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও নবী করীম (সঃ) গায়ে বর্ম, মাথায় হ্যালমেট, হাতে তরবারী নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে গেছেন জিহাদের ময়দানে। অথচ, আজ আমাদের এক শ্রেনীর আলেম সমাজ আমাদের কাছে উপস্থাপন করছেন এক খন্ডিত ইসলাম।

এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ ঃ- হে নবী, এই কালাম অমান্যকারীদের বিষয়টি আমার উপর ছেড়ে দিন, আমি তাদের ক্রমন্বায়ে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাব, যা তারা জানতে ও পারবে না। (সূরা কলম-৪৪)

আল কোরআনে এরশাদ হচ্ছেঃ

وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

অর্থাৎ ঃ- আমি ইহাদের রশি লম্বা করিয়া দিতেছি আমার কৌশল অত্যন্ত দৃঢ় ও অমোঘ।

বদরের যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে রাসুল (সঃ) যখন সেনাদল থেকে ছোট ছোট বালকদের ফিরিয়ে দিতে ছিলেন। তখন হযরত আমর ইবনে আবি ওয়াক্কাসের বয়স ছিল মাত্র ১৬ বৎসর।

www.pathagar.com

তাঁকে দল থেকে বাদ দিলে তিনি অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর জোরালো আবেদনে পরে তাঁকে জিহাদে অংশ গ্রহনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। বীরত্বের সাথে লড়াই করতে করতে বদর প্রান্তরেই তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন।

আনসারদের একজন যুবককে জিহাদের অনুমতি দেওয়ার পর"সামুরা ইবনে যুন্দব" রাসুল (সঃ) এর কাছে জিহাদে অংশ গ্রহনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি বয়সেও ছোট এবং বেঁটে হওয়ায় রাসুল (সঃ) তাঁকে অনুমতি দিলেন না। তখন হযরত সামুরা (রাঃ) বলেন হে আল্লাহর রাসুল (সঃ) আপনি ঐ যুবককে অনুমতি দিলেন, আর আমাকে বাদ দিলেন। অথচ আমি কুস্তি লড়ে তাকে হারিয়ে দিতে পারি। রাসুল (সঃ) বলেন ঃ ঠিক আছে তুমি তাহলে তার সাথে কুস্তি লড়ে দেখাও।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে শুরু হলো কুস্তি লড়াই। "সামুরা" তাঁর সাথীকে চিৎপাত করে কুস্তিতে বিজয়ী হওয়ার পর রাসুল (সঃ) তাঁকেও জিহাদে অংশ গ্রহনের অনুমতি দান করেন।

রাসুল (সঃ) এর মহব্বতে দরূদ শরীফ পাঠ করে তসবীহ্ জপে জপে রাসুলের রওজা মোবারকে সালাম প্রেরন করা কি প্রকৃত মোহব্বত ? নাকি রাসুল (সঃ) কে নিয়ে বিদ্রুপ করে লেখা "রঙ্গিলা রাসুল" এর লেখক ভোলানাথকে লাহোর ও অমৃতসর থেকে ঝড়ের গতিতে ছুটে এসে হত্যাকরে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে উঠে শাহাদাত বরণ করা প্রকৃত মোহ্বত!

রাসুল (সঃ) এর প্রতি বিদ্রুপাত্মক কটুক্তির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে

তোলা রাসুল প্রেমের দাবী? নাকি নিষ্ক্রিয়, নিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে নিরাপদ অবস্থানে থেকে দ্বীনের মেহনত ও রাসুলের প্রতি স্তুতি বর্ণনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা প্রকৃত দাবী।

আল্লাহ পাক, এ প্রসঙ্গে আল-কোরআনে এরশাদ করেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই, আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতকদের পছন্দ করেন না। (আনফাল-৫৮)

আর, এ ধরনের মুসলমানদের কথাই ফুটে উঠেছে আল্লামা ইকবালের কবিতায়। বাংলা অনুবাদকৃত দু'টি লাইন উদ্বৃত হলো ঃ

"অন্তরে নাই প্রেমের আগুন, আত্মাতে নাই তার দহন,

মোহাম্মদের পয়গাম কেন আজ তোমাদের নাই স্মরণ"।

www.pathagar.com

মিসওয়াকের সুন্নত পালনের প্রতি আমাদের যে আন্তরিকতা দেখা যায়। খাওয়ার পর বর্তন ছেঁটে খাওয়ার প্রতি যে মহব্বত দেখা যায়। তেমনিভাব তরবারীর সুন্নতের প্রতিও সমানভাবে আমল করা কি জরুরী নয় ? পাগড়ী বাঁধা নবিজীর অন্যতম সুন্নত হিসেবে আমরা পালন করে থাকি। অনুরূপভাবে শিরস্ত্রান পরাও নবীজির অন্যতম সুন্নত তা কিন্তু আমরা বেমালুম ভুলে আছি।

নিরাপদ সুন্নত গুলো আমরা খুব করে পালন করে যাব আর, যে সুন্নতে রক্ত ঝরাতে হয়, ধন-সম্পদ ব্যয় করতে হয় সেগুলি পাশ কাটিয়ে মোত্তাকী হয়ে যাবো এ সুযোগ কি আদৌ হবে ?

আর, এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহ পাক আল-কোরআনে এরশাদ করেন ঃ

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

অর্থাৎ ঃ- তোমরা কি ভেবেছো ঈমান এনেছি বললেই তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে ? তোমাদের কি পরীক্ষা করা হবে না ? (সূরা আনকাবূত-২)

রাসুলে পাক (সঃ) তাঁর সম্পদ বলতে লৌহ বর্ম, তরবারী ও বর্ষা রেখে গেছেন। রাসুল (সঃ) উম্মতের জন্য দু'টি উত্তরাধিকার ও রেখে গেছেন আর, এ দুটি জিনিসের একটি হলো "ইলম"। অপরটি হলো "হাতিয়ার"।

আপনাদের কারো ঘরে যদি চোর, ডাকাত পড়ে। আর, আপনি যদি তখন মোরাকাবা, মোশাহিদায় নিমগ্ন থাকেন। অথবা ছের, আখফা, খফি ইত্যাদি লতিফাসমূহ চোখ বন্ধ করে তালাশ করতে থাকেন। অথবা আপনার কলব ডান দুধের নীচে না বাম দুধের নীচে তালাশ করতে থাকেন। তাহলে আপনাদের জান-মাল, ইজ্জত, আব্রু হেফাজতে থাকবে তো ? এ ধরনের ইবাদত করে যদি দুনিয়ার সকল মানুষকেও মুসলমান বানানো যায় এতে ইসলামের কোন ফায়দা হবে না। এ ধরনের মুসলমানদের দ্বারা ইবলিশের সাম্রাজ্যে আঘাতহানাও যাবে না। কারন ঃ জিহাদ ছাড়া আল্লাহর মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠার অন্য কোন পথই যে খোলা নেই।

দ্বীনের হক আদায়ের জন্য প্রয়োজনে কি আপনাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ও হুজরাখানা হতে রাসুল (সঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামদের মত তরবারী হাতে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে না ? আপনাদের পূর্ব সূরী যাঁরা পাক ভারত উপ-মহাদেশে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা কি শুধুই নিরীহ সাধক ছিলেন ? নাকি তাঁরা দ্বীন ও ধর্মের পাশা-পাশি একেক জন মর্দে মুজাহিদ ছিলেন।

অথচ, আজ শুধু আমাদের মসজিদে মসজিদে ঈমান আমল আর, ফাজায়েলের বয়ান করা হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

খানকা আর হুজরাগুলি হতে আজ শুধু বৈরাগ্যের বানী প্রচার করা হয়ে থাকে। অবশ্য এর দ্বারা কারো কারো ব্যক্তিগত কোন ফায়দা হতে পারে। কিন্তু, ইকামতে দ্বীনের হক আদায় হতে পারে না।

আর এ প্রসঙ্গেই আল-কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ـ

অর্থাৎ যারা জিহাদ করলো না তাদের কেউ মারা গেলে তাদের জানাযা পড়বে না। তাদের কবরের নিকটও দাঁড়াবে না, কারণ ঃ তারা আল্লাহ্ ও রাসুলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা ফাসেক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (সূরা তওবা-৮৪)

আল-কোরআনে আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ،

অর্থাৎ-তারা আল্লাহকে বাদ দিয়া তাদের আলেম, ওলামা, পীর, ফকীর, পন্ডিত ও নেতাদের নিজেদের রব্ব বানিয়ে নিয়েছে। এবং মরিয়ম পুত্র ঈসাকেও! (সূরা তওবা-৩১)

তবে মুসলমানদের একথা মনে রাখতে হবে যে, কাফের মোশরেকদের কাছে যে ইবাদত গ্রহণ যোগ্য, আল্লাহর কাছে সে ইবাদত গ্রহন যোগ্য হতে পারে না। বিধর্মীদের মন তুষ্ট করে মুসলমানরা যে ইবাদতে তৃপ্ত হতে চায় আসলে তা কোন ইবাদতই নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবালের উর্দুকবিতার দু'টি লাইন মনে পড়ে যার বাংলা অনুবাদ হলো ঃ "কাহাদের চোখে ভাল লাগে আজ অপর জাতির রূপ ও সাজ, বাপ দাদার তরীকতে আজ চলতে কারা হয় নারাজ।"

আসলে সোনার খনিতে সোনার সাথে এক প্রকার চক্‌চকে ধাতু মিশে থাকে যা দেখলে সোনা বলেই ভ্রম হয়। স্বর্নকার আগুনে পুড়ে এসিডে জ্বালিয়ে সেই বর্জ থেকে খাটি সোনা পৃথক করে থাকে। এমনিভাবে মুসলমানদের মাঝে কিছু অতি মুসলমান নকল সোনার মতই মিলে মিশে আছে। যারা, নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি আমলে অত্যন্ত পারদর্শী আসলে এরা মুসলমান নয় মুসলমানের ছদ্মাবরণে অমুসলিমদের উদ্দেশ্য সাধনই তাদের মূল লক্ষ্য। এরাই প্রকারন্তরে ইসলামের ধ্বংস সাধন করে চলেছে। আর এক্ষেত্রে জিহাদই হলো মুসলমান নামধারী ঐ মুনাফেকদের ছদ্মাবরণ উন্মোচন করে প্রকৃত স্বরূপ খুলে দেওয়ার সেই অব্যর্থ এসিড টেষ্ট।

www.pathagar.com

আল্লামা ইকবালের উর্দূ কবিতায় তারই প্রতিধ্বনী শুনা যায় ঃ

চলনে তোমার খ্রীষ্টানী আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন।

ইহুদীও আজ শরম পাইবে দেখিলে তোমার স্বভাব গুন।

হতে পার তুমি সৈয়দ মীর্জা, হতে পার তুমি সেই আফগান,

সব কিছু ঠিক কিন্তু শুধাই বলতো তুমি কি মুসলমান ?

আল্লামা ইকবাল আরো লিখেছেন ঃ ইহ মুসলমাঁ হ্যায় জিনহে দেখকে শরমা এ ইয়াহুদ। এমন মুসলমানদের দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায়।

আল্লামা ইকবাল আরো লিখেছেন ঃ

"তোমাদের মাঝে হাজার ফেরকা হাজার দল ও হাজার মত

এমন জাতিকি দুনিয়ার বুকে খুঁজে পায় কভু মুক্তির পথ?

মু'তার যুদ্ধে যাত্রার প্রাক্কালে আসন্ন শাহাদাতের সু-সংবাদ পেয়ে হযরত

আবদুল্লাহ-বিন-রাওয়াহা জীবনের শেষ বারের মত রাসুল (সঃ) এর ইমামতিতে নামায আদায় করার জন্য একটু পিছনে পড়ে যাওয়ায় স্বয়ং রাসুল (সঃ) তাঁকে তিরস্কার করেন।

তাবুকের যুদ্ধে অলসতার দরূন তিনজন সাহাবী যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন নাই। তারা হলেন হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ), হযরত মুরারা ইবনে রবিআ (রাঃ) ও হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়্যা (রাঃ)। সংবাদ শুনে রাসুল (সঃ) অন্যান্য সাহাবীদের এই তিনজনের সাথে কথা বার্তা, উঠা বসা, সামাজিক আচার-আচরণ, বন্দ রাখার, নির্দেশ প্রদান করেন।

আর এক দুঃসহ যন্ত্রনার মাঝে তারা দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। এমন কি তাঁদের বিবিদের সাথেও মেলা মেশা বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাসুল (সঃ) তাদের ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেন। এভাবে দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে কোরানের আয়াত নিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে ঃ

وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

অর্থাৎ আরও কিছু লোক আছে যাদের বিষয়টি মুলতবী রয়েছে। যতক্ষন না আল্লাহর নির্দেশ আসে, হয়তো তিনি তাদের শাস্তি দিবেন অথবা তাদের তওবা কবুল করবেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (সূরা তওবা-১০৬)

আরো এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا

অর্থাৎ আর সেই তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিলেন, যাদের বিষয়টি মুলতবী রাখা হয়েছিল। (সূরা তওবা-১১৮)

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহনের পর ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর প্রথম ভাষনে জনগণের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেন যে, আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) এর নির্দেশ পুরাপুরি মেনে চলবো, তোমরা ততক্ষণ আমার সাথে থাকবে। তার বিচ্যুতি হলে তোমরা আমাকে সংশোধন করবে নতুবা আমাকে পরিত্যাগ করবে।

শৈশব পেরিয়ে মাত্র কৈশরে পা দিয়েছে এমন সাহাবী দু'টি ভাই আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় হাবীবকে ভালবেসে তাজা খুন ঢেলে দিয়ে রঞ্জিত করে ছিলেন বদর প্রান্ত রকে। এরা জানতো আবু জেহেল নামক কোরাইশ সর্দার ছিল রাসুল (সঃ) এর প্রধান শত্রু। আনসারদের এ দু'টি বালক প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, এই পাপিষ্ঠকে যেখানেই পাব হয়তো তাকে হত্যা করবে। নতুবা নিজেরা শহীদ হয়ে যাবো।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেন যে, বদর ময়দানে আমি সৈন্যদের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি ডানে ও বামে দু'টি নওজোয়ান দাঁড়িয়ে আছে। একজন আমার কানে কানে জিজ্ঞাসা করে, চাচা আবু জেহেল কোথায় ? আমি বললাম ওকে দিয়ে তোমাদের কি হবে। ওকে যেখানেই পাব তাকে হত্যা করবো। অথবা আমরা যুদ্ধ করে মরে যাব।

তখনো আমি তাদের উত্তর দিয়ে শেষ করিনি। শুধু ইশারায় আবু জেহেলকে দেখিয়ে দিলাম। সাথে সাথেই উভয়ে বাজ পাখীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আবু জেহেলকে হত্যা করে ফেললো। আবু জেহেলের পুত্র পিছন থেকে এসে মা'আযের বাম বাহুতে প্রচন্ড ভাবে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। আঘাতের ফলে তাঁর বাম বাহু থেকে হাতটি কেটে ঝুলে পড়ে, এ অবস্থাতেই তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান। কাটা হাত নিয়ে যুদ্ধ করতে অসুবিধা হচ্ছে বিধায় ঝুলন্ত হাতটি পায়ের নিচে রেখে সজোরে টান দিয়ে ছিড়ে ফেলে এবং বাকী হাত দিয়েই যুদ্ধ করতে থাকে।

বদরের ময়দানে সেদিন এই তিনশত তেরজন মানুষ তাঁদের জীবন ও সম্পদের বিনিময়ে মহান আল্লাহর কাছ থেকে চিরস্থায়ী জান্নাত খরিদ করে নিয়েছিলেন। ঈমানের পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ন হওয়ার জন্য এই তিনশত তের জনের জন্য আল্লাহর সাহায্য অবধারিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পবিত্র কোরআন পাকে এরশাদ করেন ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

www.pathagar.com

অর্থাৎ তোমরা তাদের হত্য করনি বরং আল্লাহই তাদেও হত্যা করেছেন। আর, তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন, এটা শুধুই মু'মিনদের উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্ববিষয়ে জ্ঞানী। (সূরা আল-আনফাল: ১৭)

আমরা যারা ঘরে, মসজিদে কি খানকায় বসে বসে দোয়ার অস্ত্র ব্যবহার করে থাকি আর এর বদৌলতে মহান আরশের মালিকের কাছে গায়েবী মদদ প্রার্থনা করে থাকি। আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, এই দোয়া ও মুনাজাতের বরকতেই ইসলাম জিন্দা হয়ে যাবে এবং সমস্ত বাতিল শক্তি ধ্বংস হয়ে যাবে। এর চেয়ে চোগলখুরী আর কি হতে পারে! তাহলে কারবালাতে হযরত ইমাম হোসেনকে রাসুলের মহব্বত আর, আল্লাহর অনুগ্রহে অক্ষত অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে আল্লাহ কি অক্ষম ছিলেন ?

আর এ প্রসঙ্গেই আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতার লিখেছিলেন "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হার কারবালা কি বাদ"। দুনিয়ার যে ভূখন্ডেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে সেখানেই একটা নতুন কারবালার সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের মাঝে অনেক ইসলাম দরদী আছেন। যারা মুসলমানী লেবাস পরে, খুশবু মেখে ইসলামী সেমিনারে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কোরআন তেলাওয়াত করে থাকেন, এরা কিন্তু নামায, রোযা, হালাল হারামের ধার-ধারেন না। আসলে এরা ইসলামের খোলসের ভিতর ধর্ম নিরপেক্ষ নাস্তিক!

দীর্ঘ তিন যুগেরও বেশী সময় ধরে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিস্তীর্ন প্রান্তর জুড়ে বিশ্ব মুসলিমের এক মিলন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু, মুসলমানদের এত বড় সমাবেশ দেখে বিধর্মীদের পিলে চমকে যাওয়ার কথা! অথচ আজ পর্যন্ত কোন বিধর্মীর মনে কোন শঙ্কাত্ত ভাবের উদয় হতে শুনিনি। পাঠকরা কেউ শুনেছেন কিনা জানি না। এদের দেখে কেউ দুশ্চিতা গ্রস্থও হয় না। এদের পিছনে কোন গোয়েন্দা সংস্থা ও কাজ করে না। বরং তারা আনন্দিতই হয় এই ভেবে যে, তাদেরই প্রেসকিপশন মোতাবেক এরা মুসলমানদের একটা বিরাট অংশকে অন্ততঃ নীরিহ মেষপালে পরিনত করতে পেরেছে। কারণ যে সাপে বিষ নাই সেটা আসল সাপ নয় প্লাষ্টিকের সাপ!

এ ধরনের সর্বংসহা মুসলমানদের বহির্বিশ্বে প্রবেশাধিকার (ভিসা) উন্মুক্ত ! যেমন চাহিবা মাত্র বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে অনেকটা এরকম। কারণ ওরা জানে জিহাদবিমুখ ইবাদত দ্বারাই মুসলিম জাতিকে নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয় করতে পারলেই তারা নিরাপদ। আর, এ ধরনের আমলে কিছু কিছু শিক্ষিত, আলেম বুদ্ধিজীবি ও অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত লোককে নিরাপদ ও সম্মানজনক মুরুব্বীর আসনে বসিয়ে তৃপ্ত করতে পেরেছে।

www.pathagar.com

এসকল মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলা যায়, আমরা যারা নবী কারীম (সঃ) এর পবিত্র নাম শুনে বুড়ো আঙ্গুলে চুমো খেয়ে, চোখ মুখ মুছেহ করে খুশীতে গদ্ গদ্ হয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকি। মুনকির নকিরের সওয়াল-জরয়াবের সময় যদি ভাগ্য সু-প্রসন্ন হয় তাহলে হেরা পর্বত গুহায় ধ্যান মগ্ন সেই নূরানী চেহারার জ্যোর্তিময় রাসুল (সঃ) কে হয়তো চিনতে পারবো। কিন্তু, ভয় হয়, সেদিন যদি "ওহুদ" ময়দানের রক্তস্নাত সেই বীর মুজাহিদ রাসুল (সঃ) কে দেখান হয়। তাহলে আমরা চিনে নিতে পারবো তো ?

ইসলামে গৃহশত্রু

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অজাতশত্রু বলে কেউ নেই। প্রানীকুল সর্বদা বিচলিত থাকে কোন শত্রু দ্বারা কখন আক্রান্ত হয়। নীরিহ মেষ শাবক কি হরিন শাবক যেমন শত্রুমুক্ত নয়। তেমনি হিংস্র বাঘ, ভালুক, সরিশৃপ প্রানীরও শত্রু আছে। সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ কারো ক্ষতি করে না। কিন্তু বিভিন্ন কীট পতঙ্গ দ্বারা দংশিতহয়, আর পুস্প ব্যাবসায়ী দ্বারা হতে হয় বৃন্তচ্যুত। প্রকৃতিগত ভাবেই এই শত্রুতা স্থায়ীভাবে সর্বত্র বিরাজিত। তেমনিভাবে মানুষেরও শত্রু আছে। শত্রু আছে দ্বীন ধর্মের এবং ইসলামেরও।

মুসলমানদের অভ্যন্তরে এক শ্রেনীর সুবিধাভোগী, অর্থ লিপসু মুনাফিক আছে, যারা কাফের, মুশরিক থেকেও জগন্য প্রকৃতির। এদের অবস্থা আবদুল্লা-বিন-উবাই আবদুল্লা-বিন সাবা নও মুসলিম গুপ্তচরদের মত। ইসলামের জন্য এরা অত্যন্ত ক্ষতিকর। এদের অবস্থান ফুলের পাঁপড়িতে বসবাসকারী পুস্পভূক ক্ষুদ্র কীটের মত। যারা সুরভিত ফুলকেই তিলে তিলে ধ্বংস করে চলেছে। এধরনের ছদ্মবেশী মুসলমান নামধারী মুনাফিকদের জন্যই জঙ্গে জামাল ও সিফফিনে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ সকল বেইমানদের জন্যই স্পেন বিজয়ী তারিক-বিন-যিয়াদের গভর্নর মুসাকে হেজাযের পথে পথে ভিক্ষা করে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করতে হয়েছিল। এধরনের দ্বি-মুখী মুসলমানদের জন্যই সিন্দু বিজয়ী মুহাম্মদ-বিন কাশিমকে বিনা অপরাধে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল। এধরনের সুবিধা ভোগী, চরিত্রহীন মুসলমানদের জন্যই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে পলাশীর প্রান্তরে পরাজয় বরন করতে হয়েছিল।

এরাই সেই ইসলাম প্রেমী মুসলমান, যারা নিজেদের ক্ষমতা ও অর্থ প্রাপ্তির জন্য লক্ষ লক্ষ জাল হাদীস রচনার কাজে সহায়তা করেছিল। এধরনের মুশরিকরাই আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসুলের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। এদের চক্রান্তেই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ও ইমাম হাম্বল (রহঃ) কঠোর নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। এদের জন্যই মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ) কে অন্ধকার কারা প্রকোষ্টে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। এদের দুরভিসন্ধিতেই ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) এর অমূল্য গ্রন্থাগার

www.pathagar.com

জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা হয়েছিল। আর, এ ধরনের মৌসুমী ইসলাম প্রেমিকদের কারনেই বার বার বাধাগ্রস্থ হচ্ছে ইসলামের অগ্রযাত্রা। মুসলমানদের মধ্যে একশ্রেনীর ধর্মনিরপেক্ষবাদী অতি মাত্রায় আধুনিক মুসলমান দেখা যায় যাদের ধর্মের প্রতি আসলেই কোন আস্থা নেই। এরা ধর্মহীন। এরা সপ্তাহে একদিন ফ্রেন্স পারফিউম মেখে দামী গাড়ী হাঁকিয়ে জুম্মার নামায আদায় করে থাকেন। এরা একাধিকবার হজ্ব ওমরাও পালন করে

থাকেন। এরা বৎসরান্তে মাইক লাগিয়ে জোরে শোরে প্রচার করে যাকাতের কাপড় ও নগদ কিছু অর্থ কড়িও দান খয়রাত দিয়ে থাকেন। এরা প্রতিযোগিতা করে প্রতি ঈদে কোরবানীও করে থাকেন।

এদের মাতা-পিতা, নিকট আত্মীয় কেউ অসুস্থ্য হলে আলেম, ওলামা, হুজুরদের ডেকে দোয়া-খায়ের করে থাকেন। কেউ মৃত্যু শয্যায় থাকলে হাফেজ সাহেবদের এনে ক্বোরআন খতম পড়িয়ে রোগের শিফা বা মৃত্যু যন্ত্রনা লাঘবের জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত ও করে থাকেন।

মৃত্যুর পর জানাযার নামাযও পড়ে থাকেন। কবরে অন্তিম শয়নে পড়ে থাকে "বিসমিল্লাহি ওআলা মিল্লাতি রাসুলুল্লাহ"। অতঃপর কবর জিয়ারতের দোয়া এবং মুনাজাতও করতে দেখা যায়। আর এসকল ক্রিয়া কর্মের সবগুলি আল্লাহর পাক ক্বোরআনের বানী অথচ, জীবদ্দশায় এরা ছিল ক্বোরান বিরোধী। রাসুল (সঃ) এর সুন্নাহ বিরোধী। এরা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। এরা ছিল নাস্তিক।

এরা মসজিদে যখন ইমাম সাহেব, খতিব সাহেবের ইমামতিতে নামায আদায় করেন, তখন তাদের কোন সমস্যা হয় না। তখন অত্যন্ত বুজুর্গ আলেমের পিছনে নামায আদায় করে আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু, মসজিদ থেকে বাহিরে এসেই খতিব সাহেবের চৌদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করতে কুণ্ঠিত হয় না। কারণ খতিব সাহেব যে মৌলবাদী। কিন্তু, বিশেষ বিশেষ সময় এরাই হয়ে যান সবচেয়ে বড় মৌলবাদী। ঐ ধরনের দ্বি-মুখী আচরণ মুনাফেকী ছাড়া আর কি হতে পারে ?

মসুলমান নামধারী একশ্রেনীর মুনাফিকদের সহযোগিতার কারনে আফগানিস্তান ও ইরাকে বোমার আগুনে পুড়ে মরেছে শত শত নিস্পাপ শিশু কিশোর, জীবিতরা হয়েছে পঙ্গু। ধর্ষিত হচ্ছে নাম না জানা মা-বোনেরা। বিনা অপরাধে প্রান দিচ্ছে হাজার হাজার বনী আদম। এতিমের বুকফাটা আহাজারী আর বারুদের গন্ধে একাকার হচ্ছে মজলুমের অশ্রু। এসকল গাদ্দার, মুনাফিকদের কাল কিয়ামতে আল্লাহ কি কঠিন শাস্তি দিবেন না ?

অথচ, আল্লাহ পাক আমাদের "খলিফাতুল আরদ" উপাধিতে ভূষিত করেছেন। আমরাই কি সেই শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের দাবীদার ? আমরাই কি আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলী, হামজা, ইমাম হোসেনের উত্তরসুরী ? আমরাই কি খালিদ,

www.pathagar.com

তারিক, মুসা, মীর কাশিম, সালাউদ্দিন আইয়ুবীর বংশধর ? আমরাই কি সতের বার পাক ভারতের মন্দিরে মন্দিরে আক্রমন করে মুর্তি ধ্বংস করে শিরক ও কুফর উৎখাতকারী সুলতান মাহমুদ গজনীর উত্তরসুরী ? আমরাই কি

ইমাম গাজ্জালী, তুষী, আল-কিন্দি, ফারায়েবী, ইবনে সীনা, ইবনে বতুতা, ইবনে খালদুন, আল-বিরুনীর উত্তরসুরী? আমরাই কি ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফি, ইমাম তিরমিযি, খাজা আবদুল কাদির জিলানী, খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতি, শাহজালাল, শাহপরান, খানজাহান আলী, শাহমুখদুম, হাজী শরীয়ত উল্যার ওয়ারিশ? আর, এ সকল নাম সর্বস্ব-মুসলমানের কারনেই ইসলামের আজ এ দুরাবস্থা।

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে সংখ্যাধিক্যের কোন দাম নেই। সংখ্যায় অতি অল্প হয়েও যুগে যুগে মুসলমানরা অধিক সংখ্যক কাফের মুশরিকদের উপর বিজয় লাভ করেছে। তা না হলে সামান্য সংখ্যক মুজাহিদ নিয়ে তারিক-বিন যিয়াদ স্পেনে বিজয় লাভ করতে পারতেন না। মাত্র সতের জন অশ্বারোহীর অশ্বক্ষুরের পদশব্দে রাজা লক্ষন সেন দ্বিপ্রহরের আহার অসমাপ্ত রেখেই প্রাসাদের পিছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হতো না। হযরত শাহ জালাল নগন্য সংখ্যক দরবেশ সঙ্গী নিয়ে রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাভূত করতে পারতেন না। মুহাম্মদ-বিন কাশিম, সুলতান মুহাম্মদ ঘোরী অল্পসংখ্যক মুজাহিদ নিয়েই ভারত বর্ষের নীল আকাশে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে খালিদের আক্রমনে বিশাল বাহিনী নিয়ে পরাজয় বরন করতে হয়েছিল। সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর গগণ বিদারী "আল্লাহু আকবার" ধ্বনীতে কিং রিচার্ডের সমস্ত আস্ফালন থেমে গিয়েছিল।

সুলতান মাহমুদ আফগানিস্তানের গজনী সালতানাত থেকে দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্টে আরোহন করতেন "বিসমিল্লাহ" বলে। আর যুদ্ধ শেষে গজনীতে ফিরে গিয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে বলতেন "আল-হামদুলিল্লাহ্"। সতের বার অব্যর্থ বিজয়ের একমাত্র কারণ ছিল যে, বান্দা যখন আল্লাহর আনুগত্যে অটল থাকে, দ্বীনকে প্রতিষ্ঠার কাজে রাসুলের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়, তখন এ দুনিয়ার খিলাফত তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য ! কারণ ঃ এ প্রসঙ্গ আল্লাহ পাকের ওয়াদা অত্যান্ত সুস্পষ্ঠ, তাই আল-কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ আল্লাহু ওয়ালীউল্লাজিনা আমানু। আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু ! যারা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু, তাদের তো কোন ভয়ও নাই, কোন আশঙ্খাও নাই। "ফালা খাওফুন আলাইহীম ওয়ালাহুম ইয়াহজানুন"। আর, আল্লাহ পাক আল কোরআনে এ সতর্কবানীও উচ্চারণ করেছেন ঃ "নাসুল্লাহা ফানাছিয়াহুম" যারা আল্লাহকে ভূলে গেছে আল্লাহও তাদের ভূলে গেছেন। আর; আল্লাহ পাক যাদের ভূলে গেছেন তাদের চেয়ে হতভাগ্য আর কেউ হতে পারে ? দ্বীনে ইলাহীর প্রবক্তা সম্রাট আকবর কি তুর্কী বীর কামাল পাশার মত গৃহ শত্রুরা

www.pathagar.com

ইসলামের যে অপুরনীয় ক্ষতি সাধন করেছে মুসলমানরা কি আজ পর্যন্ত তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে ?

পররাজ্য জয় কি বাদশাহী লাভ মুসলমানের ঈমানের দাবী নয়। ঈমানের দাবী হলো আল্লাহর "দ্বীন" প্রতিষ্ঠায় সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার আকাঙ্খা। মুসলমানদের লক্ষ্য হওয়া উচিত শিরক-বিদাত উৎখাত করে নিরঙ্কুশভাবে ইসলামের বাস্তবায়ন।

এ লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর সাহায্যের কোন আশা থাকে না। বরং সাহায্যের পরিবর্তে তখন নেমে আসে জিল্লতি আর লাঞ্চনা। বাগদাদে হালালু খানের নৃশংস আক্রমন এবং নাদির শাহের অশ্বক্ষুরাঘাতের ধ্বংস প্রাপ্ত দিল্লী এর উদ্াহরণ। আরো স্বাক্ষী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পরে সর্বস্ব হারানো তুর্কী সালতানাত।

আজ মুসলমানের অনেকেরই বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যে তাদের উপর আসলে কি দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করার কর্থ কি? আনুষ্ঠানিক ইবাদত বন্দেগীতো করতেই হবে। তৎসঙ্গে জিহাদের ইবাদতও অপরিহার্য্য। জিহাদ এ জীবনেই করতে হবে। পরকালের জিন্দেগীতে জিহাদের ফরযিয়াত আদায়ের কোন সুযোগ নেই, আর শাহাদাতেরও কোন অবকাশ নেই অথচ আমাদের সমাজে এক শ্রেনীর ছদ্মবেশী নকল মুসলমান দ্বারা বিধর্মীরা জিহাদের মূল স্পিটিরকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করছে সুকৌশলে। আর এ ধরনের মুসলমানরা স্বজ্ঞানে কি অজ্ঞানে বহুমাত্রিক বাতিল শক্তির রক্ষক ও পাহারা দারে পরিনত হয়েছে।

বিধর্মীদের ষড়যন্ত্র

আল-কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

অর্থাৎ হে রাসুল (সঃ) আপনি দেখবেন মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদী ও মুশরিকরাই সর্বাধিক উগ্র। (সূরা মায়েদা-৮২)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক জানিয়ে দিয়েছেন ঃ

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا

অর্থাৎ তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়ে রাখবে, যে পর্যন্ত তোমাদের "দ্বীন" কে মিটিয়ে দিতে না পারে এবং তোমাদের ধর্মচ্যুত করতে না পারে। (সূরা বাক্কারা-২১৭)

www.pathagar.com

ইসলামে উদারতা, রক্ষনশীলতা, কপটতা, হটকারিতা বা কোন রকম ষড়যন্তের সুযোগ নেই।

মহান আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসুল (সঃ) এর সুন্নাহ মোতাবেক কোরআন ও হাদীস শরীফে সুস্পষ্ট ভাষায় নির্ধারন করা আছে। ঠিক একই ভাবে আল্লাহর হক্কও নির্ধারন করা আছে। আর, একেই বলা হয় হক্কুল্লাহ আর হক্কুল ইবাদ। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এক শ্রেণীর ইসলাম প্রেমী ইসলামে উদার নীতির স্বপক্ষে বিধর্মীদের খুশী করার জন্য কোরান হাদীসকে সংস্কারের কথা বলছে। আসলে এরা হীন স্বার্থ চরিতার্থ করা কপট ইসলাম দরদী।

যুগে যুগে দেখা গেছে যে, কাফের মুশরিকরা যতটুকু না ইসলামের ক্ষতি সাধন করেছে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে মুসলমান নামধারী মুনাফিকরা। এরা অর্থ নারী আর ভোগ-বিলাসের উপকরণ সরবরাহ করে মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেনীর দালাল সৃষ্টি করে "ইসলাম" ধ্বংসের কাজে লিপ্ত রয়েছে। রাসুল (সঃ) এর সময়ও আবদুল্লা-বিন উবাই, আবদুল্লা-বিন সাবা এরা ছিল মর্যাদার দিকে প্রায় সাহাবীদের সমকক্ষ ! ভন্ডনবীর দাবীদার মুসায়লামা কাজ্জাব এবং ভারতের গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানী ও ছিল মুসলমান। সালমান রুজদী, দাউদ হায়দার, তসলীমা নাসরিনরাও কিন্তু মুসলমান পরিচয় দিচ্ছে।

অথচ, এমন এক সময় ছিল যখন আল্লাহর জমিনে দ্বীনের দাওয়াতী কাজে কেউ বাধার সৃষ্টি করতে দুঃসাহস দেখাতো না। রাজা দাহিরের কুলাঙ্গার সৈন্যরা এক মুসলমান কিশোরীর মাথা থেকে ওড়না ফেলে বে-আব্রু করেছিল। আর এ সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন হাজ্জাজ-বিন ইফসুফ এবং মুহাম্মদ-বিন কাশিম। তাদের কামানের গোলার আঘাতে সেই পৌত্তলিক দাহিরের দুর্ভেদ্য দুর্গ ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল।

কি আফসোস, আজ দেখা যায় তুর্কী পার্লামেন্টে মুসলিম রমনীদের হিযাব পরা নিষিদ্ধকরণ বিল বিনা বাধায় পাশ হয়ে যায়। মদীনা হতে বিতাড়িত যে, ইহুদী সম্প্রদায় মুসলমানদের পায়ে পড়ে প্রান ভিক্ষা নিয়ে পালিয়ে বাঁচে। আজ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে সে ইহুদীরা মুসলিম ভূখন্ড জবর দখল করে মুসলিম মিল্লাতের প্রথম ক্বিবলা বায়তুল মোকাদ্দাস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসলাঈল। ইহুদী-খৃষ্টান চক্র শিশু, নারী-পুরুষকে নির্বিচারে হত্যা করে চলেছে। লুন্ঠন করছে অগনিত মা-বোনদের ইজ্জত। অথচ, এরাই মানবতাবাদী, গনতন্ত্রের প্রবক্তা। মুসলমানদের এ জিল্লাতি আর অপমানের একমাত্র কারণ হলো বিলাসিতা, ইন্দ্রীয় পরায়ণতা, জিহাদ বিমুখতা, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সঃ) এর আদর্শ হতে বিচ্যুতি।

ইহুদী, খৃষ্টান আর পৌত্তলিকদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রে ফলে মুসলিম মিল্লাত আজ শতধা বিভক্ত। ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ বাঁধিয়ে এরা আজ আরব ভূ-খন্ডের প্রতিটি দেশ

www.pathagar.com

অবৈধ পন্থায় দখলে রেখেছে। জাজিরাতুল আরবের সমস্ত তেল ক্ষেত্র, হীরা, মুক্তা, সোনার খনি সহ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন করে চলেছে।

এরাই গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী স্বাধীনতা, মুক্তবাজার, বিশ্বায়ন, রোডম্যাপ বিভিন্ন বিশেষণ লাগিয়ে মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠনকারী দস্যুতসকর। সকল বাতিল গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে অস্ত্র ও সৈন্যবলে বলীয়ান হয়ে শুধুমাত্র মুসলিম নিধন ও তাদের সম্পদ লুণ্ঠনকারী নব্য চেঙ্গিনখাঁন, হালাকু খাঁন, লুটেরা, ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয়। এরাই শান্তির পতাকাবাহী, শান্তির প্রবক্তা জুচ্চোর, এক নম্বর বদমাশ। এরাই জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে এঁটম বোম ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আজীবন পঙ্গুত্ব বরণ করেছে লক্ষ লক্ষ বন্দী আদম। আসলে শান্তির কথা প্রচার করে এরা পৃথিবীতে অশান্তির লেলিহান শিখা প্রজ্জলনকারী, মানব বিধ্বংসী হায়ে না। আসলে এরা অস্ত্র উৎপাদনকারী, অস্ত্র ব্যাবহার কারী, অস্ত্র ব্যাবসায়ী, মানুষ হত্যাকারী এরা খুনী।

ইহুদী খৃষ্টান ও পৌত্তলিক চক্র নীতি, ধর্ম বিসর্জন দিয়ে হেন কু-কর্মটি নেই যা তারা করতে পারে না। নারী স্বাধীনতার নামের আড়ালে এরা মতলববাজ, চরিত্রহীন, নারীলিপ্সু, এক নম্বর ব্যাবিচারী। কারণ এদের ধর্মেতো নারী জাতির কোন মর্যাদাই রাখা হয়নি। নারী তো এদের কাছে পন্যের মত। যখন তখন হাত বদল হতে বাধ্যে। আর এদের নারীরা তো এক পুরুষে তৃপ্ত নয় ! এরা বহুগামিতায় তৃপ্ত। এজন্যই এদের সমাজে প্রচলিতসব্যতা "লিভ টুগেদার" আর আমাদের দুঃখ হয় তখন, যখন দেখি এদের নোংরা যৌন উম্মাদনায় কিছু কিছু মুসলমানের ছেলে মেয়ে এমন কি কিছু পরিনত বয়সের যুবক, বৃদ্ধও এ নিষিদ্ধ চত্ত্বরে প্রবেশাধিকার লাভ করে হাই সোসাইটিতে নাম লেখায়।

আজ যে সকল মুসলমানের সন্তানেরা ইহুদী, নাছারা খ্রীষ্টান ও পৌত্তলিকদের প্রেসকিপশন মতে বিশ্বনারী দিবস উদযাপন করে অভিজাত্যের বড়াই করে থাকে। যারা থার্টি ফাষ্ট নাইটে রীতি, নীতি ঈমান আকিদা বহির্ভূত যে বেহায়পনায় লিপ্ত হতে দেখা যায়। তারা কি জানে এই বিশ্ব নারী প্রবক্তাদের নিজ নিজ সমাজে নারীদের অবস্থান কোথায় ?

খোদ মার্কিন মুলুকেই নারীরা যে স্বাধীনতা ভোগ করছে এর কুৎসিত চেহারা তাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক ! এদের কোন ঘর নেই, সংসার নেই। স্বামী, সন্ত ান, মাতা, পিতা কেই নারীদের খোঁজ-খবর রাখেনা।

বয়ফ্রেন্ডদের হাতধরে এরা লিভ টুগেদার করে ভাসমান অবস্থায় দিনাতিপাত করছে যা অন্যন্ত বীবৎস। আর, এরা নারী স্বাধীনতা, নারী আন্দোলন, নারী অধিকারের জন্য বেছে নিয়েছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে। অন্য দিকে এক ধরনের ভাড়াটিয়া মুসলমানের বাচ্ছা কনামিষ্ট, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক প্রগতিবাদী ঐ বিধর্মী লম্পটদের উচ্ছিষ্ট ভোগী মুরতাদরা উলঙ্গভাবে এদের নিলর্জ্জ সমর্থন যুগিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে। আল্লাহর দেওয়া বুদ্ধি বিবেক ও শিক্ষাকে ইসলামী তাহজীব, তমাদ্দুন, পর্দা প্রথা, শান্তির নীড় সুখের সংসার ভেঙ্গে দিয়ে উলঙ্গ নৃত্যে নারী দেহের ভাঁজে ভাঁজে এক ধরনের বুড়ো শয়তানের মত পৈচাশিক উন্মাদনায় মত্ত হয়ে নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে নছিহত খয়রাত করে থাকে। এদের নীতি আদর্শ, শিক্ষা, সাংস্কৃতির কাছে ইবলিশ শয়তান ও হার মানে এবং লজ্জাপায়।

কি নিলর্জ্জ আর বেশরম ইহুদী জাতি এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠান আর তাদের রূচিবোধ! এরা আল্লাহর নাম খোদাই করে পাদুকা নির্মান ও বাজারজাত করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। এরাই আল্লাহর পাক কালাম আল-কোরআনের উপর দন্ডায়মান খিঞ্জিরের চিত্র এঁকে তার গায়ে রাসুল (সঃ) এর নাম লিখে পোষ্টার বিলি করছে। অথচ, কোন চরিত্রহীন, লম্পট, কি হিরোইন সেবী মাতালও এ ধরনের ঘৃন্য কাজ করতে রাজী হবে না। যা করে চলেছে বিশ্বের বুকে একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল।

আজ দেখা যায়, কোথাও কোথাও কাফের, মুশরিক এমনকি মুসলমান নামধারী ধর্মনিরপেক্ষ বাদী কিছু অতি উৎসাহী ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া দ্বীন, ধর্ম এবং কোরআন সুন্নাহ নিয়ে উপহাস করছে। কোথাও ধ্বংস করা হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদ। কোথাও বা জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহর পাক কালাম। লুট করে মা-বোনদের ইজ্জত। উচ্ছেদ করছে তাদের শতাব্দী প্রাচীন ভিটে-মাটি থেকে । চলছে পুশ্ ইন্ আর পুশ্ ব্যাক। মুসলমানদের হত্যা করছে নির্বিচারে। হাজার হাজার মুসলমানকে মারছে আগুনে পুড়িয়ে। মুসলমানদের অনৈক্য আর জিহাদ বিমুখতাই যে এই বে-ইজ্জতি আর জিল্লাতির একমাত্র কারন তা মুসলমানরা আজ বুঝতে অক্ষম।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা ও তাদের দুর্ভেদ্য পেন্টাগনের সদর দফতর ইহুদী কুচক্রীদের দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।

বিনা স্বাক্ষী প্রমানে হঠাৎ করে তারা আবিস্কার করলো যে, এটা ওসামা-বিন লাদেন এবং-আল-কায়েদা সংগঠনের সন্ত্রাসী কাজ। এই ঠুনকো অজুহাতে বুশ-ব্লেয়ার চক্র হিংস্র ভল্লুকের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো নিরীহ আফগানদের উপর। তাদের সাথে সুর মিলিয়ে বিশ্বের যত ইহুদী খৃষ্টান, কাফের মুশরিক একাত্ম হয়ে বুশ প্রশাসনকে নির্লজ্জ সমর্থন যুগিয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত

ওসামাবিন লাদেন, আল কায়েদা কি মুসলমানদের সংশ্লিষ্ঠতার কোন প্রমাণ তারা দিতে পারে নি। পরবর্তীতে দেখা গেল তাদের সকল তথ্য মিডিয়া সেন্টার থেকে স্বীকার করা হয় যে এগুলি ছিল মিথ্যা অপপ্রচার এবং যুদ্ধের একটা কৌশলমাত্র।

ইহুদী খৃষ্ঠ চক্র একই ভাবে ধ্বংস চালিয়েছে বিশ্ব সভ্যতার পাদপীট হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার দেশ ইরাকে। ইরাক পুনর্গঠন ও ইরাকী জনগনকে গণতন্ত্র

www.pathagar.com

উপহার দেওয়ার নামে যে মিথ্যাচার ও লাম্পট্য প্রদর্শন করে মুসলিম সভ্যতা ও মুসলমান নিধন করছে মানব সভ্যতার ইতিহাসে তা নজির বিহীন। অথচ, কাফের মুশরিকদের এ ধরনের চক্রান্তের বিষয়ে মহান আল্লাহ পাক আল-কোরআনে এরশাদ করেছেন ঃ

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

অর্থাৎ-বিধর্মীরা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়, অথচ, আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো তিনি এই নূরকে সাফল্যের স্বর্নশিখরে পৌছে দিবেন, এতে কাফেররা যতই রাগান্বিত হোক। (সূরা সফ্ফ-৮)

বিশ্বের সকল ধর্মের লোকেরা নির্বিঘ্নে নিজ নিজ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে লিপ্ত। অন্য ধর্মাবলম্বীদের অর্থ, নারী গাড়ী, বাড়ী, ব্যাবসা, চাকুরী দিয়ে করছে ধর্মান্তরিত। এতে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই। কারো পক্ষ থেকে নুন্যতম বাধাও নেই। কিন্তু, অসুবিধা হচ্ছে মুসলমানরা কেন ইসলামের কথা বলে। যে সকল ধর্মের কোন ভিত্তি নেই, ধর্মীয় কোন গ্রন্থও নেই সেই সকল অন্তসার শুন্য ধর্মের নামে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে, মুসলমানের রক্তে হোনিখেলে, মুসলমানদের আরবের খেজুর তলায় পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকিতেও তারা মৌলবাদী হয়না। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির নির্ভূল সংবিধান আসমানী গ্রন্থ, আল-কোরআন, আল-হাদীস, নবী, রাসুলদের কথা বললেই মুসলমানরা হয়ে যায় মৌলবাদী।

আল্লাহ এবং রাসুল (সঃ) এর ভবিষ্যত বানী বিরোধীরা বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করবেই।

কিন্তু এর পাশা-পাশি কিছু কিছু অতি মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ইসলামকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, উন্নতি ও প্রগতির অন্তরায় বলে হৈ-চৈ শুরু করে দেয়। আসলে এরা জেগে ঘুমায়। এরা ভূলে যায় যে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করার পূর্ন দায়িত্বই মুসলমানদের উপর বর্তায়। যত তাড়াাড়ি আমাদের এ উপলব্দি আসবে ততশীঘ্রই সামিল হওয়া যাবে সত্যিকার মুসলমানের কাতারে।

মুসলমানদের বিলাসিতার পরিণতি

ইসলাম মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত একমাত্র ধর্ম। এধর্মমতকে সর্বান্তকরনে যারা নিঃশর্তভাবে মেনে নিয়েছে তারাই মুসলমান। আর ইসলাম ধর্মের সঠিক বাস্ত বায়ণকারী হিসেবে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে প্রেরন করেছেন। মহানবী (সঃ) এর মাধ্যমেই সর্ব প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়া

www.pathagar.com

পত্তন হয়েছিল সুদুর মদীনায়। ইতিপূর্বে মুসলমানদের পুর্ণাঙ্গভাবে কোন রাষ্ট্রীয় সীমানা ছিলনা।

আল-কোরআন ও রাসুল (সঃ) এর আদর্শে গড়ে উঠেছিল এক শান্তির নীড় "মদীনাতুন নবী" যার রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর নবী মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ)।

ইতিহাস সকলেরই জানা। এর পর থেকেই দীর্ঘ দেড় হাজার বছরে আজ যে ৫৭ (সাতান্ন) টি ইসলামী রাষ্ট্র বিশ্বের বুক ছিঁড় স্বমহিমায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এর সুচাগ্র পরিমানও কি জিহাদ ব্যতীত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছে ? শুধু মদীনাকে রক্ষা করার জন্যও রাসুলে পাক (সঃ) এবং সাহাবী (রাঃ)দের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছে। আর দশ বছরের মাদানী জীবনে প্রতি বছর গড়ে আটটির মত যুদ্ধ করতে হয়েছে স্বয়ং রাসুল পাক (সঃ) কে। অথচ, আমাদের এক শ্রেনীর ইসলাম দরদী, ইসলাম ধর্মের প্রচক্তা আরাম আয়েশ আর কুসুমাস্তীর্ন পথে খুঁজে বেড়াচ্ছেন জান্নাতের ঠিকানা। তাই কবির ভাষায় বলতে হয় ঃ ওগো আরবী, তুমি ক্বাবায় পৌছতে পারবে কিনা আমার আশঙ্কা হয়, কারণ তুমি যে রাস্তা ধরে এগুচ্ছ সেটি তুর্কীস্তানের রাস্তা। ক্বাবার রাস্তা নহে।

যে রাসুল (সঃ) প্রতি দেড়মাসে ধর্মের জন্য একটি করে যুদ্ধ করেছিলেন। দ্বীন প্রতিষ্ঠায় যে রাসুল (সঃ) অবর্ননীয় দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। অগনিত সাহাবায়ে কেরাম হাসি মুখে শাহাদাত বরন করেছিলেন। সে রাসুলের উম্মতের নিস্কন্টক নিরূপদ্রব, ঝক্কি, ঝামেলামুক্ত, নিরাপদ অবস্থানে থেকে দ্বীনের দাওয়াতী কাজ করে ফায়দা উঠাতে উঠাতে জান্নাতে চলে যাব তাও কি সম্ভব ?

ইসলামের সুমহান দাবী হলো মহানবী (সঃ) এর মতাদর্শের অনুসরন করে, সমস্ত কুফরী ও বাতিল শক্তির মোকাবিলা করে দুনিয়ার সর্বত্র আল্লাহর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। যে আদর্শের ভিত্তিতে সংগ্রাম করে গেছেন রাসুল (সঃ) নিজে এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম গন। আর এ পথও সংগ্রামকে অস্বীকার করলে মুসলমানরা হয়ে পড়বে এক নিষ্ক্রিয় কোরআনের সেবকদল হিসেবে। আল কোরআনে আল্লাহ পাক যে বলেছেন ঃ "মু'মিনের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর নিকট বিক্রি হয়ে গেছে জান্নাতের বিনিময়ে।" এ কথার অর্থ এই নয় যে জান্নাত পাওয়ার জন্য সারাজীবন শুধু আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া মু'মিনের আর কোন ইবাদত নেই। এ ধরনের অপব্যাখ্যকারীদের জন্যই আল্লাহ পাক আরেক আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ এরা আল্লাহর পথে নিজেও নিহত হয় অন্যেকেও নিহত করে (সূরা তওবা)।

শেষ যুগের আব্বাসীয় খলিফাগণ সীমাহীন বিলাসী ও ইন্দ্রিয় পরায়ন হয়ে পড়েন। সর্বশেষ আব্বাসীয় খলিফা মোতাসেম বিল্লাহ্ হালাকু খানের পক্ষ থেকে চরমপত্র পাওয়ার পরও মোসেলের শাসন কর্তা বদরূদ্দিনের নিকট কয়েকজন সুন্দরী নর্তকী

www.pathagar.com

পাঠানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। এর কিছু দিন পর শহরের এক দরজা দিয়ে নর্তকীরা শহরে প্রবেশ করে। ঠিক একই সময়ে অপর দরজা দিয়ে তাতার বাহিনী প্রবেশ করে বাগদাদকে ধ্বংস স্তুপে পরিনত করে। এই ধ্বংস যজ্ঞে শুধু বাগদাদেই প্রায় ১৮ লক্ষ লোক নিহত হয়। আর এক লক্ষ পুঁথি পুস্তক, পান্ডুলিপি ফোরাত নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। খলিফা মোতাছেম বিল্লাহ্‌কে বন্দী করে কম্বল পেঁচিয়ে লাঠি পেটা করে হত্যা করা হয়।

একইভাবে আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত ইরাকের দোর্দন্ড প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন দেশ রক্ষা, দেশের জনগণকে রক্ষা বা আত্মরক্ষার জন্য কি কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ? আল্লাহর দান অফুরন্ত তেলক্ষেত্র রক্ষার্থে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীসহ প্রয়োজনীয় যুদ্দাস্ত্র সংগ্রহের ব্যাবস্থা না করে ২০০৩ সালে এপ্রিল মাসে ইরাককে ইঙ্গ-মার্কিনীদের দ্বারা পুনরায় ধ্বংস স্তুপে পরিনত করার সুযোগ করে দেয়।

অপর দিকে বিশ্বের বুকে একশত চল্লিশ কোটি মুসলমান অধ্যুসিত ৫৭টি মুসলিম দেশ, তাদের সংগঠন মুসলিম উম্মা, আরব লীগ, ও আই,সি, নাফছি-নাফছি বলে পক্ষান্তরে ইঙ্গ-মার্কিন ইহুদী-খৃষ্টান চক্রকেই উৎসাহ যুগিয়েছে।

স্পেনে মুসলিম শাসনামলেই রাসুল (সঃ) এর প্রতি খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রায়ই অবমাননা ও বিদ্রুপ করতে লাগলো। ইমাম কুরতবী (রঃ) সহ অনেক ইমাম ও মুজাহিদরা খৃষ্টানদের এই জগন্য ঔদ্ধত্যের জবাব দেওয়ার জন্য বার বার মুসলিম শাসকদের তাগিদ দিচ্ছিল। কিন্তু, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সকল প্রকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উদার ইসলামী মনোভাবাপন্ন শাসকরা ধর্মনিপেক্ষ ভূমিকা পালন করে রাসুল (সঃ) এর বিরূদ্ধে সকল কটাক্ষ নিরবে হজম করেছেন। এর পরিনাম দেখা যায় গ্রানাডা, কর্ডোবা, আলহামরায় কি গজব সেই মুসলমানদের উপর থেমে এসেছিল। মুসলিম স্পেনের শেষ অধ্যায়ের করুন আর্তনাদ তারই নীরব স্বাক্ষী।

সর্ব প্রনয়ী নিরক্ষর মহামতি আকবর হিন্দু, শিখ, রাজপুত সহ বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে উদ্ভুদ্ধ হয়ে বিধর্মী ধর্ম গুরূদের পরামর্শে দ্বীনে ইলাহী চালু করে ইসলামের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। তার জবাব কাবাঘর আক্রমনকারী আব্রাহার সেই হস্তিবাহিনীর উপর আবাবীলের আক্রমনের ন্যায় আকবরের দিল্লির শাহী মসনদকে তাৎক্ষনিক বজ্রাঘাতে ধুলিস্মাৎ করে দেওয়া হয়। তখন একমাত্র মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) এই মুসলমানরূপী মুরতাদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে রূখে দাঁড়িয়েছিলেন।

সম্রাট শাহজাহান তার প্রেমের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য নির্মান করলো "তাজমল"। রাজ্যক্ষমতা আর ঐশ্বর্যকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ব্যয় না করে লোক দেখানো মন ভোলানো মমতাজ মহল নির্মান করলেন যমুনা তীরে। অথচ এদের প্রকৃত কাজ ছিল আল্লাহর "দ্বীন" তাওহীদের বানী ও মহান স্রষ্ঠার

www.pathagar.com

সর্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা। এসকল রাজা-বাদশাদের কাজ ছিল- শিরকও কুফরের সমাধি রচনা করা। অথচ এসব কিছু ভূলে গিয়ে এরা হেরেম আলো করা রাজপুত রমনীদের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিল শরাবের পেয়ালায়।

এর পরের ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে। এত পাপ এত মুনাফেকী তিলে তিলে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল যে, কোন মতে আওরঙ্গজেব আল্লাহর অনুগ্রহে ইসলাম প্রেমে নিয়োজিত থেকে নিজের শাসনকালটুকু স-সম্মানে অতিবাহিত করলেন বটে।

কিন্তু, এ-ই শেষ ! গজব আর রোধ করা গেল না। রক্ত পিপাসু নাদির শাহ এবং তারও পরে দুরাগত কতিপয় গোরা সৈন্যের আক্রমনে সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। বার্মায় নির্বাসিত বাহাদুর শাহ জাফর মুনাফেকীর শেষ স্তরে পৌঁছে লিখতে বাধ্য হল যে, সমাধির জন্য ভারতের মাটিতে দুইগজ জমিনও তার ভাগ্যে নসিব হলো না। আর, এই হলো আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল মুনাফেক মুসলমানের প্রকৃত পাওনা।

এধরনের উদাহরণ আরো অনেক আছে। আল্লাহ পাক বলেছেন মু'মিনরা কাফের মুশরিকদের বন্দু হিসেবে গ্রহন করো না। তারা পরস্পর একে অন্যের বন্দু। অথচ, আল্লাহর বানী ভূলে গিয়ে মুসলমানরা এদের বন্ধু হিসেবে গ্রহন করে কি পেয়েছে তার কিছু বাস্তব উদাহরণ উদৃত করছি। কশ্মীরের শেখ আবদুল্লা বিশ্বাস করেছিলেন নেহেরুকে। এই বিশ্বাসের ফলাফল হলো আবদুল্লাহর আমৃত্যু কারাবাস। আর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আজীবন বন্ধী হলো কাশ্মীর। অধ্যাবধি ঝরছে কাম্মিরের মুসলমানদের রক্ত, লুণ্ঠিত হচ্ছে মা-বোনদের ইজ্জত সম্ভ্রম।

ইয়াসীর আরাফাত বন্ধু হিসেবে গ্রহন করেছিলেন ইহুদী ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী ও খ্রিষ্টান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। অথচ আজো ফিলিস্তিনে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। আর ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরাঈল কর্তৃক ইয়াসির আরাফাতকে অবাঞ্চিত ঘোষণা। মিশর যখন ইসরাইল কর্তৃক আক্রান্ত হলো, সে নির্ভর করেছিল রাশিয়ার উপর। কিন্তু, রাশিয়া পাশে দাঁড়ানো বা যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য তো দুরে থাক সামান্য মৌখিক সমর্থন ও দেয় নি। ফলে রাতারাতি বেদখল হয়ে গেল মিশরের বিশাল ভূ-খন্ড।

সাদ্দাম হোসেন সি,আই,এর নীল নক্সার ফাঁদে পা দিয়ে দিবা স্বপ্নে ছিল বিভোর। যদি মার্কিনীরা বিপক্ষে চলে যায় তাহলে রাশিয়া পাশে এসে দাঁড়াবে, কিন্তু, সবই ছিল রাতের আঁধারের আলেয়ার মত। ফলে যা হবার তা-ই হয়ে গেল। মেরূদন্ডহীন আজকের ইরাক তার জীবন্ত স্বাক্ষী। এর থেকে মুক্তির একটাই পথ। তা- হচ্ছে ইসলামকে বাঁচিয়ে রাখতে মুসলমানদের আল্লাহর সৈনিক হিসেবে

www.pathagar.com

ময়দানে অবতরণ করতে হবে। কারণ ইসলাম না থাকলে মুসলমান থেকে লাভ নেই।

ইসলাম কি সাম্প্রদায়িক ?

ইসলামী রাজনীতির প্রথম ও প্রধান উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীসগ্রন্থ।

ইসলামী রাজনীতিতে সর্বভৌম ক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিকানা একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। আল-কোরানে এরশাদ হচ্ছে ঃ-

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহর সৃষ্টি রাজ্যের একমাত্র মালিক তিনিই, কেহই তার শরীক নেই। (সূরা বনী ইসরাঈল-১১১)

وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থাৎ ঃ- নিখিল বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর একচ্ছত্র প্রভূত্বের আওতাধীন রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান-৮৩)

وَأَنْ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষের মধ্যে হুকুমাত কায়েম কর, খেয়াল, খুশী ও ধারনার অনুসরণ করো না। (সূরা মায়েদা-৪৯)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

অর্থাৎ ঃ- তোমাদের মধ্যে যে মতভেদই হোক না কেন, চুড়ান্ত ফয়সালা আল্লাহর নিকট থেকেই নিতে হবে।(সূরা আশ শুরা-১০)

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

অর্থাৎ ঃ- আল্লাহ উত্তম ফয়সালাকারী, তাঁর সিদ্ধান্ত রদবদল করার কেউ নেই। (সূরা রাদ-৪১)।

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

অর্থাৎ আসমান ও জমিনের বাদশাহী একমাত্র তাঁরই, আর সকলেই তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। (হাদীদ-৫)

www.pathagar.com

يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে শুধু তারাই হুকুম চালাবে, যারা আল্লাহর দেওয়া ইনসাফের ধারক-বাহক। (মায়েদা-৯৫)

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

অর্থাৎ আল্লাহ কি সকল বিচারকের চেয়ে উত্তম বিচারক নন ? (আত্তীন-৮)

وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

অর্থাৎ তিনিই সর্বোত্তম হুকুম দাতা ও বিচারক। (আরাফ-৮৭)।

মহান স্রষ্ঠা আল্লাহর পাক কালামের উপরোক্ত বিধান বাস্তবায়ন করতে গিয়েই কি মুসলমানরা হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক ? কোরআন হাদীস শিক্ষা করে নিজ নিজ ধর্মের প্রতি ঈমানকে অটুট রাখা কি সাম্প্রদায়িক ? তাহলেতো বিশ্বে সকল

ধর্মের লোকেরাই সাম্প্রদায়িক। কারণ সকল ধর্মের লোকেরাই তাদের ধর্মের

প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা ধর্মের প্রচারও প্রসারের জন্য যথাসাধ্যে চেষ্টা, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে থাকে। বৌদ্ধ ভিক্ষু যদি সাম্প্রদায়িক না হন, ব্রাক্ষন পন্ডিত যদি সম্প্রদায়িক না হন, অর্থ, কড়ি আর বাইবেল হাতে নিরিহ জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরিত করে খ্রীষ্টান পাদ্রী যদি সাম্প্রদায়িক না হন, তাহলে কোন অপরাধে মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক হতে যাবে। তারাতো শুধু মানুষের মধ্যে আল্লাহর বানী পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করে থাকে। দীর্ঘ দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে একজন অমুসলমানকে জবরদস্তি করে মুসলমান বানানো হয়েছে তার একটাও কি প্রমান আছে ?

বিধর্মীরাতো এরপরও বলেই চলেছে যে, মুসলমান সন্ত্রাসী, মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক। আর, তাদের সুরে সুর মিলিয়ে কিছু কিছু মুসলমান নামধারী জ্ঞান পাপিষ্ঠরাও ইসলাম তথা মুসলমানদের এ ধরনের বিশেষণে আখ্যায়িত করে থাকেন নগদ প্রাপ্তির বিনিময়ে। এরা বিনা স্বাক্ষী প্রমানে কি বিনা যুক্তিতে অন্ধের হাতি দেখার মত কোন কারণ ছাড়াই ইসলাম ও মুসলমানকে সাম্প্রদায়িক বলে জিকির তুলে থাকে। ইসলামের এটা বড়ই দুর্ভাগ্য !

প্রকৃত অর্থে ইসলাম ধর্মে কোন বাড়া-বাড়িও নেই এবং কোন জবর-দস্তিও নেই। ইসলামে সাম্প্রদায়িকতার স্থান ও নেই। ইসলামে সন্ত্রাস-নৈরাজ্য সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ এবং হারাম। ইসলাম আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ধর্ম এবং রাসুলে পাক (সঃ) এর উত্তরাধিকার। ইসলাম সকল মানুষের সমান অধিকারে বিশ্বাসী। ইসলাম শান্তি র ধর্ম। ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র আল্লাহ এবং রাসুল (সঃ) এর মোকাবিলায় বিশ্বের

www.pathagar.com

সর্বাধিক ক্ষমতাধর রাজা-বাদশা, হাজারো ডিগ্রধারী কি নোভেল বিজয়ী বা সর্বোচ্চ ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত পন্ডিতের ফয়সালাও অগ্রাহ্য। এর নামই হলো ঈমান। আর কোন মুসলমানের এই অটুট বিশ্বাসও ঈমানকে কেউ যদি সম্প্রদায়িক বলে চালানোর চেষ্টাকরে তাদের বুঝানো তো অত্যন্ত কঠিন। আল্লাহ সকলকে ইসলামের শিক্ষা গ্রহন করার তৌফিক নসীব করুক।

ইমামদের দায়িত্ব

ইসলামী সমাজে একজন ইমামকে ঐ এলাকায় অন্যান্য সকলের তুলনায় অধিক সৎচরিত্রবান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একজন ইমামকে সুশিক্ষিত, আল্লাহর ভয়ে সর্বদা ভীত, ন্যায়পরায়ণ, ধৈর্যশীল সকলের নিকট আস্থাভাজন

এবং সাহসী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। আর এ সকল গুনাবলী অর্জন করতে পারলেই তিনি হবেন সমস্ত মুসল্লী ও মসজিদ এলাকার সকলের যোগ্য নেতা।

একমাত্র আল্লাহর ভয় ছাড়া ইমাম সাহেবের অন্য কোন ভয় থাকবেনা। ইমাম সাহেব ন্যায়ের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, মজলুমের পক্ষে, জুলুমের বিরুদ্ধে অসাধারণ হিম্মত ও নির্ভিক চিত্তে সকল বিষয়ের ফয়সালা দিবেন।

তিনি আল্লাহর ঘর মসজিদের হেফাজতকারীর দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি আল্লার দেওয়া বিধানের বিপরীত কোন কাজে সহায়তা করবেন না। কোন নেতা মাতব্বর কি মসজিদ কমিটির কোন সদস্যের মনোতুষ্টির জন্য আল্লাহর বিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন কাজে নিজেকে জড়াবেন না। তাহলে কোন না কোন ভাবে তিনি সত্য গোপন করার অপরাধে জড়িয়ে পড়বেন। আল্লাহ না করুন এমনও হতে পারে যে তিনি ক্বোরআন সুন্নাহর অপপ্রয়োগ বা বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে পারেন। যদি তাই হয় তা হবে তাঁর, শিক্ষা, পদবী, ঈমান ও আমলের সাথে সাং-ঘর্ষিক এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমার অযোগ্য।

অপর পক্ষে আমরা যাঁরা মসজিদ কমিটির মোতওয়াল্লী, সদস্য, নেতা, অর্থ-বিত্তশালী কি দানশীল তাঁহারা মনে করি যে, ইমাম মুয়াজ্জিনদের বেতন-ভাতা দিয়ে তাঁদের খরিদ করে নিয়েছি। আমাদের দয়ার উপর নির্ভর করছে তাঁদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা। তাই ইমাম বা মুয়াজ্জিন আমাদের যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম এবং অনৈসলামিক কর্মকান্ড নিরবে হজম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ইমাম সাহেবরা একমাত্র আল্লাহর নিকট দায়ী তাঁহারা মোতওয়াল্লী বা কমিটির নিকট দায়ী নয়। অবশ্য সে যোগ্যতা ইমাম সাহেবদেরই অর্জন করতে হবে।

www.pathagar.com

ইমাম সাহেবরা থাকবেন সমস্ত লোভ-লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, শঠতা ও প্রবঞ্চনার উর্দ্ধে। ইমামগণ হবেন মসজিদ এলার নেতা। তাঁরা হবেন সত্যের পতাকাবাহী।

সোভিয়েত রাশিয়া ও আফগান যুদ্ধ

১৯৭৩ সালে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট জহির শাহ বিদেশ সফরে যান। তারই চাচাতো ভাই জেনারেল দাউদ ছিল কমিউনিষ্টাদের দলে এবং তাকেই ক্ষমতা হস্ত ান্তর করে যান। জেনারেল দাউদের নিকট কমিউনিষ্ট বড় বড় নেতা যেমনঃ নুর মোহাম্মদ তারাকী, হাফিজউল্লা, বারবাক কারমালসহ অনেকেই

সবক নেয়। এবং একটানা দশ বছর ক্ষমতায় আঁকড়ে থেকে আফগানিস্তানে ইসলামী তাহজীব তমদ্দুনের সমাধি রচনা করে। এর পাশা-পাশি কমিউনিজমের বীজ বপন করে। ঐ সময় রাশিয়া বিভিন্ন প্রকল্পের নামে তিন মিলিয়ন রুবল খরচ করে।

সমগ্র আফগানিস্তানে প্রশাসন, বিচার বিভাগ, প্রতিরক্ষা, শিক্ষা-চিকিৎসা, সাহিত্য-সংস্কৃতি সহ সর্বক্ষেত্রে প্রচুর সোভিয়েত বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা নিয়োগ করে ইসলাম বিরোধী তৎপরতাকে আরো জোরদার করে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি আদান-প্রদানের নামে এরা মস্কোর আনুগত্য লাভে মরিয়া হয়ে উঠে। আফগান সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষনের নামে সোভিয়েত ভূ-খন্ডে নিয়ে কমিউনজমের দীক্ষা দিয়ে দেশে ফেরৎ আনে।

সমগ্র আফগানিস্তানের যখন সোভিয়েত আগ্রাসন পুরো মাত্রায় বেগবান হতে লাগলো তখনো কিন্তু সাধারন জনগন এবং আলেম, ওলামা, ইমাম, খতীব মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছুই রুটিন মাফিক চলছিল। আফগানিস্তানের ভাগ্যাকাশে যে শুকনীর শ্যেন দৃষ্টি ও নাস্তিকতার কালোমেঘ জমাট বেঁধে ধেয়ে আসছে তার খবর এরা কেউই রাখেনি।

বাদশা জহির শাহ! মাত্র উনিশ বছর বয়স। ১৯৩৩ সালে প্রচলিত নিয়মেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহন করেছিলেন। সমগ্র আফগানিস্তানের প্রান প্রিয় নেতা পঁঞ্চাশের দশকে সহজ-সরল আফগান মানুষের কলিজায় আঘাত হেনে মহিলাদের একটি "বোরকা" পদদলিত করে প্রকাশ্যে দম্বোক্তি করেন ঃ- আজ হতে অন্ধকার যুগের চির বিদায় হল"। আর এটা ছিল নাস্তিক, পশ্চিমাদের পক্ষ হতে রপ্তানীকৃত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শুভ উদ্বোধন মাত্র। সাথে সাথেই আফগান জনগনের হৃদয়ে রক্ষিত হিমালয়ের মত ঈমানে বিস্ফোরিত হলো কামানের গোলা। আর তখনই শুরু হলো ইসলামী বিপ্লবের গোড়াপত্তন।

www.pathagar.com

অতঃপর ১৯৫৯ সালে সর্ব প্রথম কাবুল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শরীয়ত অনুষদের অধ্যাপক মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ নিয়াজি আফগানিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্ত া-ভাবনা শুরু করেন। তিনি নতুন প্রজন্মকে কমিউনিজমের ভয়াবহতা এবং ইসলামের সুফল সম্পর্কে নতুন চেতনায় উজ্জিবীত করেন। ১৯৬৮ সালে মাওলানা নিয়াজি শরীয়া ফ্যাকালিটর ডীন নিযুক্ত হন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র যেমন ঃ- বুরহান উদ্দিন রাব্বানী, আবদুর রাব্বি রাসুল সাইয়াফ ও অধ্যাপক মাওলানা নিয়াজি কমিউনিষ্ঠ বিরোধী দাওয়াত শুরু করেন। ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রান ছাত্র গুলবদ্দিন হেকমতিয়ার মিছিলে নেতৃত্ব দিতেন।

১৯৭২ সালে গুলবদ্দিন হেকমতিয়ার কারাবদ্ধ হন। দেড় বছর তিনি জেলখানায় কাটান। এ সময় নেতৃত্ব দেন বুরহান উদ্দিন রাব্বানী ও আবদুর রাব্বি রাসুল সাইয়াফ। ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান হলেন সেক্রেটারী জেনারেল এবং প্রধান উপদেষ্টা পদে অধ্যাপক মাওলানা গোলাম মোহাম্মদ নিয়াজি অধিষ্ঠিত হন।

১৯৭৮ সালে দাউদের উপদেষ্টা নুর মোহাম্মদ তারাকী গোটা পরিবার সহ বাদশাহ দাউদকে হত্যা করে ক্ষমতা লাভ করে। সোভিয়েত ও দেশীয় কমিউনিষ্টদের পছন্দের লোক নুর মোহাম্মদ তারাকী ক্ষমতা লাভের শুরুতেই ১৫ হাজার মুসলমানকে নির্বিচারে হত্যা করে। ইসলাম ও শরীয়ত বিরোধী আইনও পাশ করে নেয়। রেডিও, টিভিতে ইসলামী অনুষ্ঠান মালা প্রচার বন্ধ করে দেয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী হতে ইসলামী বিষয়গুলো বাদ দেওয়া হয়। আর, এভাবেই শুরু আফগানিস্তানের জনগনের মাঝে সোভিয়েত ও কমিউনিজম বিরোধী আন্দোলন, যাহা পরবর্তীতে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে রূপ নেয়।

অমুসলিম দুনিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ইসলামী দুনিয়ার সাময়িক শক্তি ধ্বংস করা। এ কাজে তারা মুসলমানদের মধ্য হতে ক্ষমতা ও অর্থলিপ্সু একটা অংশকে বেছে নিয়ে এ কাজে ব্যবহার করছে। যাতে মুসলমানরা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেরা যুদ্ধ করতে করতে শেষ হয়ে যায়। অনেকটা সেই পুরনো গল্পের মত সতীনের ছেলেকে বাঘ মারতে পাঠানোর মত। এতে বাঘ মরলেও সৎমায়ের লাভ আর সতীনের ছেলে মরলেও লাভ।

আফগান জিহাদে বিস্ময়কর ঘটনা

মাওলানা জালাল উদ্দীন হাক্কানীর জামাতা খেয়াল মোহাম্মদ বলেন ঃ আমরা ৬০ জন মুজাহিদের মধ্যে ৪০ জন এক জায়গায় আর ২০ জন ছিল অন্য জায়গায়। রাশিয়ান দুশমনেরা ছিল ১৩০০জন। তাদের সঙ্গে ৮০ টি ট্যাস্ক, সাঁজোয়া বহর বুলডোজার সহ বিশাল সামরিক কনভয়। খেয়াল মোহাম্মদ বলেনঃ আমি হঠাৎ

www.pathagar.com

করে শত্রু পক্ষের অতর্কিত আক্রমনে হতভম্ব হয়ে পড়ি। আর সর্বশেষ অস্ত্র একমুঠো কঙ্কর হাতে নিয়ে পড়তে লাগি "ওয়ামারামাইতা ইয রামাইতা ওয়ালা কিন্নাল্লাহা রামা"। তখন সময় যোহরের নামাযের পর। প্রচন্ড গরমের মধ্যে আল্লাহর উপর ভরসা করে এই তদবীর করতে আমি হাউ-মাউ করে কাঁদতে থাকি। প্রথম ট্যাঙ্কটি যখন আমাদের কাছা কাছি একটা ব্রীজে উঠতেছিল, তখনই মুজাহিদের মেশিন গান গর্জে উঠলো আর ট্যাঙ্কটা নীচে গড়িয়ে পড়লো। দ্বিতীয় ট্যাঙ্কের দিকে আরেক মুজাহিদ ছোট্ট একটি বোমা নিক্ষেপ করলো। রাস্তায় মাইন পোতা ছিল সেটাও হঠাৎ বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল। সেই শত্রুরা ট্যাঙ্ক রাস্তার এক পাশে নিতে চেষ্টা করলো আর তখনই রাস্তার নরম মাটিতে ট্যাঙ্কটি গেড়ে বসলো। তৎক্ষনাৎ পুরা রাস্তাই যান চলা-চলের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে রাশিয়ান শ্বেত ভল্লুকের দল লাইন ধরে একে একে অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পন করলো।

আফগান রণাঙ্গনের কারামত

রাতুর ময়দানে কমান্ডার আবদুর রহমান বলেন ঃ ১০০০ হতে ১২০০ সৈন্যের এক বিশাল কোম্পানী। তাদের ৫৮টি ট্যাঙ্ক ও বিরাট গাড়ী বহর। আমরা মাত্র ৩০ জন মুজাহিদ দীর্ঘ ৩ দিন লড়াই করে চলেছি। শেষ দিন আমাদের কাছে মাত্র ব্রেন গানের ৫টি বুলেট ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। নিজেরা বলাবলি করছিলাম যে, দুশমনদের রোখার মত আর কোন ব্যবস্থা আমাদের নাই। যোহরের নামাযের পর আল্লাহর দরবারে হাত তুলে কেঁদে কেটে সকলে দোয়া করলাম। এর পর একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে গাড়ী লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লাম। গাড়ীতে আগুন ধরে গেল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগলো আর, শত্রু সৈন্য গাড়ী থেকে লাফিয়ে নেমে এসে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলো। যুদ্ধলব্দ হিসেবে আমাদের হস্তগত হলো ঃ

১। অক্ষত ট্যাঙ্ক ৫টি।
২। অক্ষত গাড়ী ৩০ টি।
৩। বড় আকারের কয়েকটি কামান।
৪। উর্ধ্বে নিক্ষেপযোগ্য রকেট ১৬টি।
৫। বিপুল সংখ্যক ক্লাসনিকভ।

আশ্রয় শিবিরে আল্লাহর সাহায্য

আফগান জিহাদের তীব্রতায় পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকায় প্রস্তরময় শুকনো এক পাহাড়ী অঞ্চলে কিছু সংখ্যক আফগান শরনার্থী বসতি স্থাপন করে আশ্রয় নেয়। কিছু দিনের মধ্যে মরুভূমির মত শুকনো স্থানটিতে পানির প্রবাহ শুরু হয়। প্রস্ত রময় এলাকাটি দেখতে সুন্দর, শ্যামল ও সজীব হয়ে উঠলো। পাকিস্তানী লোকজন

www.pathagar.com

এ অবস্থা দেখে তাদের লোভ জন্মায়। বল প্রয়োগে তারা আফগান শরনার্থীদের উচ্ছেদ করে। আর আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্যের পরিবর্তে দেখা গেল সুজলা, সুফলা সমগ্র এলাকাটি প্রানহীন ধুসর মরুভুমির মত হয়ে গেল আর মজলুমের ফরিয়াদ আল্লাহ এভাবেই কবুল করে থাকেন।

রাখে আল্লা মারে কে ?

আফগানিস্তানের এক প্রত্যন্ত গ্রাম। গ্রামের হেফজখানায় ছোট ছোট মাসুম বাচ্ছারা হেফজ করছে আল্লাহর পাক কালাম। হঠাৎ করে বাজ পড়ার মত হেফজখানা ঘিরে ফেলে রাশিয়ান সৈন্যরা। তারা বে-গুনাহ ক্ষুদে হাফেজদের নিকট থেকে ক্বোরআন শরীফ কেড়ে নিতে উদ্যত হলো। নিস্পাপ শিশু কিশোররা গিলাফে ভরে আল্লাহর কালাম গলায় ঝুলিয়ে নিল যেন তা তাদের প্রানের চেয়েও অধিক প্রিয়। তারা বিধর্মী হায়েনাদের হাতে আল-কোরআন দিতে রাজি হয়নি। এতে কয়েকজন সৈন্য অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে এদের উপর গুলি চালানোর অনুমতি চাইলো অফিসারদের কাছে। অফিসারও অনুমতি দিল। শিশুদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। ভয় আতঙ্কে শিশুদের প্রান ওষ্ঠাগত। শুধু কাতর কণ্ঠে বিড় বিড় করে উচ্চারিত হচ্ছে ও আল্লাহ তুমি আমাদের রক্ষা কর। হঠাৎ গর্জে উঠলো মেশিনগান হেফাজখানার নিস্পাপ শিশুদের উপর ব্রাশ ফায়ার করা হলো মাটিতে লুটিয়ে পড়লো হাফেজ শিশুরা।

গ্রামের চতুর্দিকে জ্বলছে আগুনের লেলিহান শিখা। শুনা যাচ্ছে গ্রামবাসীর মরণ-চিৎকার। বুক ফাটা করুন আর্তনাদ ভেসে আসছে মা-বোনদের। সমগ্র গ্রামে কিয়ামতের আলামত ঘাটিয়ে সোভিয়েত লাল সেনারা যখন চলে গেল, তখন গ্রামের বেঁচে থাকা নারী-পুরুষরা হেফজখানার দিকে দৌড়াতে লাগলো।

কিন্তু একি! হেফজখানার মাঠে এসে গ্রামবাসীরা নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেনা। সবগুলো হাফেজ শিশু শুয়ে শুয়ে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। পরিচিত ও আপনজদের দেখে শিশুরা একে একে উঠে দাঁড়াচ্ছে। সবাই হতবাক ! একটি শিশুও মরেনি বা সামান্য আহতও হয়নি।

এদের বুকে ঝুলানো কোরানের গিলাফ ছিঁড়ে কিছু বুলেট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। সকলে এই নিস্পাপ শিশু হাফেজদের ফিরে পেয়ে আল্লাহর কুদরতের প্রসংশা করতে লাগলো। আর অবনত মস্তক নিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়লো। আর এভাবেই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অদৃশ্য হতে সাহায্য করে থাকেন।

www.pathagar.com

নড়ে উঠা শহীদের লাশ

আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বুড়ো বাবা-মায়ের একমাত্র পুত্র মুজাহিদদের সাথে জিহাদে নাম লিখে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করে। এই তরুনের শাহাদাতের পর কমান্ডার মাওলানা জালাল উদ্দিন হাক্কানী শহীদের অশীতিপর বৃদ্ধ পিতাকে সংবাদ দিলেন। আসা-যাওয়ার পাঁচ-ছয় দিনের পথ অতিক্রম করে শহীদের বৃদ্ধ পিতা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কাঁদতে কাঁদতে একমাত্র পুত্রের কবর জিয়ারত করতে ছুটে আসেন। যখন তাকে পুত্রের কবরের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো তখন বৃদ্ধ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং দাবী করেন যে কবর খুঁড়ে তিনি তার ছেলেকে এক নজর দেখবেন !

জয়ীফ বুড়ো মানুষটির আহাজারি আর করুন আর্তনাদের প্রেক্ষিতে কমান্ডারের হৃদয়ে প্রচন্ড নাড়া দিল। তিনি সঙ্গীদের কবর খুড়ে লাশটি দেখানোর অনুমতি দিলেন। কবর খোঁড়ার পর জান্নাতী সুবাসে মুজাহিদগণ বিমোহিত হয়ে পড়লো। বৃদ্ধ তার পুত্রের লাশ দেখে পাগলের মত চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো বাবা তুই কি শহীদ হয়েছিস ? আমরা কি একজন শহীদের মা-বাবা ? হঠাৎ করে নড়ে উঠলো শহীদের লাশ। বলে উঠলোঃ আচ্ছালামু আলাইকুম। হ্যাঁ বাবা তোমাদের ছেলে একজন শহীদ তোমরা একজন শহীদের গর্বিত পিতা-মাতা। বহু মুজাহিদ এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখে ও নিজ কানে শুনে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। পুনরায় কবরে মাটি চাপা দিয়ে শান্ত মনে বাড়ীর রাস্তা ধরলেন শহীদের পিতা। হৃদয় জুড়ে তার স্বর্গীয় প্রশান্তির কোমল পরশ নিয়ে।

গায়েবী মদদ

মাওলানা আরসালন বলেনঃ শাতুরী নামক স্থানে আমরা মাত্র ২৫ জন মুজাহিদ ছিলাম। দুই হাজার রুশ সৈন্যের বিরাট একটি বাহিনী আমাদের আক্রমন করে। দীর্ঘ ৪ ঘন্টা তীব্র লড়াই চলে এবং ৭০/৮০ জন রাশিয়ান সৈন্য নিহত হয় আর ২৬ জন আমাদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, তোমরা এত অস্ত্র-সস্ত্র গোলাবারুদ আর বিশাল বাহিনী কিভাবে হেরে গেলে। তারা বললোঃ চারদিক থেকে কামান ও ভারী অস্ত্রের গোলা মেরে আমাদের কাবু করে ফেলে। আশ্চর্যের বিষয় যে, আমাদের কাছে কামান মেশিনগান বলতে কিছুই ছিল না। শুধু দেশীয় কাটা বন্দুক দিয়ে আমরা ২৫ জন গুলি ছুঁড়েছিলাম।

মাওলানা আরসালান আরো বলেন ঃ ১২০টি ট্যাঙ্ক ও বিপুল সংখ্যক সাঁজোয়া গাড়ীর বহর নিয়ে তারা আমাদের উপর আক্রমন চালায়। একদিকে আমাদের অস্ত্র-সস্ত্র ফুরিয়ে গেছে। অপর দিকে আমাদের খাদ্য রসদও প্রায় শেষ হয়ে গেছে। জীবনের আশাও প্রায় ত্যাগ করেছি। সর্বশেষ আল্লাহর দরবারে আমাদের

www.pathagar.com

অসহায়ত্যের ফরিয়াদ করে সাহায্য প্রার্থনা শুরু করি। ঠিক তখনই চতুর্দিক হতে শুরু হলো রকেটের গোলা আর বুলেটের ছড়া-ছড়ি। রাশিয়ান কমিউনিষ্ঠদের পরাজয় হলো। চেয়ে দেখি ময়দানে আমরা ছাড়া অন্য কেউ নেই। মাওলানা আরসালন বলেন ঃ এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবী মদদ! এটা ছিল ফেরেশতাদের কাজ। আর এভাবেই আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদের সাহায্য করে থাকেন।

আফগান জিহাদের অলৌকিক ঘটনা

মিসরের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ সু-সাহিত্যিক ডঃ আব্দুল্লাহ আযযাম তাঁর "আয়াতুর রাহমান ফী যিহাদীল আফগান" অর্থাৎ "আফগান জিহাদে আল্লাহর নিদর্শন" নামক বইতে প্রত্যক্ষ দর্শীদের কাছ থেকে শুনে লিখেছিলেন ঃ-

আফগানিস্তানের পাকতিয়া অঞ্চলের রাযমা ও উরগুন সেক্টরে মুজাহিদ কমান্ডার উমর হানীফ ইসলামী বিপ্লবী মোর্চার নেতা মাওলানা নসরুল্লাহ মুনসুরের বাড়ীতে বসে নিজে উল্লেখ করেছেন যে, আমি এ পর্যন্ত একজন শহীদের লাশ বিকৃত বা কোনরূপ দুর্গন্ধযুক্ত দেখিনি।

এ পর্যন্ত কোন লাশ কোন কুকুরকে স্পর্শ করতে দেখিনি। অথচ কমিউনিষ্ঠ রাশিয়ান সৈন্যদের মরা লাশ নিয়ে কুকুরকে টানা-টানি করতে দেখেছি। যুদ্ধের প্রয়োজনে গর্ত খুঁড়তে গিয়ে বারটি কবর খুঁড়েছি কিন্তু একটি লাশের ও চেহারার কোন পরিবর্তন দেখিনি। অথচ এরা ২/৩ বৎসর পূর্বে শাহাদাত বরণ করেছিল। এক বৎসর পরও শহীদদের লাশ হতে রক্ত ঝরতে দেখেছি। গ্রামের এক মসজিদের ইমামের লাশ ৭ মাস পরেও মনে হয়েছিল তিনি এই মাত্র শাহাদাত বরণ করেছেন। শহীদ নেছার আহম্মদের লাশ ৭ মাস মাটির নীচে থেকেও যেমন ছিল তেমনই আছে। তিন-চার মাস পর ৪ জন শহীদের লাশ পাওয়া যায় এদের মধ্যে ৩ জনের চুল-দাঁড়ি ও নখ পর্যন্ত বেড়েছিল (সোবাহান আল্লাহ!)।

আল্লাহর রাডার

আফগান রনাঙ্গনে সর্বজন বিদিত যে, মুজাহিদদের উপর রাশিয়ান সৈন্যদের বিমান হামলার আগে ঝাঁকে ঝাঁকে ঐ এলাকায় এক প্রকার পাখিরা উড়ে আসতো। মুজাহিদরা পাখির ঝাঁক দেখেই বুঝতে পারতো যে, রুশ জঙ্গী বিনের এ এলাকায় হামলা হতে পারে। রুশ বিমানগুলি যখন হামলা করে বোমা বর্ষন করতো তখন বিমানের বরাবর নীচে ডানা মেলে ধরতো এসব পাখিরা। জঙ্গী বিমানের চেয়ে দ্রুত গতিছিল এসকল পাখির। যদিও জঙ্গী বিমান শব্দের গতির চেয়ে ২/৩ গুন

www.pathagar.com

গতি সম্পন্ন ছিল। সকলেই একমত যে, বিমান হামলার সময় যখন পাখির ঝাঁক উড়ে আসে তখন কোন ক্ষতি হয় না হলেও সামান্য ক্ষতি হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে মুহাম্মদ করীম বলেছেন আমি ২০ বারের ও অধিক স্বচক্ষে এই পাখির ঝাঁক দেখেছি।

সবচেয়ে বেশী এসকল পাখির কারামত প্রত্যক্ষ করেছেন ঃ মওলবী আব্দুল হামিদ, মুহাম্মদ শিরিন, ফজল মোহাম্মদ, জান মোহাম্মদ, খিয়ার মোহাম্মদ, উজীর বাদশা, সৈয়দ আহম্দ শাহ আলীজান প্রমুখ। এভাবে দীর্ঘ ১০ বছরে আফগান জিহাদে আল্লাহর সৈনিকরা যে সব খোদায়ী সাহায্য পেয়েছেন সে বিষয়ে হাজার ভাগের এক ভাগও যুদ্ধের ভয়াবহতার কারনে সংরক্ষন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি বলে উল্লেখ করেছেন মিসরীয় বুদ্ধিজীবি ও লেখক ডঃ আব্দুল্লা আয্যাম। আফগানিস্তানের খুন রাঙ্গা জমিনের প্রতি ইঞ্চিতেই দেখা গেছে আল্লাহর নুসরত। যা সমগ্র বিশ্ব বিবেককেই নাড়া দিয়েছে। আর এতে হৃদকম্প শুরু হয়ে গিয়েছে, ইহুদী, নাসারা, খ্রীষ্টান ও ব্রাক্ষন্যবাদীদের। অপরদিকে এসকল আসমানী সাহায্য ও জিন্দাকারামত সমস্ত মুসলিম উম্মাহর প্রানে জাগিয়েছে নব চেতনার অগ্নিমশাল। শত, সহস্র আশার প্রদীপ। ইসলামী জগতে জন্ম দিয়েছে জিহাদের তামান্না।

মুমিনের অন্তরে আল্লাহর ভয়!

নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ- আল্লাহর ভয় সমস্ত জ্ঞানের মূল উৎস।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ বলেন যে ব্যাক্তি দুনিয়াতের আমার সম্পর্কে নির্বিকার থাকে আখিরাতে তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দিব। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে আখিরাতে তাকে চিন্তামুক্ত করবো এবং সেদিন সে নিশ্চিত থাকবে।

ইয়াহ্ ইয়া-ইবনে মায়াজ (রা) বলেন ঃ- নবী করীম (সঃ) এরশাদ করেছেনঃ-

মানুষ দারিদ্রতাকে যত ভয় করে যদি জাহান্নামকে সেরূপ ভয় করতো তবে তারা সোজা জান্নাতে প্রবেশ করতো।

রাসুলে পাক (সঃ) আরো এরশাদ করেছেন ঃ- যে ব্যাক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, তাহার দোজখে যাওয়া ঐরূপ অসম্ভব যেমন দোহন করা দুধ পালানে প্রবেশ করনো অসম্ভব!

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) একদিন নবী করীম (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ- আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোন লোক আছে কি ? যে বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে। নবী করীম (সঃ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আছে যে নিজের গুনাহের ভয়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে। নবী কারীম (সঃ) এর শাদ করেন ঃ আল্লাহর

www.pathagar.com

নিকট দুইটি ফোঁটা সবচেয়ে প্রিয়, একটি হল আল্লাহর আজাবের ভয়ে ক্রন্দনরত অশ্রুর ফোঁটা। অন্যটি হল আল্লাহর রাস্তায় প্রবাহিত রক্তের ফোঁটা।

একদিন রাসুলে পাক (সঃ) এক যুবকের ক্বোরান শরীফ তিলাওয়াত শুনছিলেন। যুবকটি যখন পড়তেছিল ঃ-

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ،

(সূরা আর-রহমান : ৩৭)

অর্থাৎ ঃ যে দিন আকাশকে বিদীর্ন করা হবে এবং ইহা রক্ত রঙ্গে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারন করবে। এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হল এবং কাঁদতে-কাঁদতে তার কণ্ঠস্বর বন্ধ হয়ে গেল। অত ঃ পর যুবকটি বলতে লাগলো হায়! সেদিন আমার কি অবস্থা হবে! হায়রে আমার দুর্ভাগ্য! তখন নবীয়ে পাক (সঃ) বালকটিকে বললেন যে, তোমার কাঁন্নায় ফেরেশতারাও কাঁদছে !

একজন আনসারী সাহাবী তাহাজ্জুদের নামায আদায় করার পর খুব কাঁদছিলেন আর বলছিলেন হে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তাঁহার এই কথা শুনে রাসুলে পাক (সঃ) বলেন ঃ- তুমি আজ ফেরেশতাদেরও কাঁদালে।

যুরারাহ-বিন-আওফা (রাঃ) মসজিদে নামায আদায় করছিলেন। কেরাতের মধ্যে এই আয়াত পড়লেন -ঃ

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ،

(সূরা আল-মুদ্দাস্‌সির : ৮)

অর্থাৎ যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তিনি এই আয়াত পাঠ করার সাথে সাথেই বেহুশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং তখনই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হযরত খালিদ (রাঃ) একবার সালাত আদায়ের সময় এই আয়াত পড়তেছিলেন ঃ-

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ،

অর্থাৎ- প্রত্যেক প্রানীই মৃতুর স্বাধ গ্রহণ করবে (সূরা আল-আম্বিয়া : ৩৫)। তখন তিনি বার বার তাহা পড়তেছিলেন। কিছুক্ষন পর ঘরের কোন হতে এক আওয়াজ আসলো যে, তুমি ইহা আর কতবার পাঠ করবে ? তোমার এই আয়াত বার বার পড়াতে চারজন জ্বীনের মৃত্যু হয়েছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

রাসুল (সঃ) এর সকল কার্যক্রম ছিল মহাগ্রন্থ আল-কোরআন ও ওহী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। রাসুল (সঃ) এর পুরো নবুয়াতি জীবনটাই ছিল জিহাদী জীবন। রাসুলে পাক (সঃ) বলেছেন ঃ যুদ্ধের পোষাক পরিধানের পর চুড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত সে পোষাক পরিবর্তন করা নবী-রাসুলদের জন্য নিষিদ্ধ!

রাসুল (সঃ) কোন ভূমি দখল, রাজ্য দখল, রাষ্ট্র ক্ষমতা বা কোন সম্পদ দখলের জন্য কোন যুদ্ধ করেন নি। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর প্রভূত্ব কায়েমের জন্য।

রাসুল (সঃ) কোন খেতাব প্রাপ্ত জেনারেল বা ফিল্ড মার্শাল ছিলেন না। তিনি কোন সেনা বাহিনী বা নিরাপত্তা রক্ষী বেষ্ঠিত রাজা বা রাষ্ট্রপতিও ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে তুমুল লড়াইয়ের মাঝেও অটল এবং ধীর-স্থির একজন সমর নায়ক। অথচ আমরা আজ সেই স্বার্থক সমর নায়ককে একজন দরবেশ বেশী ধর্মগুরু নবী হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠার আপ্রান চেষ্টা করে চলেছি।

রাসুল (সঃ) সারাটি জীবন ছিলেন একজন সার্বক্ষনিক মুজাহিদ। তাই রাসুল (সঃ) এরশাদ করেছেন ঃ "জান্নাত হচ্ছে তরবারীর ছায়াতলে"। আর এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক আল-ক্বোরানে এরশাদ করেন ঃ- আল্লাজিনা আমানু-ইউকাতিলুনা ফি-সাবিল্লিাহি, ওয়াল্লাজিনা কাফারু ইউকাতিলুনা ফি-সাবিলিত্তাগুত।

অর্থাৎ ঃ- মু'মিনরা লড়াই করে আল্লাহর পক্ষে, অপর দিকে কাফেররা লড়াই করে তাগুত শয়তানের পক্ষে।

যে নবীকে বিদ্যুৎ এর চেয়ে অধিক গতিতে মহাশূন্য ভ্রমন করিয়ে "সিদরাতুল মোন্তাহা" ভেদ করে মহান আল্লাহ আপন সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। যে নবীর কাছে ২৪০০০ (চব্বিশ হাজার) বারের অধিক জিব্রাইল (আঃ) এর আগমন ঘটেছিল। যে নবীকে সমগ্র সৃষ্টির জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছিল। যে নবীর পবিত্র অঙ্গুলির ইশারায় আকাশের চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হয়েছিল। যে নবীর কোন প্রার্থনাই আল্লাহ না মঞ্জুর করেন নি। সে নবীকে তায়েফের মরু পথে রক্তাক্ত অবস্থা থেকে নিরাপদে অক্ষত অবস্থায় মক্কা ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ কি অক্ষম ছিলেন ? আর সে নবীর সামনেই তাঁর অগনিত সাহাবী অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিলেন।

মানব জীবনে এমন কোন সঙ্কট, বিপদাপদ দুঃখ-বেদনা নেই যার তীব্র হতে তীব্রতর আঘাতের ফলে রাসুল (সঃ) দগ্ধ হন নি। এ যেন এক স্ব-বিরোধী চিন্ত ধারা। আসলে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর ধৈর্য ও সাহিষ্ণুতার মাধ্যমে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আল্লাহ প্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন মাত্র। এর একমাত্র কারণ ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতে হলে শ্বাপদ শাকুল, কন্টকাকীর্ন ও রক্ত পিচ্ছিল দুর্গম গিরি পথ পাড়ি দিয়ে তবেই মঞ্জিলে মকসুদে পৌছানো সম্ভব ! আর এ পথই হলো নবী-রাসুলদের পথ, খোলাফায়ে রাশেদা ও সাহাবীদের প্রদর্শিত পথ। আর এ পথের নামই হলো "সিরাতুল মোস্তাকীম"!

"ওয়ামা তওফিকী ইল্লা বিল্লাহি"

www.pathagar.com